চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 201 Wednesday, 21 June, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২০১ সংখ্যা ✱ ৫ আষাঢ়, ১৪৩০, বুধবার, ২১ জুন, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুধুমাত্র মহিলা পরিচালিত গোলাপী বুথ হচ্ছে। নিরাপত্তা কর্মী থেকে পোলিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসার সবাই মহিলা।...বিস্তারিত পাতা ৩

বাঁকুড়া শহরে এই প্রথমবার রথযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণে যেন ইসকনের সৌজন্যে একটুকরো মায়াপুর উঠে এল বাঁকুড়া।...বিস্তারিত পাতা ৫

বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হল এভারেস্ট। কিন্তু তার থেকেও উঁচু পর্বতশৃঙ্গের সন্ধান মিলেছে। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইপিএল জিতলে মেলে বেশ কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু সেই প্রাইজমানি কি জনস্বার্থে দেওয়া হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর হবে, না।...বিস্তারিত পাতা ৮

কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার রোড, এক্সাইড মোড় হয়ে পার্ক স্ট্রিট ঘুরে আউট্রাম রোড ধরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড পর্যন্ত

কলকাতায় ইসকন মন্দিরে আরতির পর পর রথের রশিতে টান দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিন্টো পার্কে ইসকন মন্দির থেকে এজেসি বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা ইসকনের রথযাত্রা। আজকের দিনের জন্য প্রস্তুতি থাকে বহু দিনের। মঙ্গলবার কলকাতায় ইসকন মন্দিরে রথযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রথযাত্রা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন শ্রদ্ধা জানান। আজ তিনি বলেন, 'দেবতা কেবল মাটির বা কাঠের পুতুল নয়। দেবদেবীর মধ্যে আমরা আমাদের স্বপ্ন মনোআশা সুখদুঃখ সবকিছু দেবতার চরণে অর্পন করি। কারণ আমাদের বিশ্বাস সেটা। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, জগন্নাথ চাইলে, আগামী রথযাত্রা দীঘার মন্দিরে আয়োজন করা হতে পারে। সেখানেও রথযাত্রা করার চেষ্টা করা হবে। মাহেশের উন্নয়ন করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে জানান, ইসকনকে মায়াপুরে ৭০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। সেখানে তৈরি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সিটি। ইসকনের সকলকে অভিনন্দন জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আজ উঠে আসে রেল দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে একটা রেল দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অনেক মানুষের প্রাণ গিয়েছে। রথযাত্রা তো মুক্তির দিন, আমি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।' একই সঙ্গে বিশ্বের, দেশের, রাজ্যের শান্তির কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন রথযাত্রার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার দীঘায় যে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছে তা এখন শেষের পথে। সব ঠিক থাকলে সেখানে আগামী বছর রথযাত্রার আয়োজন করা হবে।

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন নিয়ে তোপ দাগলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন না করার জন্য ফোনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আরজি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, চিঠি লিখেও রাজভবনের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবারও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, চিঠি দিয়ে এই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন না করতে বলেছিলাম। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে এসব পালন করা হচ্ছে। বাংলাকে অপমান করতে, অসম্মান করতেই বিজেপি এসব করছে। বাংলার মানুষের সঙ্গে রাজনীতির খেলা খেলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেস আমলেও কোনওদিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়নি। তিনি প্রশ্ন করেন, তাহলে কেন আচমকা বিজেপি এই দিনটিকে আলাদা করে তুলে ধরার চেষ্টা করছে? রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০ জুনের গুরুত্ব বঙ্গবাসী কতখানি জানে, তা নিয়ে সন্দিহান ইতিহাসবিদরাও। তবে সেই ২০ জুনই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করার কথা ঘোষণা করা হয় রাজভবনের তরফে।

সুপ্রিম রায়ে শুভেন্দুর খোঁচার পাল্টা দিলেন কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই পঞ্চায়েতে ভোট হবে। সুপ্রিম রায় প্রকাশ্যে আসার পরই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের তরফে বিরোধীদের খোঁচা, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বুকে নিয়ে ঘুরুক ওঁরা। আমরা রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে ঘুরি। এদিকে বিজেপির পাল্টা দাবি, রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে আদালত আইনি থাপ্পড় মেরেছে। সব জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য। তাঁদের এসএলপি খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্টের অবসরকালীন বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বিরোধীরা। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খোঁচা, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা অপদার্থ, ক্লীব, দলদাস। তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। যে থাপ্পড় আজ আদালত ওদের গালে মেরেছে! আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। কংগ্রেসের তরফে কৌস্তভ বাগচী জানান, সুপ্রিম কোর্টের আজ গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল, নির্বাচন মানেই হিংসা করার লাইসেন্স নয়। তবে এই রায়ের পর বিরোধীদের একহাত নিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বুকে নিয়ে ঘুরুক ওঁরা। আমরা রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে ঘুরি। শুধু একুশের বিধানসভা নির্বাচনের কথা ওঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই। মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে নিয়েই জিতব আমরা।

হাইকোর্টেও ধাক্কা রাজ্যের, বিভিন্ন স্থানে অশান্তি নিয়ে পুলিশের রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ ভোটের আগেই সন্ত্রাস নিয়ে হাইকোর্টেও ধাক্কা রাজ্যের। ভাঙড়, ক্যানিং সহ বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চায়েতের মনোনয়ন পর্বে অশান্তি নিয়ে ১০ দিনের মধ্যে পুলিশকে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। ওইসব এলাকায় বিরোধী প্রার্থীরা কেন মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি, তার বিস্তারিত হলফনামার মাধ্যমে পুলিশকে জানাতে বলেছে আদালত। রিপোর্ট পেশের তিনদিনের মধ্যে মামলাকারীরা তাঁদের বক্তব্য জানাবেন। মামলার পরবর্তী শুনানি দু'সপ্তাহ পর। একইসঙ্গে ক্যানিংয়ে এক বিরোধী সমর্থকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ও সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাজাহান শেখের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে

এই মামলায়। এ ব্যাপারে ওইসব থানার ওসিদেরও সতর্ক করে দিয়েছে আদালত। এদিন এই মামলার শুনানিতে আদালত রাজ্যের উদ্দেশে বলে, ভাঙড, কাশীপুর, হাড়োয়া, বসিরহাটে কোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেও নিরাপত্তা দিয়ে আবেদনকারীদের মনোনয়ন পেশের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। আদালত আরও বলে, এই অবস্থায় জায়গায় জায়গায় বোমাবাজি, গোলাগুলির অভিযোগ আসছে, তাহলে পুলিশ কী করছিল? পাশাপাশি পুলিশকে হাইকোর্টের নির্দেশ, ১৫ ও ১৬ জুনের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে পুলিশের কী ভূমিকা ছিল, তা জানাতে হবে। নিরাপত্তার জন্য ক্যানিং, মিনাখাঁ, ভাঙড়, ন্যাজাট, জীবনতলা এলাকায় মনোনয়নের জন্য কত পরিমাণ পুলিশ কোথায় দেওয়া হয়েছিল, কতজন গ্রেফতার হয়েছে ওই গোলমালের আগে ও পরে, সেসবও জানাতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে সব থানা এলাকা ও বিডিও অফিসের ১৪ থেকে ১৬ জুনের সিসিটিভি ফুটেজ পেন ড্রাইভে আদালতে জমা দিতে হবে। রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয়, কোনও আবেদনকারী মনোনয়ন জমা দেননি। নির্দিষ্ট করে কেউ হেনস্থারও অভিযোগও করেননি। রাজ্যের দাবি, ১৩ জুন ৯৩ জন মনোনয়ন জমা দেন ভাঙড়ে। ১৪ জুন সেখানে তৃণমূল ও আইএসএফের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। যাঁরা মামলা করেছেন, তাঁরা আগে প্রমাণ দিন যে তাঁরা শান্তি চান। তৃণমূলের ২ জন ও আইএসএফের একজন মারা গিয়েছে। এখানে তাঁদের ঢোকা উচিত কি না সেটা আদালত বিবেচনা করুক। এর প্রেক্ষিতে আদালত বলে, পুলিশ কী জানায়, জানাক, পুলিশ মনোনয়ন জমা দেখবে, অন্য সমস্যা দেখবে, নাকি নিরাপত্তা দেবে। একের পর এক হাইকোর্ট লোকেকে নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। তারপরে বিডিও অফিসে বিরাট গন্ডগোল, ভাঙচুর চলেছে। এর প্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন, এত গোলমালের সিসিটিভি ফুটেজ আছে? এখানে আপনি যা বলছেন, হলফনামায় তার যেন উল্লেখ থাকে। পুলিশের বক্তব্য শুনতে চাই। কটা এফআইআর হয়েছে?

পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নির্দেশই বহাল, হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশেই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেই ভোট করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেই ভোট করতে হবে। আগামী ৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর দাবিতে প্রথম থেকেই সরব হয় বিরোধীরা। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রক্তপাত, বোমাবাজি, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই আবহে রাজ্যের সব জেলাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। গত বৃহস্পতিবার ওই নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে বলা হয়েছিল, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে

কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে আবেদন করতে হবে তাদের। প্রথমে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা জানিয়েছিলেন, আদালতের নির্দেশ মতোই পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু তার পরই অবস্থান বদল করে কমিশন। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শনিবার শীর্ষ আদালতে আবেদন করে কমিশন। ওই দিনই শেষ হয় ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা। মঙ্গলবার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করে, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হলে সমস্যা কোথায়? মঙ্গলবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে এদিন বলেছে, হাইকোর্ট হয়তো ভেবেছে অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্য থেকে পুলিশ আনার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা ভাল এবং ব্যয় কেন্দ্র বহন করবে। শীর্ষ আদালত আরও মন্তব্য করে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া কখনই হিংসার লাইসেন্স হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। বিচারপতি নাগরত্ন বলেন, ''আপনারা পাঁচ রাজ্য থেকে পুলিশ চেয়েছেন। আর হাই কোর্ট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে বলেছে। খরচ তো কেন্দ্র দেবে। আপনাদের অসুবিধা কোথায়? তা ছাড়া ভোটে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় বাহিনী হলে সমস্যা কোথায়?'' রাজ্যের আইনজীবী বলেন, ''রাজ্যের পুলিশ যথেষ্ট সমর্থ। পুলিশকর্মী কম থাকায় অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ চাওয়া হয়েছে। সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হলে পরিকল্পনা বদল করতে হবে। নির্বাচনের মুখে যা সমস্যার।'' রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী বলেন, ''নির্বাচন ঘোষণার পরের দিনই মামলা করা হয়ে গেল। তখন মনোনয়ন পর্ব চলছে। মনোনয়ন পর্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মনোনয়ন কেন্দ্রের ১ কিমি পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের পুলিশ সমর্থ্যযোগিতা করেছে।'' তিনি আরও বলেন, ''হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা বলেছে। কিন্তু আমাদের স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত হয়নি। আমাদের সেই কাজ চলছিল। তা ছাড়া নিরাপত্তার বিষয়টি রাজ্য দেখে। এখানে কমিশনকে সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।''

'সীমান্তে শান্তি ফিরলে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে',চিনকে কড়া বার্তা নরেন্দ্র মোদির

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ আমেরিকা সফরের আগে চিনকে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সীমান্তে শান্তি ফিরলে তবেই চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। গালওয়ান সংঘাতের পর থেকেই চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। সীমান্তে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করে রেখেছে দু'দেশই। বিগত দিনে, লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত আগ্রাসী হয়ে উঠেছে লালফৌজ। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরাও। ভারত মহাসাগরেও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে চিনা নৌসেনা। এহেন পরিস্থিতিতে মোদির আমেরিকা সফর রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভলে মনে করা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই কৌশলগত কারণে ঘটনাবলির উপর কড়া নজর রাখছে চিনও। বিশ্লেষকদের মতে, ভারত-আমেরিকা যুগলবন্দি চিনের মাথাব্যথার কারণ। অত্যাধুনিক মার্কিন অস্ত্রে আরও বলীয়ান হয়ে উঠবে ভারতীয় ফৌজ বলেই আশঙ্কা বেজিংয়ের। উল্লেখ্য,

আজই দিল্লি থেকে আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ঠিক তার আগেই চিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা সর্বদাই পার স্পরিক শ্রদ্ধা ও শান্তি বজায় রাখায় বিশ্বাস করি। সমস্ত আইন ও নিয়ম মেনে যে কোনও সমস্যা বা বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে চাই। কিন্তু সীমান্তে শান্তি ফিরলে তবেই দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। উল্লেখ্য, ভারতীয় সময় মতে আজ রাত দেড়টা নাগাদ ওয়াশিংটনের অ্যান্ড্রুস বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নামবে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের অনেকেই। মোদির তিনদিনের এই সফরসূচি শুরু হবে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর থেকে। আজ কাল ২১ জুন, সেখানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ জানিয়েছেন, রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর নিয়ে চিন অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। তবে বোঝা গেল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চিন রীতিমত তৈরী হচ্ছে কিছু বলার বা করে দেখানোর জন্য। তবে লাল চিন যে এই বক্তব্যর ধার যে জোড়ালো জবাব দেবে তা কিন্তু দেশের বিরোধীরা বলছে। তবে লাল চিনের বক্তব্যর কিছু হবে দেশের কেউই ধারে না তা পরিস্কার। তাই চিনকে ভয় করে যে ভারত চলবে না বা চলে তা প্রমাণ হয়ে গেল।

রথযাত্রার দিন রাজভবনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ রথযাত্রার দিন বিকেলে হঠাৎই রাজভবনে হাজির প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি বলেই জানতে পারা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাজভবনে পালিত হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। যা নিয়ে তুঙ্গে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। আর সেদিনই বিকেলে রাজভবনে দেখা গেল অন্য ছবি। বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ রাজভবনে প্রবেশ করতে দেখা যায় প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভকে। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে আসেন তিনি। যদিও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি সৌরভ। তবে জানা গিয়েছে, রাজ্যপালের সঙ্গে এ ছিল সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আসেনি। সিভি আনন্দ বোস বাংলার রাজ্যপালের আসনে বসার পর এই প্রথম রাজভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন সৌরভ। এর আগে জগদীপ ধনকড় রাজ্যপাল থাকাকালীনও একবার রাজভবনে গিয়েছিলেন মহারাজ। সেবার জানিয়েছিলেন, রাজ্যপালকে তিনি ইডেনে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করেন, তা কেবলই সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল।

বালেশ্বরের বাহানাগা ট্রেন দুর্ঘটনার 'স্বাধীন তদন্ত চলছে' রেলমন্ত্রী

বালেশ্বর, ২০ জুন ঃ ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহতা এখনও মুছে যায়নি মানুষের মন থেকে। গত ২ জুন বালেশ্বরে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তিনটি ট্রেন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৯১ জনের। বালেশ্বরের বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছেই ঘটেছিল দুর্ঘটনাটি। মঙ্গলবার বাহানাগা বাজারে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, আমি বাহানাগা বাজারে এসে এখানে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় তা নিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। ঘটনার সময় (ভয়াবহ ট্রিপল-ট্রেন দুর্ঘটনা) তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই... এখানে গ্রাম ও হাসপাতালের উন্নয়ন কাজের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে... ঘটনার তদন্ত চলছে। একটি স্বাধীন তদন্ত চলছে।

বিডিও অফিসে ধরনায় অধীর চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০ জুন ঃ আবার শাসকবিরোধী অশান্তিতে উত্তাল হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ। পুলিশের সামনেই বড়ঞার বিডিও অফিসে কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রতীক কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে লাঠিচার্জও করে পুলিশ। এরপরই বিডিও অফিসের সামনে ধরনায় বসেছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে এসেছে। মনোনয়ন পর্বে প্রায় সব জেলা থেকেই উত্তেজনায় খবর মিলেছে। ভাঙড় পরিণত হয়েছিল বোমা-বারুদের স্তূপে। মনোনয়ন পর্বে প্রাণহানিও ঘটেছে। মনোনয়ন প্রত্যাহার ও প্রতীক বিলিতেও অশান্তি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় বিডিও অফিসে প্রতীক বিলিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রতীকের ফর্ম ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তৃণমূল। তা নিয়ে অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, পুলিশ সামনে থাকলেও তাঁরা কোনও পদক্ষেপ করেননি প্রথমে। পরবর্তীতে অশান্তি বড় আকার নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, দু'পক্ষের অশান্তিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। আক্রান্ত হন কংগ্রেসের প্রার্থীও। পুলিশ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করলে তাঁদের সামনেই চলে দুপক্ষের হাতাহাতি। পুলিশ লাঠিচার্জও করে বলে অভিযোগ। আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। আটক করা হয়েছে ৩ তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

বেকারত্ব নিয়ে কংগ্রেসের পাল্টা পরিসংখ্যান প্রকাশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ ইউপিএ জমানার ১০ বছরের থেকে অনেক বেশি চাকরি হয়েছে নরেন্দ্র মোদির জমানায়। এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহের। রীতিমতো পরিসংখ্যান প্রকাশ করে তিনি দাবি করলেন, ইউপিএ-র দু'পর্বে যেখানে ছ'লক্ষ সরকারি চাকরি হয়েছিল সেখানে তাঁদের সময়ে গত ন'বছরে ৯ লক্ষ চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম বিস্ফোরক এই তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দাবি করা হয়েছে, গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান কমেছে, তেমনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মোট কর্মসংস্থান ২.৭ লক্ষের বেশি হ্রাস ছাড়াও, কর্মসংস্থানের ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ২০১৩-র মার্চে মোট ১.৭ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ১৭ শতাংশ চুক্তিতে ছিলেন এবং ২.৫ শতাংশ অস্থায়ী বা দৈনিক মজুরির হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ২০২২ সালে চুক্তি কর্মীদের অংশ বেড়ে ৩৬ শতাংশ হয়েছে যেখানে অস্থায়ী ও দিনমজুর শ্রমিকদের অংশ বেড়েছে ৬.৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত সিপিএসইতে নিযুক্তদের মধ্যে ৪২.৫ শতাংশ চুক্তি বা দৈনিকভিত্তিক কর্মীদের বিভাগে পড়েছিল, যেখানে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এর হার ছিল ১৯ শতাংশ। ওই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় তোলা শুরু করেছিল কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সকলেই কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন। যার জবাব সোমবার দিলেন কেন্দ্রীয় কর্মিবর্গ মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তাঁর দাবি, ইউপিএ জমানার ১০ বছরের থেকে অনেক বেশি চাকরি হয়েছে মোদি জমানায়। তার দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ইউপিএ-র দু'পর্বে যেখানে ছ'লক্ষ সরকারি চাকরি হয়েছিল সেখানে তাঁদের সময়ে গত ন'বছরে ৯ লক্ষ চাকরি সৃষ্টি হয়েছে।তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার সময়ই বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মোদি সরকার।

জন্মদিনে রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, মুর্মুর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করলেন মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন মোদী। মঙ্গলবার সকালে টুইটারে নিজের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশবাসীর কল্যাণে প্রজ্ঞা, মর্যাদা এবং অঙ্গীকারের আলোকবর্তিকা হলেন রাষ্ট্রপতিজি, তিনি দেশের অগ্রগতি আরও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসিত। তাঁর উসর্গ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।২১ জুন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মদিন। এদিন সকালে আমেরিকা রওনা হওয়ার প্রাক্কালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানান, রাষ্ট্রপতিজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কন্যা সন্তানের বাবা হলেন রাম চরণ, বিয়ের ১০ বছর পর সুখবর দিলেন দক্ষিণী তারকা

হায়দরাবাদ, ২০ জুন ঃ বাবা-মা হতে চলেছেন দক্ষিণী তারকা রাম চরণ ও তাঁর স্ত্রী উপাসনা, গত বছরের ডিসেম্বরেই তা জানা গিয়েছিল। চলতি বছরের ২০ জুন ভোরে এল সুখবর। কন্যাসন্তানের বাবা-মা হলেন রামচরণ-উপসনা। প্রায় ১০ বছরের বিবাহিত জীবন পার করে সন্তান এল তাঁদের সংসারে। হায়দরাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন উপাসনা। হাসপাতাল সূত্রের খবর, সন্তান ও মা দু'জনেই একেবারে সুস্থ আছেন।সন্তানের আগমনের আগাম প্রস্তুতি অবশ্য আগেই শুরু করে দিয়েছিলেন রাম চরণ ও উপাসনা। ঘর সাজানোর নানা ছবিও ভাগ করে নেন উপাসনা তাঁর সমাজমাধ্যমের পাতায়। রাম চরণ বাবা হয়েছেন, একইসঙ্গে দাদু হলেন দক্ষিণী সুপারস্টার চিরঞ্জীবী।

ফরিদাবাদঃগ্যাস ভরতে গিয়ে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, পাঁচ শিশুসহ সাতজন দগ্ধ

ফরিদাবাদ, ২০ জুন ঃ হরিয়ানার বল্লভগড়ের চাওলা কলোনিতে একটি বড় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে অন্য সিলিন্ডারে গ্যাস ভরার সময় একটি বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাঁচ শিশুসহ সাতজন দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে চার শিশুকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের শহরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।চাওলা কলোনির ফাঁড়ির ইনচার্জ চমনলাল জানান, সোনু ঠাকুরের বাড়িতে একটি দোকান রয়েছে, যেটি চালান রাজেশ। সোমবার গভীর রাতে এক গ্যাস সিলিন্ডার থেকে অন্য গ্যাস সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করা হচ্ছিল। হঠা সিলিন্ডার ফেটে যায়। সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাঁচ শিশুসহ সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছে উমেশ পোদ্দার (৭৩), যিনি তার নাতি মানব এবং জিয়াশের জন্য খাবারের সামগ্রী নিতে দোকানে পৌঁছেছিলেন। এছাড়া দোকানদার রাজেশসহ সেখানে খেলতে থাকা শিশুরা ঝলসে যায়।দুর্ঘটনার পরপরই সমাজকর্মী বিনোদ গোস্বামী, কৃষ্ণা গোস্বামী ও অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দগ্ধ শিশু ও লোকজনকে গাড়িতে করে বল্লভগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়েই থানার সিটি ইনচার্জ সতীশ কুমার ও চাওলা কলোনি থানার চৌকি ইনচার্জ চমন লাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। পুলিশ জানিয়েছে, চার বছর বয়সী মানব, তিন বছরের জিয়াশ, ১১ বছর বয়সী ছাভি, নয় বছর বয়সী আমরাকে গুরুতর জখম অবস্থায় দিল্লি সফদরজং-এ রেফার করা হয়েছে। এ ছাড়া আট বছর বয়সী আবদুল্লাহ, ২৫ বছর বয়সী রাজেশ, উমেশ পোদ্দারকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে পুরী, বিপুল সংখ্যক ভক্তদের সমাগম সৈকত শহরে

পুরী, ২০ জুন ঃ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে জগন্নাথ ধাম পুরী। বিপুল সংখ্যক ভক্তদের সমাগমে ভগবান বলভদ্র, দেবী সুভদ্রা ও জগন্নাথের রথযাত্রা শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। মহসমারোহে ৯ দিনব্যাপী চলবে রথযাত্রা উৎসব। উৎসবে সামিল হতে পুরীতে ভি। জমিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। ভক্তরা যাতে নির্বিঘ্নে প্রভুর পুজো দিতে পারেন তাই ট্রাফিক, পার্কিং, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং ভিআইপি চলাচলের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে।বিগত কয়েকমাস ধরে দিনরাত কাজ করে তৈরি করা হয়েছে নবনির্মিত তিনটি রথ। সাজিয়ে তোলা হয়েছে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ। চিরাচরিত রীতি অনুসারে, ভগবান জগন্নাথ শ্রীহরি হলেন ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম প্রধান অবতার। জগন্নাথের রথের নির্মাণ ও নকশা অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। বসন্ত পঞ্চমী থেকে শুরু হয় কাঠ সংগ্রহের কাজ। রথের জন্য কাঠ বিশেষ বন দশপল্লা থেকে সংগ্রহ করা হয়। রথযাত্রার যে প্রথা সকলকে মুগ্ধ করে তা হল, ঈশ্বর এই সময়ে ১৪ দিন নির্জনে থাকেন। আসলে এই সময় সব মন্দির বন্ধ থাকে। কথিত আছে, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রাকে ১০৮ পাত্র জল দিয়ে স্নান করানো হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় সহস্ত্রধারা স্নান। কিন্তু পরে এই স্নানের কারণে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ভেষজ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তাই এই নির্জনতার আচার। ১৫ তম দিনে জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রা দর্শন দেন।জগন্নাথধাম পুরীতে মঙ্গলবার অনেক সকাল থেকেই মুহুর্মুহু শোনা গিয়েছে জয় জগন্নাথ ধ্বনি। একবার রথের রশিতে টান দিতে কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী জগন্নাথ ধামে এসেছেন। সকালে মঙ্গলারতি দিয়ে রথযাত্রার সূচনা হয়েছে। এরপর রথযাত্রার মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ভারত-মার্কিন সম্পর্কে এক অভূতপূর্ব আস্থাঃমোদী

নতুন নয়াদিল্লি,২০জুনঃওয়াশিংটনে সরকারি সফরের আগে ডব্লুএসজে-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির খোলনলচে বদলানোর পক্ষে মত দিলেন মোদী ।রাজেশ রায়, ব্রেন্ডন মোরান ও গর্ডন ফেয়ার ক্লাউনতুনদিল্লি- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী বলেছেন, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশের মধ্যে নতুন দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্ক অনেক শক্তিশালী ও গভীর হয়েছে, যা আগে কখনও হয়নি ।আমেরিকা ও ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আস্থা গড়ে উঠেছে । ক্ষমতায় আসার ৯ বছর পর তাঁর ওয়াশিংটন সফরের আগে এক সাক্ষাকারে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন মোদী । প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দুদেশের সহযোগিতা বৃদ্ধিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং শক্তির ক্ষেত্রেও এই বোঝাপড়া সম্প্রসারিত হয়েছে ।ওয়াশিংটনে চলতি সপ্তাহে ভারতে হাল্কা যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন তৈরি নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে । সেইসঙ্গে আশা করা হচ্ছে, ভারত মহাসাগর ও হিমালয় অঞ্চলে চীনের সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়াতে অত্যন্ত উঁচুতে ওড়ার উপযোগী শিকারি ড্রোন কেনার ব্যাপারেও বহু বিলিয়ন ডলারের চুক্তিও স্বাক্ষরিত হবে ।পশ্চিমী দুনিয়া মস্কোকে একঘরে করে দিয়েছে । একই অবস্থা চীনেরও । এই পরিস্থিতিতে সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে ভারত । কৌশলগত বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বেজিং-এর মোকাবিলায় ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা । প্রতিরক্ষা চুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ।নতুন দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে ওয়াল স্ট্রিস জার্নালের সঙ্গে এক সাক্ষাকারে ভারতের বিদেশনীতি, আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন মোদী ।তাঁর বক্তব্যের মূল বার্তা হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে । উন্নয়নশীল দেশগুলির আশা-আকাঙ্খা নিয়ে দীর্ঘ অবহেলা সম্পর্কেও মুখ খুলেছেন মোদী । ভারত আরও ব্যাপক, গভীর ভূমিকা পালনের যোগ্য , বলেন মোদী ।নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেছেন ৭২ বছরের এই রাষ্ট্রনেতা । তাঁর মতে, রাষ্ট্রসংঘে গরিব দেশগুলির আরও প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ঋণ হ্রাস, সবক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ।মোদী ভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম । ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে পর পর দুটি নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে তাঁর দল বিজেপি । আগামী বছর আবার নির্বাচন হতে চলেছে, যেখানে মোদী বেশ স্বস্তিজনক অবস্থায় রয়েছেন ।মোদী বলেন, ভারত শুধু সহনশীলই নয়, এর বৈচিত্র্যকেও উপভোগ করে । হাজার হাজার বছর ধরে ভারত এমন একটি দেশ হয়ে উঠেছে, যেখানে সব ধর্ম ও মতাবলম্বী মানুষ একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করে থাকেন । এখানে বিশ্বের সব ধরণের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে চলেছে , বললেন মোদী ।আর্থিক ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ফাঁস থেকে মুক্তি, বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন মোদী । জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ভারত এখন চীনকে ছাপিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছে । শিক্ষা ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মোদী সরকারের বিপুল বিনিয়োগ নজর কেড়েছে । অ্যাপেল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গনায় উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে চলেছে এবং তামিলনাড়ুতেও আইফোন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ।মোদীর কথায়, আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, ভারত অন্য দেশকে হটিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে, বিষয়টিকে আমরা সেভাবে দেখি না । আমরা দেখতে চাই, বিশ্বে ভারত তার সঠিক জায়গা অর্জন করছে । আজকের বিশ্ব আগের তুলনায় অনেক বেশি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল । চীনের সঙ্গে ভারতের ২ হাজার মাইলের বেশি সীমান্ত এলাকা রয়েছে, যা লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কংট্রোল নামে পরিচিত । আর এই সীমান্ত নিয়েই দুদেশের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের । দুই দেশই সীমান্তে আরও বেশি সংখ্যায় সেনা মোতায়েন করছে, যার জেরে ২০২০ সালে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হয়েছিল । সীমান্ত চুক্তি লঙ্ঘণের জন্য ভারতীয় আধিকারিকরা চীনকে বার বার কাঠগড়ায় তুলেছে ।মোদী বলেন, চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখা আবশ্যিক । আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান জানানো উচিত । আইন মেনে এবং আলোচনার মাধ্যমে দুদেশের বিরোধ ও মত পার্থক্যের শান্তিপূর্ণ সমাধান মিলতে পারে । সেইসঙ্গে ভারত তার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পুরোপুরি তৈরি এবং অঙ্গীকারবদ্ধ ।১৯৬৫ সালে ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছিল আমেরিকা । বদলে ভারতের শত্রু দেশ পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । তারপর থেকে ওয়াশিংটন ও দিল্লির মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধ চলে আসছিল । তখন থেকে ভারত ক্রমশ রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে থাকে ।সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আর্থিক চুক্তির সূত্র ধরে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক এক শক্তিশালী জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে । ২০২২ সালে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে রেকর্ড ১৯১ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে, যার যেরে ওয়াশিংটনের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হয়ে উঠেছে নতুন দিল্লি । বর্তমানে ভারত আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম বিদেশী লগ্নির দেশ হয়ে উঠেছে ।পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া বজায় রেখেছে ভারত । অস্ত্র, গোলাবারুদ, যুদ্ধবিমান, এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সহ ভারতের ৫০ শতাংশ সামরিক সম্ভারের জোগান দিয়ে থাকে রাশিয়া । মস্কোর ওপর অস্ত্র নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দিল্লির ওপর চাপ তৈরি করেছিল ওয়াশিংটন । ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান না নেওয়ার জন্য মার্কিনীদের কেউ কেউ ভারতের সমালোচনাও করেছিলেন । এই যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভোটদান থেকে বিরত ছিল ভারত ।রাশিয়া নিয়ে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে মার্কিনীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে মোদী বলেন, আমেরিকার বড় অংশের মানুষ এধরনের মনোভাব পোষণ করেন বলে আমি মনে করিনা । এব্যাপারে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং গোটা বিশ্ব তা জানে । আন্তর্জাতিকমহল জানে যে, ভারতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল শান্তি । ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কে মোদী বলেন, কিছু মানুষ মনে করেন, আমরা নিরপেক্ষ । কিন্তু, আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা শান্তির পক্ষে । আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রত্যেক দেশের সার্বভৌমত্বকে সবারই সম্মান করা উচিত । কূটনীতি এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার নিষ্পত্তি করা উচিত, যুদ্ধের মাধ্যমে নয় । সন্ত্রাসবাদ, ছায়াযুদ্ধ ও সম্প্রসারণবাদ, ঠান্ডাযুদ্ধের সময় সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতার মতো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে খোলামেলা মতামত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী । সেইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিবর্তনের পক্ষেও জোরালো সওয়াল করেন তিনি ।মোদী বলেন, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির সদস্যপদের দিকে তাকান, সেখানে কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কন্ঠস্বরের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে ? ভারত একটি বিপুল জনসংখ্যার দেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে এর উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘে ভারতের উপস্থিতি কোথায় ? রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের পক্ষে মত দিয়ে মোদী বলেন, বর্তমান সদস্যপদ পর্যালোচনা করা উচিত এবং গোটা বিশ্বকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, ভারতকে তারা সেখানে দেখতে চায় কিনা ?নিজের উত্থান এবং দেশ সম্পর্কে প্রায়ই বলে থাকেন মোদী । ভারতের পশ্চিমের রাজ্য গুজরাতের এক ছোট্ট শহরে সেদেশের স্বাধীনতার ৩ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি । শৈশবে পারিবারিক এক চায়ের দোকানে কাজ করার কথাও তিনি স্মৃতিচারণা করে থাকেন । হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আরএসএস-এ যোগ দেওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন । আরএসএস এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে তাঁর কাজকর্মের জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নজরে পড়েন এবং ২০০১ সালে তাঁকে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী করেন বাজপেয়ী ।২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গায় ১ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় মোদীকে একসময় ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল আমেরিকা । ২০১২ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত এক তদন্তকারী প্যানেল জানিয়ে দেয়, এই দাঙ্গায় মোদীর কোনো ভুলের প্রমাণ মেলেনি । ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর ভিসা অনুমোদন করে আমেরিকা ।ওই বছর ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ১৮ হাজারেরও বেশি উচ্ছ্বসিত জনতা হিংদি ভাষায় মোদীর নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে । এরপর থেকে আমেরিকায় মোদী-ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় । ২০১৬ সালে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে তিনি ভাষণ দেন এবং ২০১৯ সালে হিউস্টনে প্রেসিডেংট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এক সভায় হাউডি মোদী শ্লোগান ওঠে । এই সপ্তাহে তিনি আবার সরকারি সফরে আমেরিকায় আসছেন ।ভারতেও এখন এই মনোভাব তৈরি হয়েছে যে, বিশ্ব মঞ্চে দেশের উত্তরণের মুহূর্ত আসন্ন । জি-২০-র সভাপতি হিসেবে এখন মোদীর ভাবমূর্তি বিকশিত হচ্ছে । এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্য এই শ্লোগানকে তুলে ধরেছে ভারত ।মোদী বলেন, স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করা প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলাম আমি । এবং সেই কারণে আমার চিন্তা-ভাবনার প্রক্রিয়া, আমার আচরণ, আমি যা বলি ও করি সবকিছুর মধ্যেই দেশের ঐতিহ্যের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা রয়েছে । আমি এর থেকেই শক্তি পাই । বিশ্বের দরবারে আমি আমার দেশকে তুলে ধরতে চাই, আমি যেমন, সেভাবে নিজেকেও তুলে ধরতে চাই, বলেন মোদী ।

কোভিডে আক্রান্ত কমে মাত্র ৩৬ সক্রিয় রোগী নিরন্তর কমছে

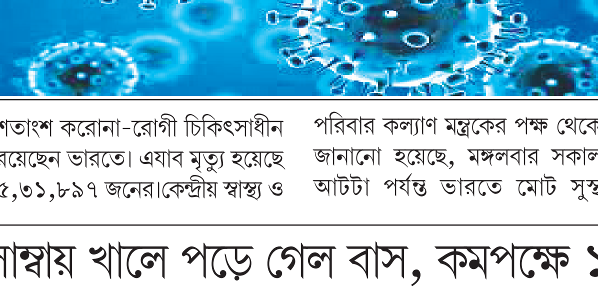

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন। ২০২০ সালের মার্চের পর যা সর্বনিম্ন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৮৪৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এযাব মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৯৭ জনের।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৯,৮৩৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৩৮৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৪,৬১১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ জুন সারা দিনে ভারতে ৬৩,৫১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় খালে পড়ে গেল বাস, কমপক্ষে ১৯ জন যাত্রী আহত

জম্মু, ২০ জুনঃ জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৯ জন যাত্রী। আহতদের মধ্যে অধিকাংশই ভিন রাজ্যের শ্রমিক। সোমবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সাম্বা জেলার গাগওয়াল এলাকায়। স্মোত্রা ছনি থেকে গাগওয়াল যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী একটি বাস খালে পড়ে যাওয়ার পরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৯ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি আটক করা হয়েছে। পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, আহতদের বেশিরভাগই জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরের শ্রমিক।

মহাপ্রভু জগন্নাথের ঐশ্বরিক যাত্রা সকলের জীবনকে সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করুকঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহাপ্রভু জগন্নাথের ঐশ্বরিক যাত্রা সকলের জীবনকে সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করুক, এমনটাই কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, সবাইকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা। পবিত্র এই উৎসব যেহেতু আমরা উদযাপন করছি, ভগবান জগন্নাথের ঐশ্বরিক যাত্রা আমাদের জীবনকে স্বাস্থ্য, সুখ এবং আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করুক।রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ।, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও সমস্ত দেশবাসীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জন্মদিনে দিল্লির জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন রাষ্ট্রপতি, সমস্ত দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজের জন্মদিনের শুরুটা, শুরু করলেন জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা করে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির হউজ খাস এলাকার জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে সমস্ত দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ভগবান জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সূচনা উপলক্ষে, আমি সমস্ত দেশবাসীকে, বিশেষ করে ভগবান জগন্নাথের ভক্তদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি আরও জানান, মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করছি ভক্তি ও উৎসর্গের এই উৎসব সকলের জীবনে বয়ে আনুক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। জয় জগন্নাথ! প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মদিনও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

আহমেদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা অমিত শাহ-এর, উদ্বোধন করলেন জগপুর রেল ফ্লাইওভার

আহমেদাবাদ, ২০ জুন ঃ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আহমেদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে দিনের শুরু করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার সকালে রথযাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে জগন্নাথ মন্দুরে মঙ্গল আরতি করেন কেন্দ্রীয় স্বরস্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর দিনের অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আহমেদাবাদের নিউ রনিপে আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন দ্বারা একটি নবনির্মিত পার্কের উদ্বোধন করেছেন এদিন। এছাড়াও আহমেদাবাদের চাঁদলোদিয়া এলাকায় আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এএমসি) এবং রেলওয়ে দ্বারা নবনির্মিত জগতপুর রেলওয়ে ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করেছেন।

রাজভবনে পালিত হল 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস', শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি

কলকাতা, ২০ জুন ঃ রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন না করার জন্য রাজ্যপালকে সোমবারই চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও রাজভবনে পালিত হচ্ছে ' পশ্চিমবঙ্গ দিবস' । মঙ্গলবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উপস্থিতিতে এনসিসির প্রতিনিধিরা প্যারেড করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।এদিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বসে আঁকো-সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয় । কিন্তু রাজ্যপালের বক্তব্য, রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই তিনি রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে।বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, সমস্ত রাজ্য তৈরি হওয়ার একটা দিন আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসকে ঘেঁটে দিতে চাইছেন। তবু এটা ঐতিহাসিক সত্য। পাল্টা কুণাল ঘোষের মন্তব্য, রাজ্যপাল নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবনা থেকে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের চেষ্টা করছেন, এটা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে বিকৃত করা। বাংলার ঐতিহ্যকে নষ্ট করা। আমরা এই অপচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করছি।নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাজভবনের পালন এদিন পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। বক্তব্য রাখেন রাজ্য পাল সিভি আনন্দ বোস। পশ্চিমবঙ্গ দিবসে শান্তির বার্তা শোনা যায় রাজ্যপালের মুখে। তারপর বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শুরু হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছাত্র-ছাত্রীদের উসাহ দিতে রাজ্যপাল নিজেও ছিলেন সেখানে।অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর বার্তা, ' পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনীতি, খেলাধুলা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বয়ে ভারতের অনন্য গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা আমাদের জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক প্রাণবন্ততার আরেকটি তরঙ্গ আনতে পারে। আমি পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে আমার শুভেচ্ছা জানাই এবং সাফল্য কামনা করি।'

উদ্ধবকে বিঁধলেন অনুরাগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন মহারাষ্ট্রের জনগণই তাঁকে উৎখাত করেছে

মুম্বই, ২০ জুন ঃমহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, উদ্ধব ঠাকরেকে তাঁর সমর্থকরা এবং মহারাষ্ট্রের জনগণ ক্ষমতা থেকে উখাত করেছে।কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, গোটা বিশ্ব ভালো করেই জানে, ভারত ১৬০টি দেশে বিনামূল্যে টিকা এবং ওষুধ সরবরাহ করেছে এবং দেশের মানুষকে বিনামূল্যে দিয়েছে। কোভিডের ভয়ে তিনি (উদ্ধব ঠাকরে) ঘর থেকে বের না হয়ে রাজ্যবাসীকে ভুলে গিয়েছিলেন।মহারাষ্ট্রের পালঘরে সাধুদের ওপর হামলার ঘটনাতেও উদ্ধবকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, তাঁর সরকারের আমলে পালঘরে 'সাধুদের' আক্রমণ ও হত্যা করা হয়েছিল, তাই তাঁর লজ্জা পাওয়া উচিত।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১জুন বুধবার, ৪ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১জুনঃ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৫ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৫ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৬৮৪ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৬৮৪ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে পরিবর্তনহতেপারে

রাশিফল

মেষরাশিঃসামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষভ রাশিঃসংসারে শান্তি। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন। শান্তি হবে।
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। বিবাহের যোগ।
কর্কট রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন।
সিংহ রাশিঃজয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আনন্দ উপভোগের জন্য এই খুশি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন।। সংসারে শান্তি।
কন্যা রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। বিবাহের যোগ হতে পারে
তুলা রাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিশ্রাম্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন।।শুভদিন
ধনু রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিতভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। বিবাহের যোগ হবে আজ।
মকর রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রে কবলে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতা ফলে বিনোদনের জন্য খুব বেশি সময় ও অর্থের অপচয় করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। শুভদিনদিন
মীন রাশিঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে।জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করবেন। ছাত্র যেশ্রতিকটু শব্দ সৃষ্টি করে। এগুলি

পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার প্রথম মহিলা পরিচালিত 'পিঙ্ক বুথ'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনেও মহিলা পরিচালিত 'পিঙ্ক বুথ'। এই প্রথমবার রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব মহিলা ভোটকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে এই বুথ । তবে বুথের সংখ্যা অনেকগুলোই হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। এর আগে রাজ্যের পুরসভার নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল মহিলা ভোট কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত 'পিঙ্ক বুথ'। এখন রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। আগামী ৮ জুলাই রাজ্যজুড়ে হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আবহে আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনেও পিঙ্ক বুথের অস্তিত্ব দেখা যাবে। মূলত মহিলা ভোটাররা যাতে বেশি করে অংশ নেন, সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। পুরভোটের সময় এই পিঙ্ক বুথ চোখে পড়েছিল। গোলাপি সাজে সাজানো হয়েছিল একাধিক বুথ। আর সেখানে দেখা গিয়েছিল, মহিলা ভোট কর্মীদের উপস্থিতি। স্বাভাবিকভাবেই মহিলা ভোটারের সংখ্যাও ছিল বেশি। এবারও সেই ছবি দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনের সময় নজর কেড়েছিল এই পিঙ্ক পোলিং বুথ। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনেও পিঙ্ক পোলিং বুথের ব্যবস্থা করেছিল নির্বাচন কমিশন।

রং- তুলির টানে, শিল্পীর স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠলেন জগন্নাথ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ জুন ঃ রং- তুলির টানে আর সাজসজ্জায় শিল্পী মানস মন্ডলের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠলেন জগন্নাথ দেব। টাকী পৌরসভার হাসনাবাদের বাসিন্দা মানস মন্ডল। নিজের শিল্প প্রতিভার গুণে ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন এই শিল্পী। গত বছর ও রথের সময় জীবন্ত জগন্নাথ সাজিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন শিল্পী মানস। এবারও নিজের শিল্প কর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন জগন্নাথ দেবকে। ইশা নামের এক কিশোরী কে জগন্নাথবেশে সাজিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন মানস। তিনি জানান, ছবি আঁকা, মেক আপ সহ এই শিল্প কর্মই তার সাধনা, আগামীদিনে এভাবেই নিত্য নূতন কাজ করতে চান মানস। এগিয়ে যেতে চান তার সাধনা নিয়েই। তার বন্ধু নিলয়, সুমিত, পুজা ও ইশান একাজে তাকে সহযোগিতা করে বলে জানান তিনি। শৈল্পিক স্পর্শে আর রং তুলির টানে ছোট্ট ইশা হয়ে ওঠে জগন্নাথ দেব। সেই জগন্নাথ দেব দর্শন করতে ভিড় জমান অনেকেই।

মাহেশের রথযাত্রা ৬২৭ বর্ষে, ভক্তদের সমাগমে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বনস্পতি দে, হুগলি, ২০ জুন ঃ ভারতবর্ষের পুরীর পরেই পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা ভারত বিখ্যাত এবার ৬২৭ বছরে পড়লো মাহেশের রথযাত্রা। এই রথযাত্রা কে ঘিরে সাধারণ মানুষের কৌতুহলের সীমা নেই পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে ভক্তরা এখানে এসে ভিড় জমিয়েছেন। ঠিক বিকাল চারটের সময় এই রথের রশির টান পড়ে। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায় সিঙ্গুরের বিধায়ক মন্ত্রী বেচারাম মান্না হরিপালের বিধায়ক ডক্টর করবি মান্না বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত রথের রশি টানলেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বজ্র আঁটুনি উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। গঙ্গার ওপার থেকে উত্তর ২৪ পরগনা নদীয়া থেকে প্রচুর ভক্তরা আসেন। মাহেশের রথ যাত্রায় প্রচুর পুলিশি ব্যবস্থা ছিল, ছিল সাদা পোশাকের পুরুষ ও মহিলা পুলিশ বেশ কিছু ওয়াচ টাওয়ার ছিল সেখান থেকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছিল, ছিল ড্রোনের ব্যবস্থা। গঙ্গার ঘাটগুলিতে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জল পুলিশের লঞ্চ টহল দিচ্ছিল। ভক্তদের মধ্যে রথ টানার জন্য একসময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায় রথের ওপরে বেশ কিছু মানুষকে দেখা যায়। খোল, করতাল বাজিয়ে চলে জয় জগন্নাথ নাম গান মঙ্গলবার সকাল থেকেই মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে প্রভু জগন্নাথ দেব বলরাম সুভদ্রাকে পুজো দেওয়া হয় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা মন্দিরে এসে পুজো দিলেন সন্ধ্যের একটু পরে তিন কিলোমিটার দূরে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা তার মাসির বাড়ি পৌঁছে যান। রথযাত্রা উপলক্ষে এক মাস ধরে চলবে মেলা। রাস্তার দুপাশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয় সকাল থেকে জি টি রোড ছিল বন্ধ। রাস্তার দুপাশের বাড়ির উপর থেকে কড়া নজর রাখা হয়। বাড়ির ছাদ থেকেও অনেকে রথযাত্রা দেখলেন এত ভিড় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সামাল দেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

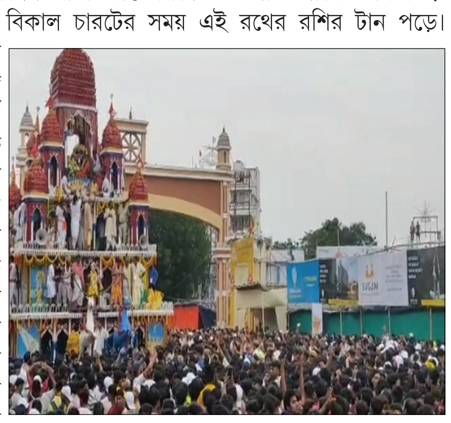

খড়্গপুর ডিভিশনের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২০ জুন ঃ খড়্গপুর ডিভিশনের খড়্গপুর -ভদ্রক সেকশনের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে ২১.০৬.২৩ তারিখে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রেন বাতিল ক্রম না. ট্রেন নং ট্রেনের নাম বাতিল করা হয়েছে ০১। ০৮০৩১ বালাসোর-ভদ্রক মেমু স্পেশাল ২১.০৬.২৩ ০২। ১২২৭৭ হাওড়া-পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ০৩। ১২৮২১ হাওড়া -শ্রী সত্য সাই প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ০৪। ১৮০৪৩ হাওড়া- ভদ্রক এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ৫। ১৮০২১ খড়গপুর- খুর্দা রোড এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ৬। ১৮০৩৭ খড়গপুর -জাজপুর কেওনঝার রোড এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ৭। ২২৮৪৯ শালিমার - সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ৮। ১৮০৪৫ শালিমার- হায়দ্রাবাদ ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ২১.০৬.২০২৩ ৯। ১২৭৭৩ শালিমার- সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১০। ১৮০৪৪ ভদ্রক- হাওড়া এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১১। ১৮০৩৮ জাজপুর কেওনঝার রোড- খড়গপুর এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১২। ১২২৭৮ পুরী-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১৩।০৮০৩২ ভদ্রক - বালাসোর মেমু স্পেশাল ২১.০৬.২৩ ১৪। ১৮০২২ খুরদা রোড- খড়গপুর এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১৫। ২২৮৩৫ শালিমার - পুরী এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১৬। ২০৮৩১ শালিমার - সম্বলপুর এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১৭। ২২৮৫৪ বিশাখাপত্তনম - শালিমার এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১৮। ২২৮৪২ তাম্বারাম - সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ১৯। ১৮০৪৬ হায়দ্রাবাদ-শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ২০। ২২৮৬৪ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল- হাওড়া এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ২১। ১২৮৬৮ পুদুচেরি- হাওড়া এক্সপ্রেস ২১.০৬.২৩ ২২।২২৮২৬ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল -শালিমার এক্সপ্রেস ২১.০৬.২০২৩ **ট্রেনের শর্ট টার্মিনেশনশর্ট অরিজিনেশন** ১. ০৮০৬৩ খড়গপুর-ভদ্রক মেমু স্পেশাল, ২১.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, বালাসোরে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে। ২. ০৮০৬৪ ভদ্রক-খড়গপুর মেমু স্পেশাল, ২১.০৬.২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, বালাসোর থেকে সংক্ষিপ্ত হবে। **ট্রেনের ডাইভারশন** ঃ ১. ১৮৪৭৮ যোগনগরী ঋষিকেশ-পুরী এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু ২১.০৬.২৩, ঝাড়সুগুদা রোড হযেয় বাঁকানো রুটে চলবে। ২. ১৮৪৭৭ পুরী- যোগ নগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ২১.০৬.২৩ তারিখে, ঝাড়সুগুদা রোড হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে।

মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে অশান্তির ঘটনায় সিট গঠনের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে অশান্তির ঘটনায় সিট গঠনের নির্দেশ। ডিজিকে সিট গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের। ১১ জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের আগে ঠাকুননগরে অশান্তি। শান্তনু ঠাকুরের মামলায় ডিজিকে সিট গঠনের নির্দেশ। আগামী ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে পেশ করতে হবে রিপোর্ট। গত ১১ জুন বনগাঁয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাঁর পৌঁছানোর আগেই মতুয়া মহাসংঘের মাঠে অন্য একটি সভার আয়োজন করেন শান্তনুপন্থী মতুয়ারা। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে সরব হয়েছিলেন তাঁরা। এদিকে অভিষেক যাওয়ার আগেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দিরের মূল গেট। হাতাহাতিতে জড়ায় মতুয়াদের দুই পক্ষ। উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অভিযোগ, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক কাউকে না জানিয়ে মতুয়া মহাসংঘের মন্দিরের সামনে মিছিল করেন। তৃণমূল দলবল নিয়ে মন্দিরে বেআইনি ভাবে ভিড় জমায় বলেও অভিযোগ ওঠে। এমনকী ভক্তদের নাকি হুমকিও দেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মন্দিরের তরফে অভিযোগও জানানো হয়। তবে তারপরও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। উলটে ওই দিনের ঘটনায় মন্দির কমিটি- সহ ভক্তদের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি এফআইআর করেছে পুলিশ। পরবর্তীতে হাসপাতালে হাতাহাতিতে জড়ায় তৃণমূল ও বিজেপি। ঠাকুরবাড়ির এই অশান্তির ঘটনায় বিহিত চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুর। সেই মামলার শুনানিতে ডিজিকে সিট গঠনের নির্দেশ দিল আদালত।

রথের দড়িতে টান দিলেন আই সি সহ সাধারন মানুষ

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, জয়নগর, ২০ জুন ঃ জয়নগরের প্রাচীন রথ বুধবার জয়নগর থানার আইসি, এসআই সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার এবং নন্দী বাড়ির তত্ত্বাবধানে জয়নগর তিলপিড়ার নন্দী বাড়ি থেকে রথতলার দিকে এগিয়ে যায়। এখানেই প্রতিটি রথ অবধি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মামার বাড়িতে থাকবে। বহু প্রাচীন এই রথ দেখতে রাস্তার ধারে কাতারে কাতারে মানুষ জন দাড়িয়ে ছিলো। এই উপলক্ষ্যে রাস্তার পাশে বসেছে গাছ সহ বহু দোকান। বহু প্রাচীন এই রথের দড়িতে টান দিতে এদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, এস আই মধুসুদন পাল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, স্থানীয় কাউন্সিলার চিন্ময় দে সহ আরো অনেকে।

কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে বর্ষাঃ হাওয়া অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বাকি অংশগুলোয় যেখানে বর্ষা প্রবেশ করেনি সেখানে বর্ষা প্রবেশ করার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ২০ জুন থেকে আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হবে। একটু বেশি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ২২ জুন এবং ২৩ জুন। বাকি দিনগুলোতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ২২ জুনের পর থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কমবে। ২০ জুন এবং ২১ জুন উত্তরবঙ্গের উপরের জেলাগুলোর সমস্ত জায়গাতেই হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। বেশ কিছু জায়গায় আবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। উপরের দিকে একটু বেশি বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। ২৩ জুন নাগাদ বৃষ্টি একটু বাড়বে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে। দিনের তাপমাত্রা প্রথম তিন দিন ধাপে ধাপে অনেকটাই কমে যাবে প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি। তারপরে কোন পরিবর্তন নেই। ২২ জুন নাগাদ দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টি বাড়বে।

হাওড়ার নানাপ্রান্তে সাড়ম্বরে পালিত হল রথযাত্রা উৎসব

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ জুন ঃ দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারার উদ্যোগে মঙ্গলবার রথযাত্রার পূণ্যদিনে হাওড়া জেলায় প্রথমবার হাওড়া স্টেশনে থাকা শিশুদের সঙ্গে পুলিশ অফিসাররা রথের দড়িতে টান দেন। দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারা ও হাওড়া রেলওয়ে চাইল্ড লাইনের নিবেদনে আয়োজন করা হয় ওই অনুষ্ঠানের। ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন সাগরিকা চ্যাটার্জি (অধ্যাপিকা), অত্রেয়ী দে (বিশিষ্ট সমাজসেবী), সিদ্ধার্থ রায় (ওসি, হাওড়া জিআরপি) প্রমুখ। অন্যদিকে, প্রভু জগন্নাথদেবের পুণ্য রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এদিন হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। ৩৪ তম রথযাত্রার আয়োজন করা হয় হাওড়ার সাঁকরাইল রানিহাটি মোড়ে নবঘরা গৌড়ীয় আশ্রমে। এখানে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। পুতুল নাচ, ছৌ নাচ, রণপা নৃত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম সখি রাধা-কৃষ্ণ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে এখানে রথযাত্রা হয়। উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। বিগত ৩৩ বছর ধরে এরা পরম্পরার সঙ্গে পালন করে আসছেন এই রথযাত্রা। অন্যদিকে, তিন বছর পর এবার রথের রশিতে টান দিলেন ওলাবিবিতলার পল্লীবাসীরা। পরপর টানা দু'বার কোভিড পরিস্থিতি এবং গত বছর পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাস্তা খননের জেরে রথের নগর পরিক্রমা বন্ধ ছিল ওলাবিবিতলা পল্লীবাসীবৃন্দের এই রথযাত্রার। এবার সব বাধা কাটিয়ে রথ পরিক্রমা করলো এলাকার গলি থেকে রাজপথ। ওলাবিবিতলার রায়বাড়ির প্রতিষ্ঠিত গৃহ মন্দিরে প্রতিদিনই নিত্যসেবা হয় প্রভু জগন্নাথদেবের। সঙ্গে গৃহ মন্দিরে পূজিত হন প্রভু বলরাম এবং সুভদ্রা। এদের প্রভুর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রায় বছর পনেরো আগে। জানা গেছে, রথের আগের দিন এখানে নবযৌবন হয়। মন্দিরে সকাল সন্ধ্যা নিত্যসেবা হয় প্রভু জগন্নাথদেবের। প্রতি বছর পুণ্য রথযাত্রার দিন শ্রী শ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার সেই মূর্তি নিয়ে এলাকার পল্লীবাসীরা রথযাত্রা বের করেন। রথের রশিতে টান দেন অগণিত মানুষ। তবে গত তিন বছর ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই নিয়মে কিছুটা ছেদ পড়লেও এবার জগন্নাথদেবের পুজো এবং রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। হাওড়ার ওলাবিবিতলা পল্লীবাসীবৃন্দের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রথযাত্রার দিন বিকেলে ফের রথের রশিতে টান দেন হাজারো মানুষ। সকাল থেকেই চলেছে পুজোর প্রস্তুতি। ওলাবিবিতলা পল্লীবাসীবৃন্দের তরফে অশোক মুখোপাধ্যায় বলেন, রায়বাড়ির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রভু জগন্নাথদেবের সকাল-সন্ধ্যা নিত্য পূজা হয়। এবং রথযাত্রার দিন প্রতি বছর রথ বের করা হয়। এবার সেই নিয়মেই রথ রাজপথে পরিক্রমা করেছে। শুধু এলাকার মানুষ নয় দূর-দূরান্তের বহু মানুষ এখানে আসেন। উৎসবে অংশ নেন। সেই রীতিই বছরের পর বছর চলে আসছে।

রীতিমেনে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হাসনাবাদ ঘোষ জমিদার বাড়ির দেবীমূর্তি গড়ার কাজ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ জুন ঃ রথের দড়িতে টানের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুজোর বাদ্যি বেজে গেলো। প্রথামতো কাঠামো পুজোর মধ্যদিয়ে শুরু হলো দেবীদূর্গার আগমনের প্রহর গোনা । বিভিন্ন বনেদী বাড়ির পুজো কিংবা বারোয়ারি পুজো, মঙ্গলবার অনেক জায়গাতেই কাঠামো পুজোর মধ্যদিয়ে দেবী মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হলো। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়িতেও কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হলো তিনশতাধিক বছরের পুরানো দুর্গাপুজোর কাজ। ওপারে বাংলাদেশ এপারে হাসনাবাদ, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী। ইছামতীর কোল ঘেঁষে ঘোষেদের জমিদার বাড়ি। প্রতিবারই জাঁকজমকপূর্ন দূর্গা পুজোয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন প্রাচীন এই জমিদার বাড়িতে। ঘরে ফেরেন প্রবাসী পরিজনরাও। জমিদারী প্রথা মেনেই প্রতিবছরের মতো এবারও রথ যাত্রার দিনে কাঠামো পূজা হলো রামেশ্বরপুর ঘোষ বাড়িতে। ঘোষ জমিদার বাড়ির সদস্য, তুহিন ঘোষ জানান প্রথা মেনে প্রতি বছর রথের দিন কাঠামো পূজা হয়, তারপর থেকে ঠাকুর দালানেই চলে প্রতিমা তৈরির কাজ। ইংরেজ শাসন কাল থেকে চলে আসছে এই প্রথা। ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ির পাশেই রয়েছে রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও তুলসী মন্দির। মহালয়ার পর দিন থেকেই পুজা শুরু হয় ঘোষ বাড়িতে। শ্রাবন ও ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয় পরে সেই বৃষ্টির জলের সঙ্গে গঙ্গাজল মিশিয়ে দেবী দুর্গা কে স্নান করানো হয়। ষষ্ঠীর দিন সোনার গহনায় সেজে ওঠেন মাতৃ মূর্তি, দশমীর দিন বিশেষ প্রথা মেনে দেবীকে স্নান না করিয়েই বিসর্জন দেওয়া হয় ইছামতীর জলে। সেই প্রথা মেনে আজও ঘোষ বাড়ির কোনো গৃহবধূ বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি আসলে স্নান না করেই আসেন। এক সময় এটিই ছিলো এলাকার একমাত্র পুজো, বাড়ির বর্তমান সদস্যরা জানান মন্দিরটি প্রথমে গোলপাতার ছাউনি ও বাঁশের তৈরি ছিলো পরবর্তী সময়ে তা মাটির ও পরে ক্রংকিটের তৈরি হয়। তরুন মজুমদার পরিচালিত নিমন্ত্রন ছবির শুটিং হয়েছিলো সীমান্ত লগোয়া এই জমিদার বাড়িতেই। জমিদারি প্রথার অবসান হওয়ার পর বহরে কমলেও পুজোর আভিজাত্যে এতটুকু ছেদ পরেনি বলে জানান তিনি। গত কয়েকবছরে ঘোষ জমিদার বাড়ির নতুন প্রজন্মের হাত ধরে পুজো ঘিরে অভিনব ভাবনার আগমন ঘটেছে, জমিদারি আঙিনায়। এবছরও গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে অভিনবত্বকে সঙ্গী করে জমিদার বংশের প্রাচীন রীতিনীতি মেনে সাবেকি পুজোয় মেতে উঠবেন তারা, জানান পরিবারের সদস্যরা।

বিশ্বমানের মাল্টি- মোডাল ট্র্যান্সপোর্টেশন হাব স্থাপন, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের চলছে কাজ

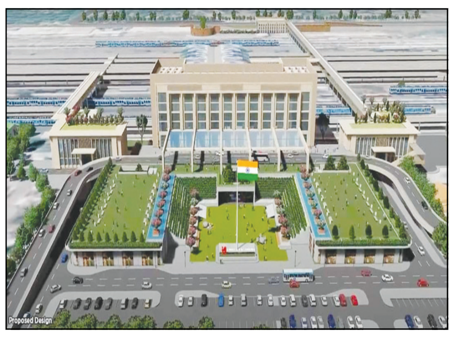

মালিগাঁও, ২০ জুন ঃ রেলওয়ে স্টেশনের উন্নয়নের জন্য রেল মন্ত্রক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলিকে উন্নয়ন আধুনিকভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। চিহ্নিত ২০৪টি স্টেশনের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উন্নত, অতিরিক্ত ও বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য বিশ্বমানের পর্যায়ে গড়ে তোলা হবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে। উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সিভিল কনস্ট্রাকশনের জন্য সাইট তৈরি করতে পুরোনো পরিকাঠামো ভেঙে ফেলা ও সামনের দিকের রিটেইল এরিয়া ইত্যাদি সহ নতুন স্থানে অফিস স্থানান্তর করা হচ্ছে। অ্যারাইভাল ১ টার্মিনাল ও সেকেন্ডারি স্টেশন বিল্ডিঙের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অ্যারাইভাল ২ এবং ডিপার্চার টার্মিনালের কাজও দ্রুত শুরু হবে। ইউটিএস কাম পিআরএস কাউন্টার রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন-এর রেস্ট হাউসের নিকটে রামনগর কলোনি রোডের একটি নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সাইট অফিস ও কনফারেন্স রুম ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। উঁচু রাস্তার জন্য টেস্ট পাইলের ঢালাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। যাত্রীদের বিমানবন্দরের মতো অনুভূতি ও আরাম প্রদানের লক্ষ্যে স্টেশনটির জন্য বৃহৎ আকৃতির কভার পার্কিং এরিয়া, ২৪X৭ পাওয়ার ব্যাকআপ, পানীয় জল, এয়ার-কন্ডিশনড লবি, অফিস, দোকান, দ্রুতগতির এসকেলেটর, লিফ্ট, এয়ার কনকোর্স, হোটেল ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ডিজাইন করা হয়েছে। আগমন ও প্রস্থানরত যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বর্তমানের দিন প্রতি ছয়ত্রিশ হাজার যাত্রী সমাবেশ থেকে দিন প্রতি সত্তর হাজারেও অধিক যাত্রী সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টেশনটি তৈরি হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের আনুমানিক ব্যয় ৩৩৪.৭২ কোটি টাকা। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হলো উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যতম একটি বৃহৎ ও ব্যস্ত একটি রেলওয়ে স্টেশন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে চলেছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উন্নয়নের ফলে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি সিকিমের ভ্রমণ, পর্যটন ইত্যাদি সহ স্থানীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খণ্ডের উন্নয়নে সহায়ক হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে।

গুপ্তিপাড়ার ২৮৪ বছরের প্রাচীন রথ যাত্রাকে ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠেন একলার মানুষরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ জুন ঃ বাংলার প্রসিদ্ধ রথযাত্রা গুলোর মধ্যে অন্যতম হুগলির গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা। ২৮৪ বছরের প্রাচীন এই রথ যাত্রাকে ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠেন এলাকার মানুষরা। দক্ষিন- টানের এই রথ যাত্রা পুরীর রথ যাত্রার মতন পূণ্য-বান বলে মনে করেন ভক্তরা। সারা বছর জগন্নাথ দেব বৃন্দাবন জিউ মন্দিরে থাকেন। রথযাত্রায় মাসির বাড়ি যান সুসজ্জিত রথে চড়ে। মঙ্গলবার বেলা বারোটায় হয় রথের প্রথম টান। কথিত ইতিহাস অনুযায়ী, ১৭৪০ সালে এই রথ উৎসব শুরু করেন মধূসুদানন্দ মতান্তরে পিতাম্বরানন্দ। গুপ্তিপাড়ার রথ বৃন্দাবন জিউ রথ। ২৮৪ বছরে পড়ল গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা। বছরের অন্যসময়ে ঐতিহ্যপূর্ণ বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের পাশে বছরভর এই রথ টিনের খাঁচায় ভরা থাকে। এই রথ চার তলা, উচ্চতা প্রায় ৩৬ ফুট, দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত ৩৪ ফুট করে। আগে বারোটা চূড়া ছিল বর্তমানে নয়টি চূড়া। বৃন্দাবন মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা রথে চড়ে যান প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গোসাঁইগঞ্জ-বড় বাজারে মাসির বাড়ি। গুপ্তিপাড়া রথযাত্রার একটি একান্ত নিজস্ব বিশেষত্ব ভান্ডার লুট। উল্টোরথের আগের দিন হয় ভান্ডার লুট। গুপ্তিপাড়া রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এবছর বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের বিভিন্ন থানা থেকে ওসিরা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। ডিএসপি অ্যাডিশনাল এসপি পদ মর্যাদার অফিসাররা মোতায়েন রয়েছেন। ড্রোন ক্যামেরায় চলছে নজরদারী। গুপ্তিপাড়ায় রথের প্রথম টান হয় দুপুর বেলা বারোটায়। এই রথযাত্রা দেখতে বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে বহু মানুষ আসেন। ভক্তের ভীরে গমগম করে রথের সড়ক। রথ উপলক্ষ্যে বসে মেলা।

হাওড়ার সালকিয়ায় মঙ্গলবার রথযাত্রার এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা সুশোভন চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা নিয়ে হুগলি জেলাতে আদি তৃণমূলের অসন্তোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ তৃণমূলের মধ্যে আদি ও নব্য তৃণমূলের দ্বঃদ্ব নতুন কিছু নয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এই বিষয়টি আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে এসেও এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না রাজ্যের শাসকদল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা নিয়ে হুগলি জেলাতে দেখা গেল আদি তৃণমূলের অসন্তোষ। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তার আগেই তৃণমূলের টিকিট বন্টন নিয়ে সরব হুগলির গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের আদি তৃণমূল নেতৃত্ব। রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে টাকার বিনিময়ে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের টিকিট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা। এদিন গোঘাট দুই ব্লকের তৃণমূল সভাপতি অরুন কেউড়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন স্থানীয় আদি তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ টাকার বিনিময়ে প্রোমোটার থেকে শুরু করে তোলাবাজ ও দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ব্লক তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি গোঘাটে টিকিট বন্টন করেন। এই নিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের আগেই অস্বস্তিতে গোঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিকদের সামনে এক তৃণমূল নেতা বলেন, গোঘাটে তৃণমূল আর সেই আগের তৃণমূল নেই। বেছে বেছে দুর্নীতিতে জড়ানো লোকদের টাকার বিনিময়ে প্রার্থী তালিকায় জায়গা দেওয়া হয়েছে। এই কারণে এবার পঞ্চায়েত ভোটে এলাকায় তৃণমূলের ফলাফল ভালো নাও হতে পারে। আদি তৃণমূল নেতৃত্বের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ তথা আরামবাগ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য শাহাবুদ্দিন খান, কার্তিক সাঁতরা ও আতাউল হক দলের সব পদ থেকে পদত্যাগ করেন। যদিও গোঘাট দু নম্বর সভাপতি অরুণ কেউড়া জানান, দলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রার্থী পদ ঠিক করা হয়েছে। মতবিরোধ থাকতেই পারে। সেটা নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা করলেই ভালো। আর টাকার বিনিময়ে যে প্রার্থী করার কথা বলা হচ্ছে, তা একেবারেই মিথ্যে কথা। যদিও এই নিয়ে বিরোধীরা তীব্র কটাক্ষ করেছে শাসকদলকে। গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন রায় বলেন, এখন এমন অবস্থা যে তৃণমূলের কর্মীরাই তৃণমূলকে সহ্য করতে পারছেন না। তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে ভরসা রাখবেন এই দলের ওপরে! তৃণমূল পুরো দুর্নীতিবাজ চিটিংবাজদের জায়গা হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে দলের সমস্ত পদ থেকে গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ তিন নেতা পদত্যাগ করায় তৃণমুল অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গেল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

বাগবাজার ফনীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা মঞ্চে যাত্রাপালাগুলির সমস্ত তথ্য সম্বলিত বই যাত্রা দর্পণ উদ্বোধন করেন ও যাত্রাপালাগুলির পোস্টার প্রদর্শনী দেখলেন অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন এছাড়াও ছিলেন যাত্রার অভিনেতা -অভিনেত্রীরা । ছবি-সৌরভ দত্ত

পূর্ব রেল সবসময় যাত্রীদের সন্তুষ্টির উচ্চ স্তর বজায় রাখার চেষ্টা করে

কলকাতা, ২০ জুন ঃ ভারতীয় রেল সবসময় যাত্রীদের সন্তুষ্টির উচ্চ স্তর বজায় রাখার চেষ্টা করে। রেলওয়ে বোর্ডের সাথে পরামর্শ করার পরে পূর্ব রেলওয়ে এই দিকে অগ্রসর হয়ে বাণিজ্যিক, অপারেটিং, আরপিএফ, যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক শাখার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বহুশৃঙ্খলা দল গঠন করতে চলেছে। যাত্রীদের সন্তুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিরীক্ষণের জন্য এই ধরনের বহুশৃঙ্খলা দল সমস্ত প্রধান এবং ব্যস্ত স্টেশনগুলিতে নিযুক্ত করা হবে যাতে যাত্রীরা উচ্চমানের সুযোগসুবিধা সহ রেলওয়ে থেকে সমস্ত ধরণের সহায়তা এবং পরিষেবা পেতে পারেন। টিম যাত্রীদের সন্তুষ্টির অন্যান্য দিকগুলির সাথে বিশেষভাবে নিম্নলিখিতগুলি দেখবে- ট্রেনে অতিরিক্ত ভিড় এবং অননুমোদিত ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ। ট্রেনে পরিচ্ছন্নতা। নোটিফাইড ক্লিন ট্রেন স্টেশন-এ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচের টয়লেট সহ সমস্ত কোচের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা ট্রেনে পানীয় জলের প্রাপ্যতার অভিযোগের সমাধান করা। কোচে সঠিক জল দেওয়া নিশ্চিত করা। যাত্রী সুবিধার সাথে সম্পর্কিত অন্য কোন সমস্যা সমাধান করা। ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই পূর্ব রেলের হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদা বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে যাত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য একটি বিশেষ ড্রাইভ চালু করার জন্য অবিলম্বে প্রধান স্টেশনগুলিতে সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নিযুক্ত করার জন্য। পূর্ব রেলওয়ে এখতিয়ারের সমস্ত স্টেশনে এই বিশেষ যাত্রী সন্তুষ্টি ড্রাইভ হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল, জাসিডিহ, মালদা টাউন, ভাগলপুর ইত্যাদি স্টেশনগুলিতে বিশেষ ফোকাস সহ পরবর্তী ১৫ দিন অব্যাহত থাকবে যেখানে যাত্রীদের ভিড় বেশি। মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে যাত্রীদের সন্তুষ্টি ভারতীয় রেলের মূলমন্ত্র এবং যাত্রীদের জন্য সর্বোচ্চ ডিগ্রী আরাম দেওয়ার জন্য পূর্ব রেলওয়েতে কোন কসরত করা হবে না। হাওড়া স্টেশনে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সুবিধা বাড়ানো হযে যেমন ১) অসংরক্ষিত যাত্রীদের নির্দেশনার জন্য হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে, ২) অভিযোগ এবং যাত্রীদের সন্তুষ্টির তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তির জন্য অফিসারদের নিযে একটি দল গঠন করা হযে, ৩) সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সারি ব্যবস্থাপনা আরপিএফ দ্বারা যাত্রী নিশ্চিত করা হয, ৪) জনতা খাবারের প্যাকেট বিক্রি নিশ্চিত করা হয, ৫) হাওড়া স্টেশন পরিষ্কার করা নিশ্চিত করা হয, ৬) অন্ধ ব্যক্তিদের সুবিধার্থে, সম্পূর্ণ হাওড়া স্টেশন ব্রেইল লিপি দ্বারা ম্যাপ করা হয়, ৭) কোচ পরিষ্কার করা নিশ্চিত করা হয়, ৮) পিক আওয়ার কাউন্টার খোলা এবং যখন প্রয়োজন, ৯) সুবিধার নিযুক্তির মাধ্যমে এটিভিএম কাউন্টারটি সুচারুভাবে চালানো, ১০) টিকিট বিতরণের জন্য পিক আয়ারে সুপারভাইজার মোতায়েন, ১১) প্রশ্নের দ্রুত উত্তরের জন্য তদন্ত অফিস শক্তিশালীকরণ, ১২) পানীয় জলের বুথগুলিতে পানীয় জলের প্রাপ্যতা, ১৩) সমস্ত ভেন্ডিং স্টলে রেল নীর প্যাকেজযুক্ত পানীয় জলের প্রাপ্যতা। শিয়ালদহেও, বহুশৃঙ্খলা দলের তত্ত্বাবধানে, কোচগুলির নিবিড় পরিচ্ছন্নতা, ভিড় ব্যবস্থাপনা, অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার খোলা, ওয়েটিং হলগুলিতে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং স্টেশন প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের জন্য বসার ব্যবস্থা, যথাযথ পরীক্ষা করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফ্যান এবং জলের কলগুলির কাজের অবস্থা, ভেন্ডিং স্টলে প্যাকেজযুক্ত পানীয় জলের প্রাপ্যতা, মহিলা ওয়েডিং এরেনাতে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। পূর্ব রেল যাত্রী সন্তুষ্টি ড্রাইভ উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের আসানসোল এবং মালদা বিভাগেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২০১ সংখ্যা, বুধবার, ৬ আষাঢ়, ১৪৩০

মোদির মার্কিন সফর

সম্পাদকীয়

আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ আফ্রিকা দেশগুলিই এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের দেশে খাদ্য নেই। গম নেই। উপযুক্ত পরিমানে পেট্রো পণ্য নেই। যার ফলে আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে হাহাকার হতে শুরু করেছে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতেই তারা এখন কিভ এবং মস্কো সফর করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচটি দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ যাতে থেমে যায় তার দিকে লক্ষ্য রেখে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক। পাঁচটি আফ্রিকা দেশের প্রতিনিধিরা এখন কিভ সফর করতে শুরু করেছেন। তারা সেখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিভে উপস্থিত হয়ে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে কথাও বলেছেন। এদিকে পুতিন কোন কথা না বললেও রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে আফ্রিকার দেশগুলি যুদ্ধ থামানো এবং শান্তি রক্ষা করার যে চেষ্টা করতে শুরু করেছে তা কখনই হবে না। কিভ দখল না করা পর্যন্ত রুশ বাহিনী থামবে না। কিভ দখল করে তবেই রুশ বাহিনী শান্ত হবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এই আফ্রিকার দেশগুলির শান্তি মিশন প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন কিনা জানা যায়নি। তবে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা আশাবাদী যে পুতিন তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং যুদ্ধ কীভাবে থামানো যায় তার পরিকল্পনা রচনা করবেন। এদিকে আমেরিকার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি আগামী কাল আমেরিকার মাটি থেকে বিশ্ব যোগ দিবস অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। সারা বিশ্বের কাছে ভারতীয় যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সারা বিশ্ব জুড়ে এদিন যোগ অভ্যাস করার কথা উচ্চারণ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা। তারা বলেছেন যে ভারতীয় যোগ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। সেই সঙ্গে মনের ধী শক্তিকে বৃদ্ধি করে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় যোগ সাধনা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক সাধনা। এই সাধনার ফলে মানুষ পাঁচটি রিপু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। কাম, ক্রোধ, লোভ থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এই যোগের ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগত কোনও সময়ে একার জগত নয়। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার জগত। ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার সাধনার নামই হচ্ছে যোগ সাধনা। মনে হিংসা রেখে কোনও সময়ে যোগ সাধনা করা যেতে পারে না। যোগ সাধনা করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মন। যাঁরা যোগ সাধনায় নিজেদের মনটাকে ডুবিয়ে দিতে পেরেছেন তাঁরা কিন্তু আর কোনও সময়ে অস্ত্র ধরার কথা বলবেন না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে ভারতকে রক্ষা করতে গিয়ে অস্ত্র গ্রহণ করাটা অপরাধ নয়। ভারত আগেভাগে কাউকে আক্রমণ করতে চায় না। কিন্তু নিজেকে আত্মরক্ষা করার পথটা প্রস্তুত করে রাখতে হবে। ভারত কারোকে আক্রমণ করতে চায় না। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বারবার ভারতকে আক্রমণ করা হচ্ছে। ভারতের সীমানা নিরাপদে থাকছে না। বিদেশি শত্রুরা সেখান দিয়ে প্রবেশ করে ভারতের মধ্যে সন্ত্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে।

ইউক্রেনে কী ডিজিটাল যুদ্ধ ?

রাশিয়া হুমকি দিতে শুরু করেছে যে ন্যাটো যদি তার বাহিনী নামায় বা আমেরিকা যদি ইউক্রেনকে সেনা এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে তাহলে মহাকাশ জুড়ে যুদ্ধ শুরু হবে। মহাকাশ যুদ্ধ থেকে রেহাই পাবে না। ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে রাশিয়া। তারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে প্রয়োজন হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করবে রাশিয়া। তার ফলে ডিজিটাল যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা যোল আনা থাকছে। ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর সঙ্গে গেরিলা আক্রমণ করতে শুরু করেছে ইউক্রেনের সেনারা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, একেবারে স্তালিন পন্থা লড়াই করছে ইউক্রেন সেনারা। রাশিয়া ইউক্রেনে সেনাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রচার করছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছে। এবারে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানে জেলেনস্কির সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রীমূলক আলোচনা করার ওপরে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া বাহিনীকে আগে যুদ্ধ থামাতে হবে। কারণ তারাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আগে। ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রাশিয়াকে আগে যুদ্ধ থামাতে হবে। এদিকে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ইউক্রেন বাহিনী আত্মসমর্পন না করা অবধি রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। রাশিয়া কোনও দিনই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না। রাশিয়ার সিদ্ধান্তে এখন ইউক্রেনকে চলতে হবে বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে পুতিন। ইউক্রেনের রাজধানী কিভতে রুশ বাহিনী প্রবেশ করে গোলাবর্ষন করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক বাহিনীকে লক্ষ্য করে গেরিলা যুদ্ধ করতে শুরু করেছে ইউক্রেনের সেনারা। তার ফলে রাশিয়ার সেনারা হত হচ্ছে। আচমকা আক্রমণ করে রুশ সেনাদের মেরে ফেলছে ইউক্রেনের সেনারা। প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে বলেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত চেষ্টা করতে পারে। তবে উভয় পক্ষকে এক মতে থাকতে হবে। তাহলে শান্তি বৈঠকে আয়োজন করা যুদ্ধের মীমাংসা করা সম্ভব। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন রাশিয়ার সেনা বাহিনী প্রত্যাহার করা হলেই তবে শান্তির বৈঠক করা যেতে পারে। রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেন আক্রমণ চালিয়ে যাবে এবং তার মধ্যে শান্তির বৈঠক হবে তা হতে পারে না। একই সঙ্গে যুদ্ধ এবং শান্তির প্রস্তাব হয় না। যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি করা সম্ভব। এদিকে জেলেনস্কি বলেছেন, ন্যাটো বাহিনী কিন্তু কোনও কিছুই করলো না। তারা চুপ করে বসে রয়েছে। এদিকে বাইডেন প্রশাসন থেকে জানতে পারা গিয়েছে আমেরিকা এখন আর সেনা পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। তারা এবারে বিদেশে সেনা পাঠাবে না। আফগান, ইরান, ভিয়েতনাম প্রভৃতি স্থানে সেনা পাঠিয়ে ভুল কাজ করেছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্দ্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঃ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সাধন চর্চা

রবীন্দ্রকুমার শীল

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারা বিশ্বের নাগরিকেরা এই যোগ দিবসে অংশ গ্রহণ করবে। ভারত থেকে শুরু করে চিন, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান থেকে শুরু করে ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানরা এই যোগ দিবসে অংশ গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারতের যোগ শরীর এবং মনকে স্বচ্ছ রাখতে সাহায্য করে থাকে। মনকে অশান্ত হতে দেয় না। গীতায় যোগের কথা বলাও আছে। বলা হয়েছে ভারতের বহু পুরাণ কাহিনীতে। বৈদিক যুগে ভারতের ঋষিরা যোগ সাধানার মধ্যে দিয়ে শক্তি অর্জন করতেন। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মিকী মুনিও যোগ সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তারপরে তিনি রামায়ণ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগ সাধনার মধ্যে দিয়ে শক্তি অর্জন করেছিলেন। ভারতের সভ্যতার সঙ্গে যোগ চর্চা মিশে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র নাথ মোদির চেষ্টায় রাষ্ট্রপুঞ্জ যোগ চর্চাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এটাই ভারতে সবচেয়ে ইদানিং কালের বড় জয় বলা যেতে পারে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋশি সুনকও এদিন যোগাসনে অংশ গ্রহণ করছেন। রাজপরিবারের সদস্যরাও যোগ সাধনায় অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে শুরু করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও যোগ চর্চা করবেন এদিন। যোগাসনে অংশ গ্রহণ করার পাশাপাশি তাঁরা যোগ চর্চার উপকারিতার ব্যাখ্যা করবেন। ভারতের এই যোগ চর্চাকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাতে। তিনিও দেখিয়েছিলেন যোগাসন করতে পারলে শরীরের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় হয়ে থাকে। গীতার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাধনার কথা লিখিত হয়েছে। বিপ্লবী অরবিন্দ কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি পণ্ডিচেরী চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ধ্যান চর্চার পাশাপাশি যোগ সাধনার উপকারিতা নিয়ে বহু বক্তৃতা করেছেন। ধ্যান চর্চা এবং যোগ চর্চা করলে শুধু মনের শক্তি বৃদ্ধি পায় তা নয়, শরীর সুস্থ এবং সবল থাকে। ভারতের মুনি ঋষিরা যোগ চর্চা করে তারা শক্তি সঞ্চয় করতেন। এমনকী গৌতম বুদ্ধও

ভারতীয় যোগ চর্চাকে সেরা ওষুধ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেই ধ্যানস্থ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে তাঁর ধর্মকে প্রচার করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দও পণ্ডিচেরীতে গিয়ে সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে যোগ চর্চার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে যোগ সাধনার কথা নিহিত রয়েছে। ভারতের ধর্ম গ্রন্থ বেদেও যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যোগী পুরুষরা কোনও সময়ে অন্যায় করে না। তারা সব সময়ে সত্যের পথ ধরে চলতে চেষ্টা করে। যোগের মাধ্যমে মনকে জাগ্রত করতে হবে। ভারতীয় দেবদেবীর সাধনা করলেও যোগের সাধনা করা সম্ভব। চৈতন্যদেবও যোগ সাধনার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনিও একজন যোগী পুরুষ ছিলেন। যোগ সাধনা করার জন্য হিমালয়ে যেতে হবে না। ঘরে বা মুক্ত আকাশের তলায় বসেও যোগ চর্চা করা যেতে পারে। যেখানে সেখানে বসে মনকে শুদ্ধ করে যোগাসন করলে কোনও অন্যায় হবে না। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন সারা ভারতের বহু নাগরিকেরা যোগ চর্চা করতে মুক্ত ময়দানে উপস্থিত থাকছে। যোগাসন করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময় হল ভোর বেলা। সেই সময়ে দূষণ মুক্ত বাতাস থাকে। গাছপালার পাতা ডালপালা জাগতে থাকে। মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়। ভোরের আলো জগতটাকে একেবারে স্বচ্ছ করে তোলে। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে ভোর বেলায় যোগাসন করা উচিত। আবার কেউ কেউ ভোর বেলায় হাতে সময় না পেয়ে সন্ধ্যা বেলায় যোগাসান করে থাকে। তবে দিনে আধ ঘন্টা ধরে যোগাসন করতে পারলে শরীর সারা দিনের জন্য সুস্থ এবং সবল থাকে। রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া দ্রুত সম্ভব হয়। ক্যান্সার থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যদি রোজ নিয়ম করে যোগাসন করা যেতে পারে।

গীতায় জ্ঞান যোগ, ধ্যান যোগ, রাজ যোগ, শক্তি যোগ, রজ যোগ, কর্ম যোগ এর যোগের কথা বলা হয়েছে। সেই সব যোগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভারতের মুনি ঋষিরা। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে ঋষি অরবিন্দও এই সব যোগের কথা বলেছেন। তাঁদের লেখা বহু বইয়ের মধ্যে এই যোগের ব্যাখ্যা রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যোগ সাধনা করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি অরবিন্দের যোগ সাধনা

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। যোগ হচ্ছে মহাশক্তি। যোগাসন করেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে গেলে যোগ সাধনা করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। যোগের মধ্যে দিয়ে সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সঙ্গীত সাধনা করাও একটি যোগ সাধনা করা। মায়ের ভালোবাসা যোগ সাধনার অংশ। মা আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব। যোগ আছে বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। যোগ বলে ভারত এত শক্তিশালী। সর্বত্র শারীরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কথা বলেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁতিগত হওয়ার থেকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। যোগের মধ্যে দিয়ে ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবানের অংশ বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার সাবধান করতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি ভাব প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। ভারতীয় যোগ এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। যোগ না করতে পারলে শরীরকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। ক্রোধকে দূর করতে গেলে যোগাসনের প্রয়োজন। সেই কারণে এই যোগাসনকে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বীকৃতি দিয়েছে। ঋষি অরবিন্দও এই যোগ সাধনাকে সারা বিশ্বের

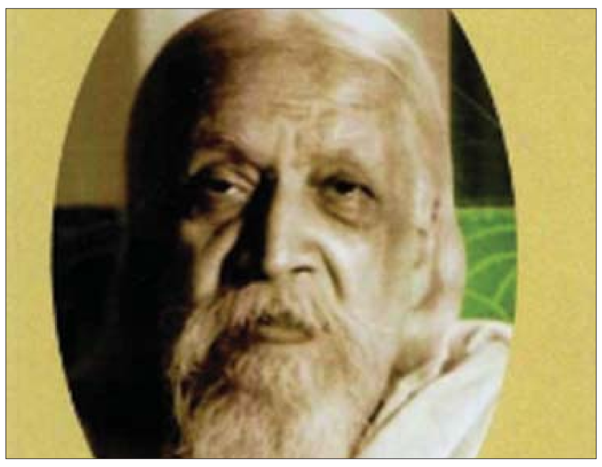

প্রচারিত করেছেন। তিনিও পণ্ডিচেরীতে গিয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে যোগাসন করে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে শুরু করেন। তিনি মনে করেন ভারতের ধর্মীয় আন্দোলন হচ্ছে সর্বংসহা। ভারতীয় ধর্ম হচ্ছে সব ধর্মের চেয়ে সেরা। সেটা স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দু ধর্ম সব ধর্মকে স্থান দিয়ে থাকে। কারোর প্রতি কোনও রকম বিদ্বেষ পোষন করে না হিন্দু ধর্ম। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করে তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালী দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল মহান ভারত গড়ে তোলার। তার জন্য তিনি সর্বত্র শারিরীক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কথা বলেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁতিগত হওয়ার থেকে হাতেকলমে সিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। শুধু ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান শুধু করলে হবে না। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবানের অংশ বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবানের দূত বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতা বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার সাবধান করতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করো না। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না।। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হতে হবে। না হলে একেবারে পরাস্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। ভারতবর্ষ সভ্যতা অতি প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। একে রক্ষা করতে হবে যোগ বল দিয়ে।

শান্তিপুরের রথযাত্রা ও অযোধ্যাপতি

শুভঙ্কর দাস

ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনা জুড়ে বিরাজ করছেন প্রভু শ্রী রামচন্দ্র। দশরথ নন্দনের জীবন এবং জীবনবোধ আজও অনুপ্রাণিত করে বহু মানুষকে। বহুযুগ পেরিয়েও ভারতীয় সমাজে আজও প্রাসঙ্গিক রামায়ণ। ভারতের বেশিরভাগ জায়গায় প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের রাজবেশ এবং বনবাসী বেশের প্রতিমা রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ঐতিহ্যশালী জনপদ শান্তিপুরে রামচন্দ্রের দারু বিগ্রহ ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র শৈলীতে গড়া। এখানে প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের হাতে কোন অস্ত্র নেই। তিনি যোগাসনে বসে রয়েছেন। তার শরীরে কোন সোনার গহনা নেই। কোনও প্রকারের রাজকীয় ভাব নেই। তিনি এখানে যেন পূর্ণমাত্রায় যোগী। ধুতি ও উত্তরীয় পরিহিত হস্তে অস্ত্র বিহীন প্রভু শ্রী রামচন্দ্র।

শান্তিপুরে রথের দিন জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলভদ্র সঙ্গে অযোধ্যাপতি শ্রী রামচন্দ্র বা রঘুনাথ জিউকে রথে তুলে নগর পরিক্রমা করানো হয়। বড়গোস্বামী বাড়ি, হাটখোলার মধ্যম গোস্বামীর বাড়ি সহ শান্তিপুরের একাধিক ঐতিহ্যশালী রথযাত্রার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে অযধ্যাপতি রঘুনাথ জিউ। অদ্বৈতাচার্যের ত্রয়োদশ বংশধর তথা বড় গোস্বামী বাড়ির সদস্য জয়দেব গোস্বামী জানিয়েছেন, রথযাত্রার আগের দিন জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে অধিবাস দেওয়া হয় রঘুনাথ জিউকে। রথের দিন সকালে মন্দিরের বারান্দায় জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলভদ্র এবং রঘুনাথ জিউ বিগ্রহকে নিয়ে আসা হয়। সেখানে শুরু হয় পুজো। তারপর সকাল ১০ টা নাগাদ রথের উদ্দেশ্যে রওনা দেন অযোধ্যাপতি। রথে উঠেও চলে আরেক প্রস্থ পুজো। তারপর শুরু হয় রথযাত্রা। ৩৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ভাবেই চলছে বড় গোস্বামী বাড়ির ঐতিহ্যের রথযাত্রা। রথের আগে জগন্নাথ দেব, সুভদ্রা এবং বলভদ্রের মতোই অঙ্গরাগ হয় রঘুনাথ জিউর। নব দূর্বাদল শ্যামের ধারণা থেকেই রঘুনাথ জিউ গায়ের রঙ সবুজ। রথের দিন রঘুনাথ জিউকে মুকুট পরানো হয়। অন্যান্য দিন সাধারণ মানুষ চাইলে বড় গোস্বামী বাড়িতে সকাল ৮,৩০

থেকে সকাল ১০ পর্যন্ত পুজো দিতে পারে। বড় গোস্বামী বাড়ির রথযাত্রায় একেবারে শুরুর দিকে ব্যবহার করা হতো লোহার রথ। তারপর সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কাঠের রথের প্রচলন শুরু হয়। সময়ের কালে সেই কাঠের রথ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন আবার লোহার রথ ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় গোস্বামী বাড়ির রথ যাত্রার আরেকটা বিশেষত্ব হল তাদের বলভদ্র প্রতিমা। বলভদ্র বা বলরামের প্রতিমার বাঁ হাতে শিঙা এবং অন্য হাতে লাঙল। প্রতিমাটি এক অভিনব শৈলীতে গড়া।

রঘুনাথ জিউ প্রতিমার মুখে গাম্ভীর্য মাখা আত্মমগ্ন এক যোগীর পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি তপস্যার তাপসে বিশ্বসংসারের কল্যাণ সাধন করে চলেছেন। মুখের গোঁফ যেন তাকে আরো স্বতন্ত্র করে তুলেছে। হাওড়া রামরাজাতলা শ্রী রামচন্দ্রের সঙ্গে বড় গোস্বামী বাড়ির রঘুনাথজি বা শ্রী রামচন্দ্রের একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। হাওড়া রামরাজাতলায় রাজা রামচন্দ্র রূপে পুজো করা হয় অযোধ্যাপতিকে। সেখানে একই সঙ্গে আরাধনা করা হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, ভারত মাতা, মা সরস্বতীকে। সেখানে থাকেন শ্রী রামচন্দ্রের চার ভাই। কিন্তু এখানে আরাধনা করা হয় রঘুনাথ জিউকে। তার পরিধানে কোন রাজ বেশ নেই। তিনি পরে রয়েছেন শ্বেতশুভ্র বস্ত্র। সাদা সিংহাসনে তিনি বিরাজিত। তিনি বিশ্ব শান্তির জন্য ধ্যানমগ্ন এক যোগী পুরুষ। তার চিত্ত নব দুর্বার মতনই নরম। কপালে তিলক, শরীরে সাদা রঙের ফুলের মালা আঁকা। হস্ত লাল। বিশাল চোখে দিগন্ত ছাড়িয়ে বহু দূরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রঘুনাথ জিউ। চির শান্তির এই দৃশ্য ভক্তের মনকে পুলকিত করে যায়। রথযাত্রা উপলক্ষে রথের দিন এবং উল্টো রথের দিন বিশাল মেলা বসে শান্তিপুরে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ আসেন এখানে। শান্তিপুরের সাধারণ মানুষের বাড়িতেও একটা সময় বিপুল ভাবে প্রভু রামচন্দ্রের আরাধনা করা হতো। কিন্তু সেখানে যেন কোথাও ভাটার টান লেগেছে। শান্তিপুরের ঐতিহ্যশালী পটুয়া পাড়া চৌগাছার মৃৎশিল্পী দীনবন্ধু পাল এবং তার ভাইপো নিলয় পাল জানিয়েছেন, আগে রথের সময় শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমার চাহিদা ভালো ছিল। এখন তা কমে গেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র বরাত পেলেই এই প্রতিমা তৈরি করা হয়। রথযাত্রার দিন মা লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো করার প্রচলন রয়েছে অদ্বৈতাচার্যের স্মৃতি বিজড়িত এই শহরে। এছাড়াও মা লক্ষ্মী ও ভগবান বিষ্ণুরও পুজোর প্রচলন কিছু রয়েছে। রথ যাত্রায় শান্তিপুরে শুধুমাত্র জগন্নাথ দেবের আরাধনা করারও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি রয়েছে। চৌগাছা পটুয়া পাড়ার আরেক শিল্পী সৌমেন নন্দী এবং তার দিদা চিত্রা পাল বিপুল পরিমাণে শুধু জগন্নাথ দেবের প্রতিমা তৈরি করেছে। এগুলোর মধ্যে বাচ্চাদের রথের জন্য যেরকম ছোট জগন্নাথ দেব রয়েছে তেমনি বড় জগন্নাথ দেবও রয়েছে। জগন্নাথ দেবের দারু বিগ্রহের অনুরূপ মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। এ ছাড়াও তারা মাটির রথও তৈরি করে থাকেন। সৌমেন নন্দী তৈরি করা রঘুনাথজী প্রতিমার মধ্যে বিশেষত্ব হলো লাল পাগড়ি এবং লাল রঙের ধুতি। শরীরে তিলক। চোখের মধ্যে ক্ষত্রিয় ধর্মের ছোঁয়া। গোঁফ জোড়া ব্যক্তিত্বকে আরো প্রস্ফুটিত করছে। চৌগাছার অনেক শিল্পীই আছেন যারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমাকে আরো বেশি চমকপ্রদ করার জন্য ছোট ছোট পুতির মালা পরিয়ে থাকেন। শিল্প এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় এভাবেই আজও রথযাত্রা হয়ে আসছে ঐতিহ্যের শান্তিপুরে।

হেরিটেজ

বহু বাজারের রথ

কলকাতার বহু বাজার বহু প্রাচীন অঞ্চল। এখানে কবে থেকে রথযাত্রা শুরু হয়েছিল তা সঠিক কারোর জানা নেই। তবে এই সব অঞ্চলে যে সব বনেদি বাড়ি রয়েছে তাদের রথ বলতে গেলে প্রায় দুশো বছরের বেশি। মল্লিকদের বাড়ির রথ আজও রাস্তায় বের হয়। তবে সবচেয়ে প্রাচীন রথ হচ্ছে শশীভূষণ দে স্ট্রিটে অবস্থিত জগন্নাথ বাড়ির রথ। এই রথ প্রায় আড়াই শো বছরের আগে। তবে এই রথতে এতো প্রাচীন হয়ে গিয়েছে যে তাকে রাস্তায় টেনে ঘোরানো হয় না। একই স্থানে রখতে বসিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এই রথরে কাঠও বহু প্রাচীন। তখন কলকাতায় বার্মা থেকে সেগুন কাঠ আসতো। তাকে বার্মাটিক সেগুন বলা হয়ে থাকে। তা দিয়ে এই রখতে তৈরি করা হয়েছে। জগন্নাথ সুভদ্রা এবং বলরামও এই একই কাঠ দিয়ে তৈরি। এখন তো আর বার্মাটিক সেগুন কাঠ আর আসে না। এখানে দত্তদের সোনার রথ বের হয়। সঙ্গে পুলিশ থাকে। বহুবাজারের ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আগে রথের মেলা বসতো। এখন সেই মেলা চলে গিয়েছে মৌলালিতে। এখানে উড়িশাবসীদের বেশি বসবাস। আগে একটি বাজার ছিল। তার নাম ছিল ওড়িয়া বাজার। সেই বাজার এখন লুপ্ত। কলকাতায় পুরসভার কাজ করতে উড়িশা থেকে বহু লোক এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন কলকাতার জলের কাজ করতো উড়িশাবাসীর লোকেরা। তারাই ঘটা করে জগন্নাথ পুজো করতো। সকাল থেকে শুরু হয়ে যেত জগন্নাথ দেবের নাম কীর্তন। তারপরে সন্ধ্যার সময়ে জগন্নাথকে রথে চাপিয়ে ঘোরানো হতো পাড়া। এখনও নটবর দত্ত বাড়ির জগন্নাথ রাস্তায় বের হয় না বটে। তবে ঘটা করে প্রভুকে সাজিয়ে রাখা হয়। সন্ধ্যায় সময়ে জগন্নাথকে মালপোয়া, পাঁপড় এবং ভাজাভুজি ভোগ হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে। আছে কানাই অধিকারীর বাড়ি। এই বাড়ি আবার ঝুলন বাড়ি বলে এলাকায় বিখ্যাত। এখানে জগন্নাথের রথ আছে। যদিও এই জগন্নাথ রাস্তায় বের হন না। তবুও তাঁকে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে দর্শকদের দেখার সুযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। আছে বলাই দাসের বাড়ির প্রাচীন জগন্নাথ। তিনি উড়িশাবাসী ছিলেন। এখানে এসে এসেছিল তাঁর পূর্ব পুরুষরা। তারা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে কোটিপতি হয়। তাদের বাড়ির জগন্নাথ বিশাল আকারে। জগন্নাথের ভোগ সকল ভক্তরা পেয়ে থাকে। খিচুড়ি, পায়েস, ভাজা এবং তরকারি। এটাই হচ্ছে এই বাড়ির জগন্নাথের প্রসাদ। রানি রাসমনির বাড়িতে রথ উৎসব হয়ে থাকে। যদিও এটি একটি পারিবারিক উৎসব হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। পরিবারের সবাই এই রথে অংশ গ্রহণ করে। তবে রাস্তায় রথ বের হয় না। আছে বড়াল বাড়ির রথ। সেই রথও প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন। চোরবাগানে শীল বাড়ির রথও বহু প্রাচীন। প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন বলা যেতে পারে। লাহা বাড়ির রথ তাদের উঠানে সাজানো হয়ে থাকে। সেখানেই জগন্নাথ পুজিত হন। এখনকার প্রত্যেক বাড়ি থেকে রথ বের হয়। ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট রথ বের করে থাকে। এদিন বহুবাজার একেবারে উড়িশাবাসীদের মতো জগন্নাথকে নিয়ে মেতে ওঠে। বহু বনেদির বাড়ির ইস্ট দেবতা হচ্ছেন প্রভু জগন্নাথ।

রথযাত্রা ঘিরে জেলাজুড়ে উৎসবে ভক্তরা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২০ জুন ঃ পুরী থেকে মাহেশ, মায়াপুর, শ্রীরামপুর থেকে বাঁকুড়া শহরে উৎসবে সর্বত্রই সাজো সাজো রব। বাঁকুড়া শহরে এই প্রথমবার রথযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ ইসকনের সৌজন্যে এক্টুকরো মায়াপুর উঠে এল বাঁকুড়ায়। এই প্রথমবার দিনের আলোয় ব্যস্ততম শহরের রাস্তায় নামল ইসকনের রথ। সেই রথ সাজিয়ে তোলার কাজে হাত লাগান ইসকনের ভক্ত থেকে সেবকরা। ইসকনের এই রথযাত্রা ঘিরে সকাল থেকেই শহরবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ে। এদিন সকালে শহরের চিত্রটা আমূল বদলে যায়। জয় জগন্নাথ ধ্বনি আর মায়াপুরের রথের আবহ সৃষ্টি হয় সারা শহরজুড়ে। প্রচুর মানুষ ভিড় করেছেন প্রথম বর্ষের ইসকনের এই রথ উৎসবে। নির্দিষ্ট সূচি মেনে মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে বাঁকুড়া শহরের লালবাজার শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের উদ্যোগে রথযাত্রার সূচনা হল। 'পাণ্ডু বিজয় উৎসব' শেষে লালবাজার সার্বজনীন দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গনে রথের দড়িতে টান দিয়ে যাত্রার সূচনা করলেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম নামহট্টের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রচারক, ইসকন শ্রী মায়াপুর নামহট্টের পক্ষে শ্রীবাস চরণ দাস ব্রহ্মচারী সহ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।এই বিষয়ে লালবাজার শ্রীশ্রী নামহট্টের তরফে গুরু গৌরসুন্দর দাস জানান, পুরীর জগন্নাথ দেবের রথ যাঁরা তৈরি করেন, তাঁরাই এই রথ তৈরি করেছেন। এবার এখানকার রথ লালবাজার মোড়, ফাস্ট ফিডার রোড, স্টেশন রোড, থানা, তামলিবাঁধ এসপি বাংলো, রবীন্দ্র ভবন, ভৈরবস্থান, কানকাটা, লোকপুর হয়ে রাজগ্রামে 'মাসির বাড়ি'তে পৌঁছয়। ইসকনের আদলে রথযাত্রা এই প্রথম হচ্ছে বাঁকুড়া জেলায়। এই কারণে আমরা তথা জেলাবাসী যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত আনন্দিত। রাজগ্রামে মাসির বাড়িতে আগামী সাত দিন শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবকে ৫৬ ভোগ নিবেদন সহ নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'গুণ্ডিচা উৎসব' পালিত হবে। সবশেষে ২৮ জুন উল্টো রথের দিন শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব রসগোল্লা উৎসব ও আলিঙ্গন উৎসব শেষে ওই পথেই লালবাজার শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘে ফিরে আসবেন। বাঁকুড়ার এই রথযাত্রায় অসংখ্য ভক্তের পাশাপাশি বিদেশী ভক্তরাও যোগ দেবেন বলে জানানো হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা থেকে এই শোভাযাত্রা দেখতে মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পুলিশের তরফেও কড়া নিরাপত্তা আয়োজন করা হয়। ভিড় সামলাতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। শুধু বাঁকুড়া সদর নয়, পাশের শহর বিষ্ণুপুরেও বেরোয় রথ। সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো হল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রথ যাত্রা। বিষ্ণুপুরের রথ উৎসব একদিনের নয়। এখানে সোজা রথ থেকে উল্টো রথ পর্যন্ত আট দিন ধরে চলে উৎসব। পাঁচচূড়া মন্দিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল এখানকার রথ। তবে এই রথযাত্রার আলাদা একটি বিশেষত্ব রয়েছে। এই রথে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা থাকেন না। শ্রীশ্রী রাধামদন গোপাল জিউ সওয়ার হন রথে। এটাই এখানকার প্রাচীন রীতি। সেই রীতি আজও অটুট। আজ মঙ্গলবার প্রাচীন রীতি বিষ্ণুপুর যেন ভেঙে পড়ল এই রথ যাত্রার উৎসবে সামিল হতে। পাশাপাশি বাঁকুড়া শহরে দুটি রথ চললেও ইসকনের এই রথ নিয়ে বাঁকুড়াবাসীর উন্মাদনা তুঙ্গে। বাঁকুড়া জেলার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা থেকে এই শোভাযাত্রা দেখতে মানুষ অংশগ্রহণ করেন বলে জানা গিয়েছে। ভিড় সামলাতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ইসকনের এই রথযাত্রা ছাড়াও আরও দুটি রথ বের হয় এবার জেলায়। শহরের চকবাজার শ্যামসুন্দর জিউ রথ কমিটি ও পাঠক পাড়া, ব্যাপারিটি রথ কমিটির উৎসব ঘিরে মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে। পাঠক পাড়া, ব্যাপারিটি রথ কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ১২১ বছরের পুরনো রথ এটি। রথটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ২০০৮ সালে তা পুনঃসংস্কার করা হয়। পাঠক পাড়া মন্দির থেকে বিগ্রহ এনে রথে চাপিয়ে সারা শহর পরিক্রমা করা হয়। এবারও তাই করা হবে। ২০২০ সাল থেকে করোনা মহামারির কারণে টানা দু'বছর বন্ধ ছিল রথযাত্রা। ২০২২ সাল থেকে ফের আবার তা চালু হয়। এবার আগের বারের থেকেও বেশি মানুষদের ঢল দেখা যাবে জেলায়, এমনটাই মনে করছে রথ কমিটিগুলি। এদিন ইসকনের রথের দড়ি টেনে সূচনা করেন বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন অলকা সেন মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

তামিলনাড়ুতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২০ জুন ঃ সংসারে স্ত্রী, ১০ বছরের মেয়ে, এবং ৫ বছরের এক ছেলে। দীর্ঘদিন ধরেই কাজ নেই। সংসারের অভাব দূর করতে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মুর্শিবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তি গোঁসাইডোব গ্রামের বাসিন্দা খোকন মন্ডল নামে ৩৩ বছরের যুবক তামিলনাড়ুতে কাজে গিয়ে টাক্টর উল্টে মারা যান। মৃতদেহ বাড়ি ফিরতেই এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে এলাকায় কাজ না থাকায়, সংসার চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই দু'সপ্তাহ আগে তামিলনাড়ুতে রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য গিয়েছিলেন খোকন। সেখানে কাজও করছিলেন। গত ১৮ তারিখ সকালে টাক্টরে কাজে যাওয়ার সময় তামিলনাড়ুর তিরুমারুকালের কাছে টাক্টর উল্টে মাথায় এবং বুকে খুব আঘাত লাগে, স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষনা করেন চিকিৎসকেরা। খোকন মন্ডলের মৃতদেহ জীবন্তির গোঁসাইডোব গ্রামে ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। মৃত খোকন মন্ডলের স্ত্রী সুমিত্রা মন্ডল জানান, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে সংসার খুব অভাব, কাজের জন্য বাইরে পাঠালাম কিন্তু আমার সবই হারিয়ে গেল, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কীভাবে সংসার চালাব। তিনি আরও জানান, শনিবারে ফোন করে বলেছিল। রথে ছেলে মেয়েদের জন্য নতুন জামা কাপড় পাঠাব.... রথ এসেছে মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে, আমি বাঁচব কীভাবে! সরকারি সাহায্যের আবেদন পরিবারের। বিদেশে কিংবা ভিন্ন রাজ্যে এইভাবে কাজে গিয়ে আর কত লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের সমাজসেবীদের।

আলোচনা সভা প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২০ জুন ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসের সেমিনার কক্ষে সারাদিনব্যাপী বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার ও নাবালকদের যৌন শোষণ প্রতিরোধে পার্শ্ব আইনি স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিক নিয়ে একটি আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। এদিনের আলোচনা সভার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা জজ সুযশা মুখার্জি, জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব শ্রী সমরেশ বেরা, সাংবাদিক শ্রী সুজয় খাঁড়া, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর দেবাঞ্জন ব্যানার্জি, সমাজসেবী শ্রী ঋষিকান্ত। আলোচনা সভার দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ (সদর) এম. এম . হাসান ও জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক অলক বেরা প্রমূখ। আলোচনা সভার অন্তিম পর্বে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব শ্রী দেবকুমার শুকুল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উপসচিব অয়ন মজুমদার। বিশিষ্ট বক্তারা পার্শ্ব আইনি স্বেচ্ছাসেবকদের উৎকর্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যকরী পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত শিবিরে আলোচনা হয়। আলোচনা সভার শেষ মুহূর্তে বাল্যবিবাহ বিরোধী নাটক প্রদর্শন করা হয়।

মালিগাঁও সদর দপ্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১৪ অফ ২০২৩; তারিখ: ১৫-০৬-২০২৩। [illegible] ... টেন্ডার মূল্য: ₹১,২২,৩৫,৫৪০.১৩/-; বায়না মূল্য: ₹২,১২,৭০০/-; উপরোক্ত দরপত্র বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময় ০৭-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনের নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) মাধ্যমে ০৫টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-এসএমইউ-০৫। লট নিলাম শুরু (সমস্ত লটের) ৩০-০৬-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। একক দফা বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি: [illegible]

ক্রম নং.	লট নং.	লট বর্ণনা
[illegible]	[illegible]	[illegible]

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ৩০-০৬-২০২৩ তারিখে ১২.১০ ঘণ্টায়। [illegible] ... www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

![Piramal Capital & Housing Finance]

পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি.

(পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি.)

CIN : L65910MH1984PLC032639

ইউনিট নং.-৬০১, ৬ ফ্লোর, পিরামল অ্যামিটি বিল্ডিং, পিরামল অগস্ত কর্পোরেট পার্ক, কামিনী জংশন, ফায়ার স্টেশন বিপরীতে, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৭০, ফোন - + ৯১ ২২ ৩৮০২৪০০ শাখা অফিস ঃ ৪১ শেকসপীয় সরণী, ডাক ব্যাক হাউস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তির জন্য ধারা ৮(১) অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (প্রয়োগ) ধারা, ২০২২ এবং অনুবিধি-৪

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ (১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি নিম্নে উল্লেখিত গ্রাহক / জামিনদারদের প্রতি পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে। যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক/ জামিনদার এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপধারা (৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২। গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় অধীন বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তি খালাস করার জন্য। গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় করতে উল্লেখিত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে, যদি কোন লেনদেন হয় তাহলে পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি. (পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লিমিটেড) দাবী করবে নিম্নলিখিত রাশি সুদ সহকারে।

ক্র. নং.	এলএএন নং. ও গ্রাহক / সহ-গ্রাহকের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ও রাশি	অধিগ্রহণের তারিখ
১.	(লোন কোড নং. এম০০৯৪৭৭৫৪), (রায়পুর শাখা) অনামিকা মিশ্র (গ্রাহক) / সিতা সিতা (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - সম্পত্তি নং./ ফ্ল্যাট নং. ইউনিট নং./ প্লট নং. বসবাসের বাড়ি যার প্লট নং. ২৭, খসড়া নং. ৬৭৮ / ১৯, ফ্লোর নং. বসবাসের বাড়ি যার প্লট নং. ২৭, এলাকার পরিমাপ ১২০০.০০ ব.ফু. বা ব.মি., কার্পেট / নির্মান এলাকা, বিল্ডিংয়ের নাম সাই ভিলা, নং. ০৬, ব্লক-কে, মুনি।	১০-০১-২০২৩ টাকা. ২৫৩৩০৮৭ /- (পঁচিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতাশি টাকা মাত্র)	১৫.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
২.	(লোন কোড নং. ১৯৪০০০৪৩৮৯০), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) রাওল ওয়াসিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (গ্রাহক) / কান্তা আগরওয়াল (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - প্রিমিসেস নং. ১২২, এখন ১২২/ ৪৪ ই, জে.এন. মুখার্জি রোড, ঘুসুড়ি, থানা-মালিপাঁচঘড়া, ঘুসুড়ি শ্যাম মন্দিরের নিকট, হাওড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৭।	০৩-০১-২০২৩ টাকা. ২৯৭৪৭১১৭ /- (দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত সতেরো টাকা মাত্র)	১৫.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
৩.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০২৫২১), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) জয়দেব ঘোষ (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - ৩১/ ১ শারদা পার্ক, ব্লক-বি, পোস্ট ও থানা-মহেশতলা, আরএস দাগ-২৮২, খতিয়ান-২৭৩, জেএল-২৫, মৌজা-শিবরামপুর, ওয়ার্ড -১৩, কলকাতা-৭৪৩৩১৩	২৩-০৪-২০১৯ টাকা. ২২৯১৯৮৬ /- (বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত ছিয়াশি টাকা মাত্র)	১৪.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
৪.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০২৮৩৭), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) রিঙ্কু দেবী শ (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - ২য় ফ্লোর, (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে), ফ্ল্যাট নং. ২সি, প্রিমিসেস নং. ৩এফ, রানী দেবেন্দ্র বালা রোড, কাশীপুর মোড়, থানা-চিৎপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০২।	২৯-১০-২০১৯ টাকা. ৩৩২০৭২০ /- (তেত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার সাতশত কুড়ি টাকা মাত্র)	১৩.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
৫.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০১৫৫১), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) যোগেন্দ্র নাথ শীল (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - ফ্ল্যাট নং. এ, ১ম ফ্লোর, (এন), তারা অ্যাপার্টমেন্ট, ১(১), চ্যাটার্জি পাড়া রোড, নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২২	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ১৪৯৬৯৩২ /- (চোদ্দ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত বত্রিশ টাকা মাত্র)	১৪.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
৬.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০২৮৯৬), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) অভিজিৎ মন্ডল (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - জগদীশ অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় ফ্লোর, ৩০/ ৫০ চ্যাটার্জি পাড়া রোড, পোস্ট-নোনা চন্দনপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪৫৬	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ১০০৪৮৪৫ /- (দশ লক্ষ চার হাজার আটশত পয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
৭.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০০৮৪৮), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) শ্রাবনী গন (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - দাগ নং. ৬, খতিয়ান নং. ৫৬, থানা-বারাসত, ওয়ার্ড নং. ৩, হোল্ডিং নং. ৩১, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২০১।	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ৭৭২৬২৫ /- (সাত লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শত পঁচিশ টাকা মাত্র)	১৪.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
৮.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০১৯০৭), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) পারমিতা চ্যাটার্জি (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - ফ্ল্যাট নং. ১এ, ৫৯৯৯, পূর্বাচল মেন রোড, থানা-কসবা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৮।	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ১১৮৮৩৯৭ /- (এগারো লক্ষ অষ্টআশি হাজার তিনশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
৯.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০০০০৫), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) প্রদীপ দত্ত গুপ্ত (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - প্রিমিসেস নং. ৪৯, সচেতা নগর ২, ওয়ার্ড নং. ১০৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭৮।	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ৫০১৪৮৯ /- (পাঁচ লক্ষ এক হাজার চারশত উননব্বই টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১০.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০০৯৭৯), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) শ্যামল কুমার বোস (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - ফ্ল্যাট ৩য় ফ্লোরে (পেছনের দিকে), ১০৫/ ১, ডি আর জি এস বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৯	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ৪৪১৮৯২ /- (চার লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশত বিরানব্বই টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১১.	(লোন কোড নং. ১৯৪০০০৪২৯৭৯), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা) মনোজ কুমার টোডি (গ্রাহক) / ভারতী দেবী টোডি (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -প্রিমিসেস নং.-০৪-০৮৬৬, স্ট্রিট নং.-০৮৬৬, মৌজা-চন্দ্রকান্তহাটবেড়িয়া, প্লট নং.-১৭৬৪, এএ-৩, জি নিউ টাউন, বিয়োন্তাই, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭।	২১-০৬-২০২২ টাকা. ৬৯৬৩০৭৩ /- (উনসত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার তিয়াত্তর টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১২.	(লোন কোড নং. ২৭০০০০০১০৬০), (রাশবিহারী শাখা) মানব পাল (গ্রাহক) / মীনাক্ষি পাল (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট রং.-৪ সি, চতুর্থ ফ্লোর (দক্ষিণ পশ্চিম), হোল্ডিং নং-২৩/ ৮, মৌজা-রহড়া খড়দহ, রহড়া বাজারের কাছে, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৮।	০৮-১১-২০২২ টাকা. ১৩৮২২২৩ /- (তেরো লক্ষ বিরাশি হাজার দুই শত তেইশ টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১৩.	(লোন কোড নং. ২৭০০০০০১৮০৭), (রাশবিহারী শাখা) বিকাশ কুমার শ (গ্রাহক) / মাধুরী কুমারি শ (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -হোল্ডিং ১৩৭(৫৫/ ৯/ ১) জিটি রোড, ওয়ার্ড নং-১৭, বৈদ্যবাটি, মৌজা-দীর্ঘনগর, থানা-শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি নার্সারি বাগান নিকট, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২২২।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ১৬৯০৫৭২ /- (ষোলো লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত বাহাত্তর টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১৪.	(লোন কোড নং. ১৯৪০০০৪৩৮৫৭), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা) শ্যামল মন্ডল (গ্রাহক) / হাসিরানি মন্ডল (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -হোল্ডিং ২৪৫, বিএল-এ, মৌজা-জয়নগর, দাগ-১৭১৯ , খতিয়ান-৫৪৪, থানা-বাগুইআটি, ওয়ার্ড-২৮(নতুন), ২৯ (পুরানো), বিএমসি কাটপুল, পূর্বশা সন্তোষ পল্লী, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৯।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ৯৬৪১৬৫ /- (নয় লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত পয়ষট্টি টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১৫.	(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০৩০৭২), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা) সুচরিতা মুখার্জি (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -সম্পত্তি নির্বাচিত হয়নি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮২।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ১১৫১৭৯৮ /- (এগারো লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত আটানব্বই টাকা মাত্র)	১৫.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১৬.	(লোন কোড নং. ১৩৭০০০০২১৫৩), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ-শাখা) সুব্রত মন্ডল(গ্রাহক) / অনিতা মন্ডল (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -হোল্ডিং নং. ৭/ ১, পি কে গুহ রোড, মৌজা-সুলতানপুর, থানা-দমদম, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ৪০৬৪৫৮ /- (চল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার চারশত আটান্ন টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১৭.	(লোন কোড নং. ১৯৪০০০৪৪০১৮), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা) সঞ্জয় কুমার সিং (গ্রাহক) / অনিতা সিং (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ইউনিট নং. এইচ২৪, ৫, ৬ শ্রী রাম গ্র্যান্ড সিটি, ৫ম ফ্লোর, ক্লাস্টার এইচ, টাওয়ার ২৪, উত্তরপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৫৮।	৩০-০১-২০২৩ টাকা. ১৯৪৯৬২৯ /- (উনিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত উনত্রিশ টাকা মাত্র)	১৫.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১৮.	(লোন কোড নং. ১৯৪বিওএল০০০৮৬), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা) প্রদীপ কুমার দাস (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -এইচ/ ফ্ল্যাট নং. প্লট নং. ২৪৫০, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৭।	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ৫৪৭২২৬ /- (পাঁচ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র)	১৬.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)
১৯.	(লোন কোড নং. ১০৭০০০০১৪৭৫), (দুর্গাপুর শাখা) জ্ঞানেশ্বর দুবে (গ্রাহক) / মৃত্যুঞ্জয় দুবে, ভেঙ্কটেশ্বর দুবে (সহ-গ্রাহক)	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -তেঙ্গাবেড়িয়া, পোস্ট-জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর, মৌজা-দোগাছিয়া, এলআর প্লট-৭৯০ ও ৮৫৭, জেএল নং. ১০৫, গোপাল মন্দিরের নিকট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১৬৬।	৩০-০১-২০২৩ টাকা. ১৩৫৩০০৩/- (তেরো লক্ষ তিপান্ন হাজার তিন টাকা মাত্র)	১৭.০৬.২০২৩ (প্রতীকী)

তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৩
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /- (অনুমোদিত আধিকারিক)
পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড

ঝাড়গ্রামে মাওবাদী পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২০ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে আবার নতুন করে অশান্তির আগুন জ্বলতে শুরু করেছে জঙ্গলমহলে। কয়েকদিন আগেই পুরুলিয়ার বলরামপুরে দুই বিধায়ককে হত্যার করার হুমকি দিয়ে পোস্টার পড়েছিল। এবার মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে মাওবাদীরা পোস্টার ফেলল। আর তা নিয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে জামবনি থানার চিল্কিগড়ে। এখানের কনকদুর্গা মন্দির সংলগ্ন জঙ্গলে পোস্টারগুলি দেখতে পান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। সাদা কাগজের উপর লাল কালিতে পোস্টারগুলি লেখা। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা কথা লেখা রয়েছে। জঙ্গলমহলে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে এনেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে পড়েছে মাওবাদী পোস্টার। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে ঝাড়গ্রামের জামবনি থানার চিল্কিগড়ে। কিছুদিন আগে জঙ্গলমহলে কুড়মি আন্দোলন বা আদিবাসী আন্দোলন দেখেছিল বাংলার মানুষজন। কিন্তু মাওবাদীদের উৎপাত দেখা যায়নি। সেখানে এবার সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের রক্ত ঝরানোর হুমকি দিয়ে মাওবাদী পোস্টার যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল বলে মনে করা হচ্ছে। এই পোস্টার মাওবাদীদের নয় বলেই মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসূন ষড়ঙ্গী বলেন, বিজেপি আর সিপিএম এখন এক হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে পেরে না উঠে এভাবে আতঙ্ক তৈরি করছে। ওরা আসন ভাগাভাগি করছে নিজেদের মধ্যে। ঘোলা জলে মাছ ধরতে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করছে। এগুলি মাওবাদীদের পোস্টার নয়। ওই পোস্টার মাওবাদীদের কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু পোস্টারে লেখা আছে, তৃণমূলকে বিদায় দেওয়া হবে। আবার রক্ত ঝরবে তৃণমূল নেতাদের। তৃণমূলের নেতাদের রক্ত ঝরবে জঙ্গলমহলে। সাদা কাগজে লাল কালি দিয়ে লেখা হয়েছে পোস্টারগুলি। যদিও ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন, এগুলি মাওবাদীদের পোস্টার বলে মনে হয় না। কেউ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করেছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বিষয়টি। এই পোস্টারগুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সবটা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। আগামী ৮ জুলাই গোটা বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা। সেখানে মাওবাদীদের উৎপাত বাড়লে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপই নিতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কুড়মি আন্দোলন ঘিরে ইতিমধ্যে জঙ্গলমহলজুড়ে উত্তপ্ত পরিবেশ বজায় রয়েছে। তারওপর মাওবাদী পোস্টার ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে জেলাবাসীর মধ্যে।

মনোনয়ন প্রত্যাহার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুন ঃ দলের নির্দেশ মতো অবশেষে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা চন্দনা সরকার। মঙ্গলবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে এসে দলের নির্দেশ মত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন তিনি। উল্লেখ্য মালদা জেলা পরিষদের ৪৩ নম্বর আসনে মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা চন্দনা সরকার এবং তার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা পরিতোষ সরকার। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। একই আসনে তৃণমূলের দুই প্রার্থী এই নিয়ে. যথেষ্ট চাপেও ছিল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। শেষমেষ দলের নির্দেশ মতো আজ মনোনয়ন প্রত্যাহার করে বিধায়িকা চন্দনা সরকার।

Office of the Block Development Officer
Para Development Block
Para, Purulia
Memo No. 1141/PARA, Dated: 17/06/2023
QUOTATION NOTICE

1.Construction of temporary shed for police personnel tagging at DC & RC venue for 10th PGE under para development block. 2. Construction of temporary shed for vehicle purpose at DC & RC venue for 10 th PGE under para development block. 3. Construction of temporary barricade with full safety at counting hall for 10 th PGE under para development block. 4. Supply of sofa, chair & table at DC & RC Venue and counting day for 10 th PGE under para development block. (DC & RC should be complete before P-3 days.). Sealed quotation papers in separate cover will be received on **23.06.2023 up to 1.00 p.m.** and will be opened on the same date at 2 P.M. The quotationer may remain present if so desired. For further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Block Development Officer
Para Development Block.

Office of the Block Development Officer
Para Development Block
Para, Purulia
Memo No. 1140/PARA, Dated: 17/06/2023
QUOTATION NOTICE

1.Construction of temporary shed for police person (approx. 175ft x 90ft) and counter 12 nos at DC & RC Venue and counting day for 10 th PGE under para development block. 2. Construction of STRONG ROOM at DC & RC Venue and counting day for 10 th PGE under para development block. 3. Construction of counting hall (10 nos) at counting venue for 10 th PGE under para development block. 4. Construction of temporary barricade at DC & RC Venue and counting day for 10 th PGE under para development block. (DC & RC should be complete before P-3 days.). Sealed quotation papers in separate cover will be received on **22.06.2023 up to 1.00 p.m.** and will be opened on the same date at 2 P.M. The quotationer may remain present if so desired. For further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Block Development Officer
Para Development Block.

মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার মেচেদা দাঁড়িয়ালা মিলন উৎসব কমিটির উদ্যোগে হলদিচক শ্রী শ্রী রাধামদন গোপাল আশ্রমের রথযাত্রায় ভক্তদের ভিড়। -নিজস্ব চিত্র।

তারাপীঠে রথযাত্রা করলেন মা তারা

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ২০ জুন ঃ তারাপীঠে অধিষ্ঠিত দেবী মা তারা। রথে সেই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো। বেলা তিনটা নাগাদ চিড়ে, ফলমূল দিয়ে মায়ের পাঁচ রকম ভোগ। এদিন মাকে জিলিপি ভোগও দেওয়া হয়। এদিন মা তারাকে বেনারসি শাড়ি পড়িয়ে শৃঙ্গার বেশে অপরাজিতা ফুল ও রজনী গন্ধা ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুসজ্জিত রথে আরোহন করানো হয়। মা তারাকে মূল ফটক থেকে উত্তর মুখ অভিমুখে পরিক্রমা করিয়ে তিনমাথা মোড় হয়ে ফের মূল মন্দিরে আনা হয়। তারামাতা সেবাইত মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, তারাপীঠে রথে থাকে না বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ। তারাপীঠের রথে অধিষ্ঠাত্রী মা তারা। তারাপীঠের রথযাত্রা কবে থেকে শুরু হয়েছিল তার দিনক্ষণ এখন আর তেমন কারও মনে নেই। তবে মন্দিরের সেবাইত, সাহিত্যিক প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই থেকে জানা যায়, তারাপীঠের বিখ্যাত সাধক দ্বিতীয় আনন্দনাথ তারাপীঠের রথের প্রচলন করেছিলেন। সেই সময় একটি পিতলের রথ তৈরি করা হয়। সেই রথেই আজও মা তারা কে চড়ান হয়। তারা মায়ের একটি রথ ঘর রয়েছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে ওই রথ ঘরের উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। সারা বছর ওই রথ ঘরেই পিতলের রথকে সংরক্ষিত রাখা হয়। রথঘরটি নির্মাণ করেন জনৈক মা তারার ভক্ত আশালতা সাধুখাঁ। প্রাচীন রীতি মেনে মা তারাকে ওই রথে বসিয়ে ঘোরানো হল তারাপীঠে। মা তারাকে মূল মন্দির থেকে বের করে রথে বসানো হয়। সাজান হয় রাজবেশে। তারপরই হাজার হাজার পূর্ণার্থী রথের রশিতে টান দেন। প্রতি বছর মা তারাকে রথে চড়িয়ে তারাপীঠ প্রদক্ষিণ করিয়ে সন্ধ্যা আরতির আগে মূল মন্দিরে বসানো হয়। এই রথ থেকে ভক্তদের উদ্দেশে প্যাড়া, বাতাসা বিতরণ করা হয় হরি লুটের মতো করে। সেই প্রসাদ পেতে ভক্তদের মধ্যে হুটোপুটি পড়ে যায়। কারণ এই প্রসাদ গ্রহণ করলে পুনর্জন্ম হয় না বলে কথিত আছে।

রথযাত্রায় দুর্গাপুজোর ঢাকে পড়ল কাঠি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ জুন ঃ বৃষ্টি মাথায় করে রথযাত্রার পুণ্যতিথিতেই দুর্গাপুজোয় ঢাকের কাঠি পড়ে গেল কোচবিহারে। মঙ্গলবার মহিলা ঢাকিদের সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করল সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব। এবারে তাদের দুর্গাপুজোর ৭৫তম বর্ষ। 'পুরোনো সেই দিনের কথা, মানতপুরীতে ঠেকাই মাথা' শীর্ষক থিম তৈরি করা হবে। উদ্যোক্তাদের দাবি, তাঁদের পুজোর বাজেট ৬০ লক্ষ টাকা। এর আগে কোচবিহার ও সংলগ্ন এলাকায় এত বড় বাজেটের পুজো খুব একটা হয়নি বলেই দাবি তাঁদের। এদিন খুঁটি পুজোর পর শান্তির বার্তা দিতে পায়রা ও বেলুন ওড়ানো হয়। এরপর সুসজ্জিত খুঁটি ও ১৩ জন মহিলা ঢাকি নিয়ে কোচবিহার শহর পরিক্রমা করেন তাঁরা। এলাকার প্রচুর মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে সেই শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

ত্রিপুরা ছাদের মেরামতী এবং প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. [illegible] ২০২৩। [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল রমেশ শ, পিতা [illegible] ...

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

PUBLIC NOTICE LOSS OF DEED

Notice is hereby given to the Public that original Deed has been lost, vide Conveyance Deed No. 050801037 of the year 2017, executed between Sri Haradhan Ghosh (Vendor) and Purv Logistics Private Limited (Purchaser), De Converter India Private Limited (Purchaser), NLK Engineering (Purchaser), registered at the Office of the Sub Registrar, Bargachia, District Howrah, West Bengal, in Book No- I Volume No. 0508-2017 Pages 21201 to 21234, in respect of the RS and LR Dag No. 35, RS Khatian No. 726, LR Khatian No. 1769, Mouza- Nizbaliya, JL No. 46, PS- Jagatballavpur, under the Panchayat Gram Panchayat, Dist. Howrah, West Bengal. A General Diary has been filed before the Bhowanipore Police Station, vide GDE No. 587 dated 7th June 2023.

Anybody having custody of the said deed or having any information thereof may kindly intimate the undersigned within 30 days from the date hereof after which no claim shall be entertained. All people are hereby informed not to deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the said missing documents. If anyone has already carried out or is carrying out any transaction based on such documents, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 30 days from the date hereof after which no claim shall be entertained.

Date : 20.06.2023 Communication to be sent at:
Place : Kolkata Purv Logistics Private Limited
Annapurna Apartment, 1st Floor
23 Sarat Bose Road, PS. Bhowanipore
PO. L.R. Sarani, Kolkata-700020
West Bengal, India.
Tel No: 033 - 4070 3236 / 9007000237

মনিহারী রেলওয়ে স্টেশনে দোকানগুলির নিলাম

নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং.: ০১/২০২৩/[illegible], নিলাম খোলার তারিখ: ০৪-০৭-২০২৩। [illegible] ... বিজ্ঞপ্তির নিচে দেওয়া হল:

ক্রমিক	দোকান/স্টলের বিবরণ	প্রতি বছর বিড মূল্য
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] ... www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (বাণিজ্য), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

গবেষণাগারে তৈরি কৃত্রিম ভ্রূণ! বিজ্ঞানের এই দান ভোলার নয়

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সমান্তরালেই সূচিত হচ্ছে ধ্বংসের বার্তা। 'অতিযান্ত্রিকতা' মানুষের বোধের ভূমিটি কেড়ে নিচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন এই একুশ শতকে উঠছে। এই বিষয়ে সচেতনতার বার্তা জারির চেষ্টা চলেছে, কিন্তু 'সভ্য' মানুষ তাতে কান দিচ্ছেন না। তাই কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে মারণাস্ত্রও। রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্ব। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে তৈরি হয়েছে প্রভূত সংশয় আদৌ এর পরিণতি শুভ হবে তো? যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মেশিন যখন মানুষের মতোই বুদ্ধিমত্তা দেখায়, সেটিই তখন 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এর ফলে মানব সভ্যতা যে বিপর্যয়ে মুখে পড়বে না, তা নিয়ে কোনও বিজ্ঞানীই সুনিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারছেন না। তেমনই, আর এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার কেড়ে নিতে পারে রাতের ঘুম। ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা ঘোষণা করেছেন, ইঁদুরের স্টেম সেল থেকে তাঁরা বিশ্বের প্রথম 'কৃত্রিম ভ্রূণ' ('সিনথেটিক এমব্রায়ো') তৈরি করতে সফল হয়েছেন। এতে মস্তিষ্ক, স্পন্দনক্ষম হৃদ্‌যন্ত্রব্যতীত শরীরের অন্য অঙ্গ তৈরির উপাদান বিদ্যমান। শরীরের আদি কোষ 'স্টেম সেল'। সাধারণত, জন্মের পর একটি কোষ থেকেই বাকি কোষ তৈরি হয়। অর্থাৎ, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ব্যবহার না করেই স্টেম সেল দিয়ে কৃত্রিম ভ্রূণের মডেল তৈরি হল। এমন দাবি অবশ্য আগেও করেছিলেন ইজরায়ের 'উইজমান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স' এর বিজ্ঞানীরা। তবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে তা নিয়ে তাঁরা উচ্চবাচ্য করেননি। দ্বিতীয়ত, ভ্রূণ তৈরি হওয়া মানেই প্রাণীর জন্ম নিশ্চিত নয়। এর জন্য রয়েছে দীর্ঘ ও জটিল পথ। আর ইঁদুরের স্টেম সেলের মাধ্যমে কৃত্রিম ভ্রূণ তৈরির চেয়ে মানুষের কৃত্রিম ভ্রূণ তৈরি অনেক কঠিন। তবু এটাও নিশ্চিত যে, মানুষের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হলে বহু নিঃসন্তান দম্পতির সন্তানলাভ সম্ভবপর হবে। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় এর আগে বিজ্ঞানীরা 'কৃত্রিম গর্ভ' তৈরি করেছিলেন। প্রিম্যাচিওর শিশুদের মৃত্যুহার কমানোর উপায় হিসাবে যদিও তা এখনও অপরীক্ষিত। দ্বিতীয়ত, বাবা- মায়ের কঠিন জিনগত অসুখ বা মারণ রোগের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে আশঙ্কার বিষয় হল 'ডিজাইনার বেবি' উৎপাদনের। যাদের ক্ষমতা আছে, তারা অর্থব্যয় করে 'সর্বগুণযুক্ত, নীরোগ, শক্তিশালী' সন্তানের বাবা- মা হবে। সেই সমস্ত সন্তানই কি ভবিষ্যত্ বিশ্বে চালকের আসনে বসবে? তাদের কাছে ক্রমাগত পর্যুদস্ত হতে থাকবে স্বাভাবিক প্রজননে জন্ম নেওয়া শিশু এবং পরবর্তী কালের নাগরিকরা? প্রশ্ন উঠছে, কিন্তু সঠিক উত্তর পেতে দেরি রয়েছে বলেই মনে হয়।

এভারেস্টের চার গুণ উঁচু পর্বত শৃঙ্গের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা

বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হল এভারেস্ট। কিন্তু তার থেকেও উঁচু পর্বতশৃঙ্গের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এভারেস্টের তুলনায় চার গুণ উঁচু পর্বত শৃঙ্গের সন্ধান দিয়ে বিজ্ঞানীরা এভারেস্টের তকমা কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করেছেন। মাউন্ট এভারেস্টের থেকে উঁচু পর্বতশৃঙ্গের হদিশ দিয়ে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে সুবিশাল পর্বতমালার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে সম্প্রতি। সেই পর্বতমালার উচ্চতা আমাদের হিমালয়ে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতার তিন থেকে চার গুণ। এই গবেষণায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন গবেষকরা। এই আবিষ্কারের ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের তকমা হারিয়ে ফেলবে মাউন্ট এভারেস্ট। নতুন গবেষণা কিন্তু তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভূগর্ভের প্রায় ২ হাজার ৯০০ কিলোমিটার নীচে কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডলের মাঝে রয়েছে এই পর্বতের অবস্থান। বেশ কিছুদিন ধরেই ভূগর্ভের এই পর্বত নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষক দল। ভূমিকম্প ও পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের জেরে তৈরি হওয়া তরঙ্গের সিমিক ডেটা বিশ্লেষণ করেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা। গবেষণাচলাকালীন পৃথিবীর অভ্যন্তরে ওই পর্বতমালার সন্ধান পান তাঁরা। আন্টার্কটিকার সিসমোলজি সেন্টারের সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল। এই গবেষণায় আন্টার্কটিকা থেকে পাওয়া হাজার হাজার সিসমিক রেকর্ড বিশ্লেষণ করা হয়েছে বলে জানান অ্যারিজোনা স্টেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূপদার্থবিদ এডওয়ার্ড গারনেরো। গবেষকরা হাইডেফিনেশন ইমেজিং পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিশ্লেষণ করেছিল। সেই বিশ্লেষণেই উঠে আসে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডলের মাঝে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী উপাদানের কথা। এক এক জায়গায় উপাদানগুলি এক এক রকম। তা থেকেই সন্দেহ হয়, পৃথিবীর গর্ভে থাকতে পারে কোনো পর্বত। মঙ্গল গ্রহকে কোনোদিন এমন রূপে দেখেছেন, এসার পাঠানো ছবি দেখে চমকে যাবেন কিন্তু কীভাবে ভূগর্ভের ওই অংশ গড়ে উঠল পর্বত? তা নিয়ে কম চর্চা হচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, প্রাচীনকালে কোনো কারণে টেকটোনিক প্লেট গুরুমণ্ডলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর ওই প্লেট গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝে বিস্তৃত হয়ে যায়। তার ফলেই সৃষ্টি হয পর্বতের। বিজ্ঞানীরা আরো জানতে পারেন, সুবিশাল ওই পর্বতমালায রয়েছে ব্যসল্ট পাথর। আবার সেখানে প্রস্তরীভূত শিলাও পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গবেষকদের মধ্যে ছিলেন আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্থা হ্যানসেন। তিনি বলেন, সিসমিক তথ্য বিশ্লেষণে ভূগর্ভের ভিতরের সর্বোচ্চ রেজুলেশনের ছবি ধরা পড়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এভারেস্টের উচ্চতা ৮ হাজার ৮৪৮ মিটার। বা ৮.৮৪৮ কিলোমিটার বিজ্ঞানীদের দাবি, ভূগর্ভে থাকা পর্বতটির সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৩৮ হাজার মিটার বা ৩৮ কিলোমিটার। তবে এখনও গবেষনা চলছে।

মেট্রো রেলের সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা শেষ হয়েছে

কলকাতা, ২০ জুনঃ মেট্রো ভবনে অবস্থিত অডিটোরিযামে মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির সভাপতিত্বে মেট্রো রেলওয়ে সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে প্রধান সরকারি ভাষা কর্মকর্তা জনাব সতীশ কুমার মহাব্যবস্থাপক ও কমিটির সকল সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। এই উপলক্ষ্যে মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি তার সভাপতির ভাষণে অফিসিয়াল ভাষার ব্যবহার ও প্রসারকে একটি সম্মিলিত দায়িত্ব বলে বর্ণনা করেন এবং প্রত্যেককে যথাসম্ভব সরকারি ভাষায় কাজ করার নির্দেশ দেন। এই উপলক্ষ্যে, মেট্রো রেলওয়ে অফিসিয়াল ভাষার ম্যাগাজিন 'মেট্রো চেতনা'এর সর্বশেষ এবং ৩১ তম সংখ্যাও মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ করেন।

উত্তর পূর্ব রেলের সপ্তম যোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন

গোরক্ষপুর, ২০ জুন ঃ সপ্তম 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' উপলক্ষ্যে, উত্তরপূর্ব রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চন্দ্র বীর রমন, ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে, উত্তরপূর্ব রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাব এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি ট্রেনিংয়ে প্রধান আতিথেয়তায় কেন্দ্র (এমএসটিসি), গোরক্ষপুরের নর্থ ইস্ট রেলওযে অফিসার্স ক্লাবে, এইচওডিকর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের জন্য এবং প্রশিক্ষিতদের তত্বাবধানে গোরক্ষপুরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং সেন্টারে (এমএসটিসি) অফিসারকর্মচারী এবং তাদের পরিবারের জন্য একটি যোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যোগ গুরুরা.. গোরখপুরে অবস্থিত রেলওয়ে তিনটি স্কুলে শিশু- অভিভাবকরাও যোগ দিবসের আয়োজন করবেন। যোগ শিবিরে প্রজেক্টরের মাধ্যমে যোগ সম্প্রচার করা হবে। সৈযদ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের জন্য যোগ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ইজ্জতনগর, লখনউ এবং বারাণসী বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় যোগ শিবিরেরও আয়োজন করা হবে।

অস্টিও আর্থ্রাইটিস কি ধরনের অসুখ?

ডঃ সন্তোষ কুমার
Consultant Orthopeadic Joint Replacement Surgeon
Belle Vue Clinic, Kolkata
For Appointment: 9831266632
or Dial: 91 98319-11584

প্রশ্ন ঃ অস্টিও আর্থ্রাইটিস কি ধরনের অসুখ?

ডা. সন্তোষকুমারঃ অস্টিও আর্থ্রাইটিস হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগ। সাধারণত বয়স পঞ্চাশ পেরোলে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় চল্লিশ থেকেই বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে হাড়ের এই ক্ষয় শুরু হয়। তবে হাঁটু এ হিপ জয়েন্টের মতো শরীরের ভার বহনকারী সবথেকে বড়ো জয়েন্ট দুটি এই রোগের কবলে পড়লেই মানুষ বিপদে পড়েন। ব্যাথার কষ্ট উত্তরোত্তর বাড়লে এক সময় স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। হাঁটুতে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হলে হাঁটুর অস্থি সন্ধির ভিতরে বিশেষ দুটি কার্টিলেজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ক্ষয়ে যাওয়া হাড় নার্ভরুটে চাপ দিলেই আরম্ভ হয় ব্যাথা। রোগের তীব্রতা ও হাড়ের ক্ষয়ের প্রকৃতি অনুসারে অস্টিও আর্থ্রাইটিস কে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফোর এই চারভাগে ভাগ করা হয়। হাড়ের এই ক্ষয় কোনো ভাবেই পূরণ হয় না বলে নি জয়েন্ট বা হাঁটু প্রতিস্থাপনই এর একমাত্র স্থায়ী সমাধান।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু অস্টিও আর্থ্রাইটিস বোঝা যাবে কি করে?

ডা. সন্তোষকুমার ঃ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আধঘন্টা বা তারও বেশি হাঁটু ব্যাথায় শক্ত হয়ে থাকলে, সিঁড়ি ভাঙলে, হাঁটুতে ব্যাথা হলে, শুলেও হাঁটু ব্যাথা করলে, হাঁটুর ব্যাথায় ঘুম না আসলে বা ঘুম ভেঙ্গে গেলে আপনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তিনি আপনার হাঁটু বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করবেন। আপনার হাঁটার ধরণ দেখবেন, কতোটা হাঁটু ভাঁজ করতে পারছেন সেটাও দেখবেন। এরপরে ডাক্তারবাবু প্রয়োজনে এক্সরে দেখে হাঁটুতে অস্টিও আর্থ্রাইটিসের সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

প্রশ্ন ঃ অস্টিও আর্থ্রাইটিসের কারন কি?

ডা. সন্তোষকুমার ঃ অস্টিও আর্থ্রাইটিস কিছুটা বংশগত। আর বয়স, ওবেসিটি, স্মোকিং, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এসবও অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর। সাধারণত মধ্য বয়সে এই রোগ দেখা যায়। তবে ছোট থেকে খেলাধুলা শারীরিক পরিশ্রম করে পেশীকে শক্তিশালী করলেও নিজের ওজন ঠিক রাখলে অনেক সময়ই অস্টিও আর্থ্রাইটিসকে দূরে রাখা যায়। আবার আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিংবা কন্ডোম্যালেশিয়া প্যাটেলার মতো অসুখ থেকেও অস্টিও আর্থ্রাইটিস হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের সুবিধা কি?

ডা. সন্তোষকুমার ঃ রোবটের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মুহূর্তের মধ্যে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস সাধারণ কম্পিউটারাইজড সার্জারির থেকে বহু গুণ বেশি নিঁখুত হয়। আবার একইভাবে হাঁড় ও সফট টিস্যুও অত্যন্ত অল্প পরিমাণে সুক্ষ্ম ও সঠিক ভাবে কাটা হয় বলে রক্তপাত প্রায় হয় না বললেই চলে, ফলে পোস্ট অপারেটিভ পেনও অনেক কমে যায় আর দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। অন্যদিকে চোখের থেকে অনেক বেশি পর্যবেক্ষণ করতে পারে বলে প্রস্থেসিসের আয়ুও বাড়ে। তাই হাঁটুর ব্যাথায় হতাশ হবেন না। হাঁটুর প্রতিস্থাপন এখন মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই। প্রয়োজনে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের খরচ কি সবার পক্ষে করা সম্ভব?

ডা. সন্তোষ কুমার ঃ সাধারণ ও রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের ব্যয় এখন মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই। দুটি হাঁটু একসঙ্গে পাল্টালে খরচ আরও একটু কম পড়ে। এই অপারেশনে মেডিক্লেমের সুবিধাও আছে। সুতরাং ব্যাথায় কষ্ট না পেয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ নিন। সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।

ধুঁকছে পাকিস্তান, দেনা মেটাতে বিদেশি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে করাচি বন্দর

ইসলামাবাদ, ২০ জুন ঃ অর্থনৈতিক সংকটে ধুঁকছে পাকিস্তান। হাতে টাকা নেই, বিদেশি মুদ্রার ভান্ডারও তলানিতে। কাঁচামালের অভাবে বিদ্যুত্ তৈরির করা যাচ্ছে না। ফলে দোকানবাজার সন্ধে আটটার মধ্যে বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। বন্ধু চিনও তেমন কোনও সাহায্য করতে পারছে না। এরকম এক পরিস্থিতিতে দেশের অন্যতম প্রধান সমুদ্র বন্দর করাচি পোর্টের টার্মিনাল লিজে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির হাতে তুলে দিচ্ছে শাহবাজ শরিফ সরকার। এই নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে কথা দরকষাকষি করছে পাক সরকার। এরকম একাধিক উপায়ে টাকা তুলে বিশ্বব্যাঙ্কের দেনা মেটানোর পরিকল্পনা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের মেরিন অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী ফয়সল সাবজারি জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে লিজের কী ধরনের শর্ত ঠিক হবে তা ঠিক করবে একটি কমিটি। ওই কমিটিতে থাকছেন অর্থ মন্ত্রকের সেক্রেটারি, করাচি পোর্ট টার্মিনালের চেয়ারম্যানও। গত বছর পাকিস্তানের জোট সরকার দেশের অর্থিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি সম্পত্তি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেনা মেটানোর জন্য একটি চুক্তি সাক্ষর করে পাক সরকার। সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে এমাসেই। ফলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে পাকিস্তানের। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৬.৫ বিলিয়ন ডলার ধার নিয়েছিল পাকিস্তান। তার কিছু অংশ এমাসেই শোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। বাধ্য হয়ে এমাসেই বিদ্যুত্ বাঁচাতে নয়া ফরমান জারি করেছে সরকার। ঘোষণা করা হয়েছে দেশের সব বাজার বন্ধ করতে হবে রাত আটটার মধ্যে। এমনটাই জানিয়েছেন দেশের পরিকল্পনা মন্ত্রী আহসান ইকবাল। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাহবাজ শরিফ সরকার। আহসান ইকবাল পাক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বিচার করে বিদ্যুৎ বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাত আটটার মধ্যে দেশের সব দোকান, ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষকে এলইডি লাইট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বছরে ১০০ কোটি ডলার বাঁচবে। এদিকে, সরকারের ওই সিদ্ধান্তে বেঁকে বসেছে দেশের ব্যবসায়ী সমিতিগুলি। গত জানুয়ারি মাসে এরকমই এক ঘোষণা করেছিল সরকার। সেইসময় দোকানবাজার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সন্ধে সাড়ে আটটা থেকে। বিয়েবাড়ি করার অনুমতি ছিল রাত ১০টা পর্যন্ত। অল পাকিস্তান আঞ্জুমান ই তাজিরান-এর প্রেসিডেন্ট আজমল বালোচ এক বিবৃতিতে বলেছেন, সরকার আগেও এই ধরনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আমরা রাত আটটর মধ্যে ব্যবসা বন্ধ করব না। এই প্রবল গরমে মানুষজন দিনের বেলা বের হতে চান না। ব্যবসার ক্ষেত্রে আদর্শ সময় হল সন্ধ্যে আটটা থেকে রাত এগারোটা। সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনীতিকে ডোবাবে।

আধুনিক সার্জারিতে ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার নিরাময় সম্ভব

ডক্টর নীলাঞ্জন মিত্র
MBBS (Hons)
MI (Gen Surgery
M.Ch (Urology)
FMAS
Consultant Urologist

বাহ্যিক চোট আঘাত কিংবা কোনো সংক্রমণের দরুন পুরুষদের মধ্যে ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এক্ষেত্রে মূলতঃ প্রস্রাবের সমস্যা দেখা যায়, যা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (সিকেডি) হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে চিন্তার কোনো কারণ নেই, সঠিক সময়ে সার্জারি করিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব।

ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার কি?

মানব দেহে ইউরিন বা প্রস্রাবের যে নালী থাকে তাকে ইউরেথ্রা বলা হয়। পুরুষদের এই প্রস্রাবনালী কোনো কারণবশত সরু হয়ে গেলে অথবা ক্ষত বা সঙ্কুচিত ফ্রাইবোসিস সৃষ্টি হলে প্রস্রাব সঠিক গতিতে বাইরে আসতে পারে না, এই অবস্থাকে চিকিৎসার পরিভাষায় ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার বলা হয়। এই সমস্যা বয়স্কদের তুলনায় কম বয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। **কারণ** ঃ কোনো আঘাত জনিত কারণ (দুর্ঘটনা)। যেকোনো প্রকার সংক্রমণ। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ (এস.টি.ডি)। কোনো অসুখের দরুন ক্যাথেটার ব্যবহার হলে। কিডনি স্টোন ইউরেথ্রা দিয়ে নির্গত হলে। জন্মগত ত্রুটি। প্রস্টেট ক্যানসার। **প্রকার** ঃ অসুখের প্রকার অনুযায়ী স্ট্রিকচার দুভাগে বিভক্ত। ১) অ্যান্টেরিয়র ২) প্রস্টেরিয়র। এছাড়া অসুখের স্থান অনুযায়ী এটি আবার ৫ ভাগে বিভক্ত ঃ ১) পেনাইল ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার ২) প্যাল ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার ৩) ব্লাডার নেক স্ট্রিকচার (অ্যাকসিডেন্টে কোমরের হাড় ভাঙলে) ৪) বালবার ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার ৫) নেভিকিউলার ফসা স্ট্রিকচার। **উপসর্গ** ঃ প্রস্রাব আটকে হওয়া। তলপেট ভার ও ব্যথা। জোর দিয়ে প্রস্রাব করতে হয়। অ্যাডভান্সড স্টেজে প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পেইন হয়। প্রস্রাব সুতোর মত সরু হওয়া। প্রস্রাবে সংক্রমণ। লাল রঙের প্রস্রাব। **রোগ নির্ণয়** ঃ ইউরোফ্লোমেন্ট্রি করে প্রস্রাবের গতিবেগ নির্ণয় করা হয়। অসুখের স্থান নির্ধারণের জন্য মূলতঃ অ্যাসেন্ডিং ইউরোগ্রাফি করা হয়। **চিকিৎসা** ঃ শর্ট সেগমেন্ট স্ট্রিকচারের ক্ষেত্রে মূলতঃ এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করা হয়। তবে এক্ষেত্রে রোগ ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। লং সেগমেন্ট স্ট্রিকচারের আদর্শ চিকিৎসা হল 'ইউরেথ্রোপ্লাস্টি' সার্জারি। এক্ষেত্রে মুখের থেকে চামড়া নিয়ে বাক্কাল মিউকোসা গ্রাফট করে সার্জারি সম্পন্ন করা হয়। এর সফলতা শতকরা ৯৫ শতাংশ। ফলে রোগ ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। স্ট্রিকচার নিরাময়ের জন্য নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এই ইউরোপ্লাস্টি সার্জারি হল উন্নতমানের চিকিৎসা পদ্ধতি। **সতর্কতা** ঃ প্রস্রাবের সময় লোকাল হাইজিন মেনে চলা। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যাতে না হয় তার জন্য সতর্কতা। যেকোনো দুর্ঘটনা হলে বিশেষ সতর্কতা। প্রস্রাবে কোনো সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ হেল্পলাইনঃ ৯৮৭৪১৯৫২০০।

'তাপপ্রবাহে একটি মৃত্যুও কাম্য নয়', কড়া নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ প্রচন্ড গরমে পুড়ছে গোটা দেশ। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গরমে মৃত্যুর খবরও আসছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আসরে নামার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য আধিকারিকদের স্পষ্ট জানিযে দিযেন, দেশের কোনও প্রান্তে তাপপ্রবাহে একটি মৃত্যুও কাম্য নয়। সে জন্য যা যা পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তা করা হবে। মনসুখ মাণ্ডব্য উচ্চপর্যাযে বৈঠক শেষে জানিয়েছেন, কেন্দ্রের তরফে পাঁচ সদস্যের একটি দল তৈরি করা হচ্ছে। এই দলে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক, আবহাওযা দপ্তরের এক প্রতিনিধিও থাকবেন। এই দলটি রাজ্যে রাজ্যে গিযে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাপপ্রবাহে মৃত্যু রুখতে কী কী করণীয়, তা নিযে একটি নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইসিএমআরকে। মাণ্ডব্য জানিয়েছেন, প্রাণহানি রুখতে সবস্তরে সবরকম পদক্ষেপ করা হবে। বস্তুত চলতি বছর দেশের বেশিরভাগ রাজ্যেই সময়ে চেয়ে দেরিতে ঢুকছে বর্ষা। যার জেরে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, বাংলা-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রবল তাপপ্রবাহ চলছে। এর মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশায় আগামী কয়েকদিনে তাপপ্রবাহ চলবে বলে খবর মিলেছে। এই রাজ্যগুলি থেকে ইতিমধ্যেই একাধিক মৃত্যুর খবর আসছে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্যমন্ত্রক উদ্বিগ্ন।

হিন্দু মেয়েকে নিয়ে পালাতে গিয়ে জনতার হাতে আটক দুই মুসলিম যুবক

আগরতলা, ২০ জুন ঃ হিন্দু মেয়েকে মিথ্যে ভালবাসার জালে ফাঁসিয়ে পালাতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছে দুই মুসলিম যুবক। লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁ।রি অর্ন্তগত ইটভাট্টা এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছা।য়েছে। পরবর্তী সময়ে ওই দুই যুবককে উত্তম মধ্যম দিয়ে বামুটিয়া পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, আজ রাজধানী আগরতলায় জয়নগরের বাসিন্দা আমান মিঞা(২২) বামুটিয়া নিবাসী এক নাবালিকাকে হিন্দু পরিচয় দিয়ে মিথ্যে ভালবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আজ ওই হিন্দু মেয়েকে নিয়ে পালানোর উদ্দেশ্যে টিআর ০১এটি৮৪১১ নম্বরের একটি বাইক নিয়ে বামুটিয়ায় এসেছিল আমান মিঞা ও তাঁর বন্ধু আবদুল আজিস। তাদের দেখে স্থানীয় মানুষের সন্দেহ হয়। তখন তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই লাভ জিহাদের মতো চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আসে। পরবর্তী সময়ে ওই দুই মুসলিম যুববকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বামুটিয়া পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে ধৃত আমান মিয়া জানিয়েছেন, বিগত এক বছর ধরে হিন্দু মেয়েদের মিথ্যে ভালবাসায় জড়িয়ে তাদের জীবন নষ্ট করেছে। আজকেও সেই উদ্দেশ্যে বামুটিয়ার এক হিন্দু মেয়েকে নিয়ে পালাতে গিয়ে স্থানীয় মানুষ তাদের আটক করেছেন।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সমর্থন জানালেন উদ্ধব, বিঁধলেন কেন্দ্রকেও

মুম্বই, ২০ জুন ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সমর্থনের কথা জানালেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। একইসঙ্গে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় সরকারকেও। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে সমর্থন করি, কিন্তু যারা এটা আনছে তাঁদের এটা ভাবা উচিত নয় যে এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই সমস্যা তৈরি করবে, বরং এটা হিন্দুদের জন্যও সমস্যা তৈরি করবে এবং অনেক প্রশ্ন উঠবে। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেছেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গরু জবাই নিষিদ্ধ করুন, কারণ গরু জবাই নিষিদ্ধ নয়। গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিকর নিজেই বলতেন, রাজ্যে গরুর অভাব হলে আমরা সেগুলি আমদানি করব। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আর এক বছরও বাকি নেই। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় আইন কমিশন নতুন করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার তৎপরতা শুরু করেছে, তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছে বিরোধীরা। কিন্তু, উদ্ধব ঠাকরে জানালেন, তিনি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে।

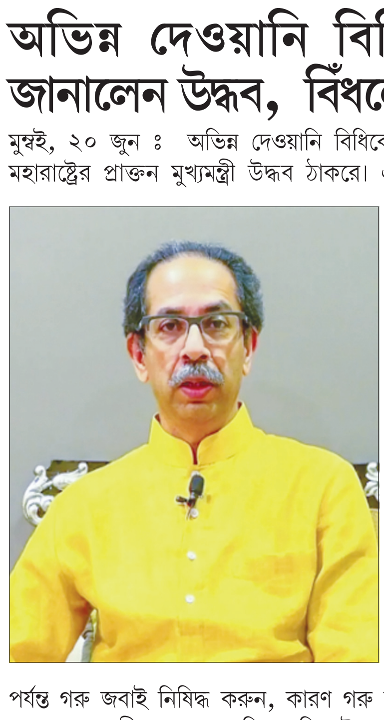

দায়িত্বশীল পানীয় প্রচারের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে ড্রিংক মোর ওয়াটার কর্মসূচি শুরু করল পেরনোডরিকার্ড ইন্ডিয়া

২০ জুন ঃ অ্যালকোহল পানের সময় জলপানের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতন তা বাড়াতে নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যা সংস্থার দায়িত্বশীল আতিথ্যের অঙ্গীকারকে আরো এককদম এগিয়ে নিয়ে যাবে। পেরনো ডরিকার্ড ইন্ডিয়া। ওয়াইন এবং স্পিরিট শিল্পে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি পেরনো ডরিকার্ড ইন্ডিয়া (পিআরআই), 'ড্রিঙ্ক মোর ওয়াটার' নামে তাদের নতুন কর্মসূচির সূচনা করলো। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল অ্যালকোহল সেবনকারী লোকেদের মধ্যে মদ খাওয়ার সময় বেশি করে পানীয় জলের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন তা বৃদ্ধি করা এবং তাদের এই আচরণের জন্য উৎসাহিত করা। প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, কোম্পানির লক্ষ্য হল তাদের মধ্যে 'আরও বেশি জল পান করার' জন্য আগ্রহ তৈরি করা একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী কলটুঅ্যাকশন একটি দায়িত্বশীল পানীযে সাথে 'আরও বেশি জলপান' করার জন্য তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা। এই প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হল অ্যালকোহল সেবনকারী লোকেদের মধ্যে মদ খাওযার সময পানীয জলের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের এই আচরণের জন্য উৎসাহিত করা। প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, কোম্পানির লক্ষ্য হল তাদের মধ্যে 'আরও বেশি জল পান করার' জন্য আগ্রহ তৈরি করা একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী কল টু অ্যাকশন একটি দায়িত্বশীল পানীযে সাথে 'আরও বেশি জলপান' করার জন্য তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা।

Name Change

I, BHARAT PRAMANIK is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- KALOBARAN PRAMANIK. Residing at Vill - Shibnagar, Post- Kunia, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742168, West Bengal. Shall henceforth be known as BHARAT CHANDRA PRAMANIK. That my name BHARAT CHANDRA PRAMANIK and BHARAT PRAMANIK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ESHA HOQUE is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- NUHU SEKH. Residing at Vill - Khosbaspur, Post- Khosbaspur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as MD ESAHAK SEKH. That my name MD ESAHAK SEKH and ESHA HOQUE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, BHUPAL MANDAL is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- CHEMRU MANDAL. Residing at Vill - South Krishna pally, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Shall henceforth be known as BHUPAL CHANDRA MANDAL. That my name BHUPAL CHANDRA MANDAL and BHUPAL MANDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SUZIANNA RODRIQUEZ (old name) F/N SHANE MICHAEL RODRIQUEZ, residing at Room No-18, Block-B, 20 Bow Street, VTC, Bowbazar, Kolkata-700012 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUZANNA CHARMAINE RODRIQUEZ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/06/2023. SUZIANNA RODRIQUEZ and SUZANNA CHARMAINE RODRIQUEZ both are same and one identical person.

Name Change

I BELA ALIAS BELA ADHIKARY W/O ASHIM KUMAR ADHIKARI R/O 91/9A BOSE PUKUR ROAD, KASBA, KOLKATA - 700042 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BELA ADHIKARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2023.

Name Change

I, RAJVEJ BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport No- X0978834, W/o- TAZIMADDIN SK. Residing at Vill - Bhabanandapur, Post- Sehalia, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Shall henceforth be known as LAHIMAN BIBI. That my name LAHIMAN BIBI and RAJVEJ BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NEK MOHAMMAD and NEK MOHAMMAD SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate and my Son's Passport, S/o- SHUKURULLA SEKH. Residing at Vill - Sundipur, Post- Sundipur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Shall henceforth be known as NEK MAHAMMED SK. That my name NEK MAHAMMED SK and NEK MOHAMMAD and NEK MOHAMMAD SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KALA CHANDRA DAS (old name) S/O - PRABHAT CHANDRA DAS, residing at 21, LAHA BAGAN, PANIHATI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700114 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KALA CHAND DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/06/2023. KALA CHANDRA DAS and KALA CHAND DAS both are same and one identical person.

Name Change

I ASHIM ADHIKARY ALIAS ASHIM KUMAR ADHIKARY S/O ANIL ADHIKARI R/O 2ND FLOOR,FLAT-B1,91/9A BOSE PUKUR ROAD,KASBA, KOLKATA -700042 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIM KUMAR ADHIKARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2023.

Name Change

I, NILUFA BIBI (old name) W/O ANWAR HOSSAIN SHAPUI residing Ashuti 2 Kalagachiya Molla Para, PO- Thakurpukur, PS-Maheshtala, Dist-24 Pgs. (S)-700063 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NILUFA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/06/2023. NILUFA BIBI and NILUFA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD MAHABUBAR RAHAMAN GAZI(old name) S/O RAFIKUL ISLAM GAZI, Bermajur, PO- Bermajur, North 24 Pgs-743442 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MAHBUBUR RAHMAN GAZI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/06/2023. MOHAMMAD MAHABUBAR RAHAMAN GAZI and MD MAHBUBUR RAHMAN GAZI both are same and one identical person.

Name Change

I, KANAI LAL DAS ADHIKARI (old name) S/O AMULYA DAS ADHIKARI residing at Shelya, Narayanbarh, Sabang, Paschim Medinipur-721144 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KANAI DAS ADHIKARI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/06/2023. KANAI LAL DAS ADHIKARI and KANAI DAS ADHIKARI both are same and one identical person.

লরির ধাক্কায় রথের চাকা ভেঙে উত্তেজনা দাসপুরে

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২০ জুন ঃ মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে রথযাত্রা। তার মধ্যেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। বহু পুরনো বড় রথ সাজিয়ে রাস্তা নামানো হয়েছিল। কিন্তু সেই রথেই ধাক্কা দিল একটি বেপরোয়া ট্রাক। যার জেরে রথের চাকা ভেঙে গেল। দাসপুরের হরিরামপুর গ্রামে এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। তারপর তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বাসিন্দাদের দাবি, রথ মেরামত করে দিতে হবে ওই ট্রাক মালিককে। পুলিশের হস্তক্ষেপে তিন ঘণ্টা পথ অবরোধের পর তা উঠল। তবে রথ যদি আগের অবস্থায় না ফেরে তাহলে আবার অবরোধ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি তাঁদের। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, এই রথটি শতাব্দী প্রাচীন। প্রত্যেক বছর রথের সময় তা বের করা হয়। আবার এলাকায় ঘুরিয়ে তা তুলে দেওয়া হয়। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এই রথটি সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। যাতে গ্রামের মানুষ রথের দড়ি টেনে উৎসব পালন করতে পারে। এই রথ সাজিয়ে তোলার পর দাসপুর-মেদিনীপুর রাজ্য সড়কের উপর রাখা হয়েছিল। তাতেই পাঁশকুড়াগামী একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। তার জেরে রথের চাকা ভেঙে যায়। এই ঘটনার পরই রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন হরিরামপুরের বাসিন্দারা। পুলিশ সেখানে এসেও অবরোধ তুলতে পারেনি। পরে গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেওয়ায় তা উঠে যায়। রথের সঙ্গে সবারই একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। সেখানে রথের চাকা ভেঙে দেওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। এমনকী এখানের রথ কমিটি রাজ্য সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাতে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় এলাকায়। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। বিক্ষোভকারীরা দাবি তোলেন, যে ট্রাকটি রথকে ধাক্কা দিয়ে চাকা ভেঙেছে তার চালক ও মালিককে রথ মেরামত করে দিতে হবে। না হলে অবরোধ তোলা হবে না। পুলিশ ওই ট্রাকটিকে চালক-সহ আটক করেছে। মালিককে থানায় ডাকা হয়েছে থানায়। রথ মেরামতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে খবর। এই ঘটনার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোটা গ্রাম। গ্রামের রথ কমিটির সম্পাদক রাজকুমার বেরা বলেন, এটা গ্রামের মানুষের একটা আবেগের বিষয়। সেখানে রথের চাকা ভেঙে দেওয়া কেউ মেনে নিতে পারছেন না। মেরামত না করলে রথ টানা যাবে না। তাই সেই দাবিতে পথ অবরোধ করা হয়েছিল। ঘাটালের এসডিপিও অগ্নিশ্বর চৌধুরী, ওসি অমিত মুখোপাধ্যায় রথ মেরামতির আশ্বাস দেওয়ায় পথ অবরোধ উঠে গিয়েছে।

বিজেপি প্রার্থীর দুয়ারে সাদা থান

‘স্বামীর ভাল চাইলে সরে দাঁড়া’

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২০ জুন ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরও এক ধাপ এগিয়ে কার্যত প্রাণনাশের হুমকি। মঙ্গলবার ভোরে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ১ নম্বর ব্লকে বাড়ির দরজায় সাদা থান রেখে বিজেপি প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হল। কাঁথি ১ নম্বর ব্লক এলাকার সাবাজপুট গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৬ বুথের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী নীলিমা দত্তর বাড়িতে রাতে কে বা কারা সাদা শাড়ি, ফুলের মালা, মিষ্টি এবং সঙ্গে একটি সাদা চিরকুট ফেলে রেখে আসা হয়। তাতে লেখা রয়েছে ‘স্বামীর ভাল চাইলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়া।’ নীলিমা জানাচ্ছেন, সোমবার রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় কিছু ছিল না বাড়ির বাইরে। ভোর রাতে ৪টের দিকে প্রাতঃভ্রমণে বেরনোর সময়ে নীলিমার শ্বশুর প্রথম ওই সব পড়ে থাকতে দেখতে পান। এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। বেলা বাড়তেই সকাল থেকে একে একে বাড়িতে আসতে থাকেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। দলীয় কর্মীরা জানাচ্ছেন, একটি ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করার জন্যই এই ঘটনা ঘটাচ্ছে কেউ বা কারা। প্রার্থী নীলিমা দত্তের পরিবারের লোকজন তবে তাঁদের অবস্থানে অনড়। তাঁদের বক্তব্য, ভয় দেখিয়ে তাঁদের আটকানো যাবে না। পরিবারের এক সদস্য বলেন, আমরা যথারীতি ভোটে লড়াই করবই। এই ঘটনা আরও জেদ বাড়িয়ে দিল আমাদের। কাঁথি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গণেশ মহাকুড় বলেন, আমি আশ্বস্ত করছি, এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কোনওভাবেই জড়িত নয়। এখন তো নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি জারি রয়েছে, তাই আমাদের কর্মীরা কারোর গায়ে চড়ও মারছেন না।

মেয়ে প্রার্থী হওয়ায় বাবাকে মার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুন ঃ মেয়ে বিরোধী দলের প্রার্থী হওয়ায় রাতের অন্ধকারে বাবাকে মারধর, হুমকির অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। থানার দ্বারস্থ ভীত সন্ত্রস্ত পরিবার। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর ১৯ নম্বর বুথ এলাকার। অভিযোগকারী সাধন রাজবংশী মঙ্গলবার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলেন, আমার মেয়ে পায়েল রাজবংশী এলাকা থেকে পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএম দলের প্রার্থী হয়েছে। সেই থেকেই এলাকার তৃণমূলের লোকজন দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের নানা ভাবে হুমকি দিয়ে আসছিলো। সোমবার গভীর রাতে আমাকে আমার বাড়ির সামনে দোকান থেকে প্রথমে ডেকে বাইরে আসতে বলে, এরপর আমি দোকান থেকে বাইরে এলে আমাকে মারধর করে এবং গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আমার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে তখন ওরা পালিয়ে যায়। যাবার আগে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে, মেয়ে যদি মনোনয়ন পত্র তুলে না নেয় তাহলে বিপদ আছে। অপরদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিএম দলের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য্য বলেন, গণতন্ত্রের ওপর আস্থা নেই তৃণমূল দলের তাই ওরা এমন করছে। অপরদিকে তৃণমূল জেলা কমিটির সদস্য নিতাই কর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ, আমরা তিন দিন বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আজ এমন অভিযোগ করে ওরা সংবাদ শিরোনামে আসতে চাইছে, জলপাইগুড়ির সব কয়টি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবে।

মানিকচকে যুবককে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুন ঃ মানিকচকে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায়। মালদা জেলার মানিকচক থানার মথুরাপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ধনরাজ গ্রাম এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত যুবকের নাম ভগবত মহালদার। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে মৃত যুবক ভগবত মহালদারের বোন ভগবতী মাহালদারের বিয়ে হয় গ্রামেরই এক পার্শ্ববর্তী যুবকের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়ির লোকেরা প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালাতো বোনের ওপর বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে মথুরাপুর থেকে ধনরাজগ্রামে নিজের বাড়ি আসার সময় ভগবত মহালদারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তার বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তারই প্রতিবাদ করেন ভগবত, সেই সময় তার বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা তার ওপর চড়াও হয়ে তাকে বেধড়কভাবে মারধর করে। যার ফলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ভগবত মহালদারের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মানিকচক থানার পুলিশ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাতির হানায় প্রাণ হারালেন বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুন ঃ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হাতির হানায় প্রাণ হারালেন ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত দয়ারাম জোত এলাকায় মা সন্তোষী মাতা মন্দিরের পেছনে। মৃতের নাম কৃষ্ণ বাহাদুর ছেত্রী। তিনি সিকিমের বিদ্যুৎ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এবং টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চলের কর্মীরা। দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ।

লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম ইসকনের রথযাত্রা উৎসবে

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ২০ জুন ঃ মায়াপুর ইসকন পরিচালিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে জনজোয়ারে ভাসল মায়াপুর। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ভগবান জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরামের সুসজ্জিত তিনটি রথ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছয় ইসকন মায়াপুর মন্দির প্রাঙ্গনে অস্থায়ী গুন্ডিচায়। সেখানেই জগন্নাথ দেব ভগিনী সুভদ্রা ও জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে নিয়ে থাকবেন সাত দিন। এক সপ্তাহ কাটিয়ে পুনরায় ফিরে যাবেন মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে। বিগত ২০২০-২১ সালে করোনা আবহে মায়াপুর ইসকন পরিচারিত রথযাত্রা উৎসব ক্রমশ বর্ণহীন হয়ে পড়েছিল। ২০২২ সালে সেই আবহ কাটিয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছিল মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রথযাত্রা উৎসব। গত বছরের মত এবছরও মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভক্তদের সমাগম ঘটতে থাকে মন্দির নগরী মায়াপুর রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির এলাকায়। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে জনজোয়ারে ভাসল মায়াপুর। সার্বিক সুরক্ষার দিকে নজর রাখতে সতর্ক ছিল স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। মায়াপুর ইসকন মন্দির পরিচালিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেশ-বিদেশ থেকে আগত লক্ষাধিক দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে। সন্ধ্যায় রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ভগবান জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরামের সুসজ্জিত তিনটি রথ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছয় ইসকন মায়াপুর মন্দির প্রাঙ্গনে। জগন্নাথ দেবের রথের রশি স্পর্শ ও দর্শন করতে এদিন বিশেষ উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় উপস্থিত

দর্শনার্থীদের মধ্যে। ভক্তদের সার্বিক সুরক্ষার দিকে নজর রাখতে সদা সতর্ক ছিল স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি মায়াপুর ইসকন মন্দিরের নিজস্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন সন্ধ্যায় রাজাপুর থেকে জগন্নাথ দেব সহ তিনটি রথ ইসকনের প্রবেশ করার আগেই পুলিশ ও ইসকনের নিজস্ব সুরক্ষা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণ সহ গোটা এলাকাকে। এছাড়াও দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় ইসকন কর্তৃপক্ষের তরফে। রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে এই দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নদীয়া জেলাশাসক শশাঙ্ক শেট্টি, কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার ঈশানি পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

ভোটের আগে রণক্ষেত্র ইংরেজবাজার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুন ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রণক্ষেত্রে চেহারা নিল মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের সাতটারি এলাকা। নির্দল প্রার্থী এবং তৃণমূল প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। ঘটনায় আহত উভয় পক্ষের চারজন। সোমবার গভীর রাত্রে এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই এলাকা থমথমে রয়েছে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় নির্দল প্রার্থী হাতেমতাই মিয়া, নৌজাহান মিয়া এবং কাসরুল মৌমিন আহত হন। অন্যদিকে তৃণমূলের এক কর্মী আজাহারুদ্দিন মৌমিন আহত হয়েছেন। যদিও খবর পেয়ে গভীর রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায় সোমবার রাত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থী আলাদা আলাদা ভাবে। ঠিক সেই সময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই বিষয়ে মঙ্গলবার ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএম প্রার্থী ঔরঙ্গজেব হোসেন জানান, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। ওরা ভয় পেয়েছে তাই আমাদের প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে, আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে এই বিষয়ে নির্দল প্রার্থী মোকবেল মিয়া জানান, বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এত দুর্নীতি হয়েছে মানুষ তাদের পক্ষে নেই। তাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। দুর্নীতিগ্রস্তদের টিকিট দেওয়া হয়েছে। গতকাল রাত্রে আমরা প্রচার করছিলাম ঠিক সেই সময় আমাদের উপর হামলা চালায় শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: : IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার গহনার নীলাম সম্পর্কিত জনসাধারণের নোটিশ

সাধারণ জনসাধারণকে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে দেনাদারের দ্বারা নিয়মিত নয় এমন গোল্ড লোন, GL9945948, GL12255001, GL12302438, [illegible] GL13126232, GL13446490, GL13552788, GL13753756, GL13934793, GL13996577, GL14082712, GL14352540, GL14522545, [illegible] GL14891278, GL14921128, GL14939282, GL14943225, GL14968004, GL14975754, GL15010460, GL15017131, GL15020264, [illegible] GL15207735, GL15207735, GL15242058, GL15249319, GL15255583, GL15256069, GL15264717, GL15333335, GL15381225, [illegible] GL15514281, GL15538537, GL15541131, GL15546090, GL15557635, GL15563615, GL15567732, GL15572758, GL15574341, [illegible] GL15689704, GL15708157, GL15708704, GL15713148, GL15717985, GL15725409, GL15738144, GL15738687, GL15764608, [illegible] GL15851406, GL15864815, GL15881330, GL15893886, GL15904192, GL15916820, GL15922493, GL15925550, GL15933017, [illegible] GL16086439, GL16099357, GL16099493, GL16122084, GL16129490, GL16134420, GL16140281, GL16146966, GL16159566, [illegible] GL16256918, GL16267677, GL16275708, GL16276411, GL16306171, GL16326174, GL16331676, GL16332386, GL16344165, [illegible] GL16398256, GL16402475, GL16404969, GL16410349, GL16420246, GL16426234, GL16427529, GL16439761, GL16448703, [illegible] GL16491205, GL16497324, GL16502702, GL16525370, GL16544999, GL16553716, GL16557499, GL16558160, GL16566253, [illegible] GL16605179, GL16620306, GL16620741, GL16630698, GL16641416, GL16646095, GL16648808, GL16658286, GL16690065, [illegible] GL16748610, GL16750753, GL16755216, GL16755284, GL16759091, GL16759266, GL16763163, GL16763410, GL16771777, [illegible] GL16797909, GL16799632, GL16806805, GL16813972, GL16814355, GL16814674, GL16815872, GL16825267, GL16833287, [illegible] GL16880284, GL16883318, GL16883790, GL16885246, GL16886467, GL16890762, GL16891017, GL16892642, GL16892907, [illegible] GL16942524, GL16952324, GL16964988, GL16973684, GL16974965, GL16980939, GL16985013, GL16988005, GL16993151, [illegible] GL17092639, GL17106516, GL17111899, GL17114897, GL17116101, GL17118946, GL17130809, GL17132837, GL17142155, [illegible] GL23595913, GL23600658, GL23607144, GL23616466, GL23627152, GL23627533, GL23641640, GL23648484, GL23649139, GL23650589, GL23664056, GL23700796, GL23743847, GL23757342, GL23757691, GL23854062, GL24207860, GL24257214, GL24324889, GL24356663, GL24377804, GL24433811, GL24469355, GL24741371, GL24855896, GL24856644, GL24991065, GL25253833, GL25258492, GL25329326, GL25335226, GL25385733, GL25395647, GL25448633, GL25449200, GL25466822, GL25466854, GL25512107, GL25527617, GL25537481, GL25547635, GL25554551, GL25560132, GL25655341, GL25851355, GL25870147, GL25916089, GL25996536, GL26056527, GL26122281, GL26303283, GL26307735, GL26880279, GL26893889, GL28028620, GL28049492.

আমরা 24-06-2023বা তার পরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সোনার গহনাগুলির সকাল 10 টায় নিলাম পরিচালনা করছি সংশ্লিষ্ট উপজেলা / কেন্দ্র যেখানে এ জাতীয় ঋণ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ধরণের তালুকা এবং কেন্দ্রগুলির ঠিকানা আমাদের ওয়েবসাইট www.iifl.com এ যথাযথভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। পরিশোধে অক্ষম সমস্ত দেনাদারদের যথাযথভাবে নীলামের বিষয়ে এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়ে গেছে। দেনাদারদের অক্ষমতা বিস্তারিতভাবে বন্ধকী সোনার গহনা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত নিজ-নিজ তালুকা এবং কেন্দ্রগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে। নীলামের পদ্ধতি নিজ-নিজ শাখায় প্রদর্শন করানো হয়েছে। কিন্তু যেকোনও ক্ষেত্রে এখানে উল্লেখিত নীলামের দিন পর্যন্ত অনাদায়ী দেনাদারদের সম্পূর্ণ বাকী টাকা ফেরত দেওয়ার একটা পছন্দ আছে, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রযোজ্য খরচ এবং তাদের লোন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার, এই নোটিশ জারী হওয়ার পরেও। যদিও, অনাদায়ী লোনগুলি যেগুলি বন্ধ হবে অথবা এই ঘোষণা প্রকাশের পরেও যা হল 21-06-2023-য়, তাদের এই ঘোষণার খরচ যথানুপাতে বহন করতে হবে।

বিডারদের (যারা নীলামে দর হাঁকে) 23-06-2023 -য় সোনার গহনা পরীক্ষা করার জন্যে এবং তাদের প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সোনা নীলাম করা হবে "AS IS WHAT IS"-এর ভিত্তিতে। কোম্পানীর দ্বারা প্রবর্তিত প্রযোজ্য শর্তাবলী এবং পদ্ধতি অনুসারে নীলাম পরিচালিত হবে। যদি নীলাম অনাদায়ী অ্যাকাউন্টস্ নীলামের দিন সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে বন্ধকী সোনার গহনা নীলাম করা হবে পরের দিনগুলিতে কোনও নোটিশ ছাড়া। নীলামের জন্যে শর্তাবলী কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছাধারায় করা হবে। দরের জন্যে নীলামে অংশগ্রহণ এবং সমর্থন, কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছার ওপরে হবে।

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড কোনও অ্যাকাউন্টস্ নীলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব আছে কোনও খবর দেওয়ার পূর্বে এবং বাতিল করার অধিকার*আগে থেকে না জানিয়ে নীলামের তারিখ পরিবর্তন করতে পারে।

তারিখ: 21-06-2023
অন্য কিছু বিস্তারিত জানার জন্যে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
IIFL FINANCE LTD., No.1, Shakesphere Sarani, 8th Floor, AC Market, Kolkata 700071, West Bengal • Contact: 90071 05223 / 74396 78189

অথরাইজড্ অফিসার
(আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড)

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতে অভিনব পদক্ষেপ সুনীল ছেত্রীদের

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ আইপিএল জিতলে মেলে বেশ কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু সেই প্রাইজমানি কি জনস্বার্থে দেওয়া হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর হবে, না। কোনও ক্রিকেটার কি সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা কবলিত মানুষ জনের পাশে দাঁড়িয়েছেন? উত্তর হবে, না। ক্রিকেট প্রাচুর্যে ভরপুর হলেও এমন কিছু ঘটেনি। ঠিক সেখানেই ক্রিকেটকে অন্তত ৪-০ হারাল ভারতীয় ফুটবল। সুনীল ছেত্রীর টিম ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে। এই ইতিহাস নিশ্চিত ভাবেই আরও বেশি ছাপ রেখে গেল ভারতীয় সমাজে, মননে। মাঠের বাইরেও সুনীল ছেত্রী এবং তাঁর টিম এমন কিছু করে দেখালেন, যে কারণে তাঁদের চিরকাল মনে রেখে দেবে অনেকে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জেতার পর উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে ভারতীয় টিম। সুনীল ছেত্রী তাঁর কেরিয়ারের একেবারে শেষ দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাতেও তাঁর ক্যারিশমা কম নেই। ফাইনালে লেবাননের বিরুদ্ধে গোল করেছেন। ভারত জিতেছে ২-০। ভারতীয় ফুটবল যে অনেকটা এগোতে শুরু করেছে, সন্দেহ নেই। তার মধ্যেই এক অভিনব পদক্ষেপ নিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জেতার পর ওড়িশা সরকার ১ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে সুনীল ছেত্রীদের জন্য। নিয়ম অনুযায়ী, এই অর্থ টিমের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার কথা। তাইই হবে। সেই সঙ্গে বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশেও দাঁড়ালেন সুনীলরা। করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় ৩০০র কাছাকাছি মানুষ মারা গিয়েছেন। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ৭০০। ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ২০ লক্ষ টাকা দিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা। যা বেস অবাক করার মতো ঘটনা। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে এক টুইটে বলা হয়েছে, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জেতার জন্য ওড়িশা সরকার ভারতীয় টিমকে ১ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার দিয়েছে। ভারতীয় টিমের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। সুনীলদের এই উদ্যোগকে সুধাবাদ জানিয়েছে ভারতীয় খেলার দুনিয়া। তার পরই চিরকালীন সেই বিবাদ ফিরে এসেছে, অন্য খেলার তরফেও কি এমন উদ্যোগ দেখানো উচিত ছিল না?

শেষ মুহূর্তে নানা অজুহাত

বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশে দেরি পাক বোর্ডকে তুলোধনা

মুম্বই, ২০ জুনঃ ক্রিকেট বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র চার মাসের মতো। এখনও অবধি বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করতে পারেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। সাধারণত এক বছর আগেই সূচি প্রকাশ হয়ে যায়। এ বার ক্রমশ দেরি হওয়ায় অস্বস্তি বাড়ছে। এর জন্য কি আইসিসি দায়ী? আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা খসড়া সূচি পাঠানোর পর অংশগ্রহণকারী দেশের ক্রিকেট বোর্ড সেটা দেখে। এ বারও তাই হয়েছে। যদিও শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একের পর এক অজুহাত। যার জেরে বেজায় ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এশিয়া কাপ নিয়ে ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আগেই পরিস্কার করে দিয়েছিল, পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় দল। এরপরই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড হুঁশিয়ারি দেয়, তারাও ভারতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে দল পাঠাবে না। তবে আইসিসির টুর্নামেন্ট হওয়ায় সেই হুঁশিয়ারি যে শুধুমাত্র ফাঁকা আওয়াজ ছিল, বলাই যায়। এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হলেও ভারত সব ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কায়। বিশ্বকাপ নিয়ে ভারতীয় বোর্ডকে বিব্রত করতেই সূচি নিয়ে নানা অজুহাত দিয়ে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশে দেরি হওয়ার জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকেই দায়ী করছেন বিসিসিআই কর্তা। বোর্ড সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে সূচি প্রকাশ হতে পারে। আইসিসি গত সপ্তাহেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও বিসিসিআইকে খসড়া সূচি পাঠিয়ে দিয়েছে। মতামত জানতে চেয়েছিল আইসিসি। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড কোনও কিছুতেই যেন খুশি নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলছেন, ''পিসিবি নিজেদের মত দিতেই পারে। তবে বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশে দেরির জন্য পাকিস্তান বোর্ডই দায়ী। ওরা আমেদাবাদে খেলতে রাজি হচ্ছিল না। এ বার চেন্নাইয়ে খেলা নিয়ে প্রস্তুত নয়। সারাক্ষণই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।'' চেন্নাইতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে পাকিস্তানের। তাদের দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবেই স্পিন সহায়ক চেন্নাইয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা রাখা হয়েছে। আফগানিস্তানের স্পিন আক্রমণে ভীত পাকিস্তান।

চার বছরে প্রথম, র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চাশের নীচে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে জয় ভেনাসের

বার্মিংহাম, ২০ জুনঃ একটা সময়ে টেনিস বিশ্বকে শাসন করেছেন উইলিয়ামস বোনেরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্বও গিয়েছে। ২৩টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী সেরেনা টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন গতবছর। ৪৩ বছরের ভেনাস এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। গত চারবছর ধরে ৫০-র নীচে থাকা কোনও টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে জয় পাননি। হাঁটুর চোট ভোগাচ্ছে তাঁকে। মঙ্গলবার অবশেষে ৫০-র নীচের র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে জয় পেলেন তিনি। বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিএ ইভেন্টে জিতলেন ক্যামিলা জর্জির বিরুদ্ধে। তাঁর বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ৪৮। হাঁটুর চোট নিয়ে ঘণ্টা তিনেকের লড়াই। ভেনাস জিতলেন ৭-৬ (৭-৫), ৪-৬, ৭-৬ (৮-৬) ব্যবধানে। জানুয়ারি মাসের পর ভেনাসের প্রথম টুর্নামেন্ট এটি। প্রথম সেট টাইব্রেকে জেকার পর দ্বিতীয় সেটে হেরে যান। টানা তিন ঘণ্টার লড়াইয়ে ফাইনাল সেট টাইব্রেকে জিতে উল্লাসে ফেটে পড়েন ভেনাস। বয়স, চোট বেগ দিলেও দীর্ঘ বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে কোর্টে। জয়ের পর ভেনাস বলেছেন, ''এই জয় ভীষণ মধুর। কারণ এই ট্যুর থেকে অনেকদিন দূরে ছিলাম। গত কয়েকবছর ধরে প্রায় ম্যাচ খেলিনি বললেই চলে। তাই ভীষণ চ্যালেঞ্জিং ছিল। কোর্টে নামলে প্রচুর স্মৃতি ভিড় করে। আমাকে অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয়।'' প্রসঙ্গত, হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় খেলতে গিয়ে একবার পড়ে যান ভেনাস। সকলকে অবাক করে দিয়ে প্রতিপক্ষ ক্যামিলা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন। মুহূর্তের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তিনি আরও বলেন, ''টেনিস একটা দারুণ বিষয়। এটা ইমোশন। প্রচুর মানুষ রয়েছেন যাঁরা আমাকে এভাবেই দেখতে চান। সেটা মাথায় রেখে চলতে হবে। এই ম্যাচে প্রচুর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছি। আমার মনে হয় সেটাই আমাকে আবেগী করে তুলেছে।'' ভেনাসের পরবর্তী প্রতিপক্ষ কে হবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। চেক রিপাবলিকের লিন্ডা নোসকোভা বা দ্বিতীয় বাছাই লাটভিয়ার জেলেনা ওস্তাপেঙ্কোর মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে খেলবেন পরের রাউন্ডে।

আইপিএলে দর বেশি, তাই অলরাউন্ডার হতে চায় মহাতারকার দুই ছেলে!

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ গত শতাব্দীর সাত-আটের দশক ছিল বোলারদের রাজত্ব। মাইকেল হোল্ডিং, ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নারদের মতো একের পর এক ক্যারিবিয়ান বোলারের উত্থান দেখে ক্রিকেট দুনিয়া। নয়ের দশক আবার ছিল ব্যাটারদের। সচিন তেন্ডুলকর থেকে শুরু করে ব্রায়ান লারারা দাপিয়েছেন বাইশ গজ। এখন সেটাই পাল্টে গিয়ে অলরাউন্ডারদের যুগ। রবীন্দ্র জাডেজা, হার্দিক পান্ডিয়া, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্যাম কারানরা দাপাচ্ছেন মাঠ। আসলে অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে আইপিএল। ব্যাট ও বল- দুই ভূমিকায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের কার্যকর ভূমিকা ম্যাচে বেশি। কোনও একটাতে ফ্লপ করলে অন্যটায় সফল হন তাঁরা। না হলেও গড়পড়তা পারফরম্যান্স ঠিক দিয়ে যান। এই তালিকায় মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো ক্রিকেটারকেও রাখতে হবে। যিনি কিপার, ব্যাটার এবং নেতা। এমন অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব আরও বাড়বে সাদা বলের ক্রিকেটে, আরও ভালো করে বললে টি-টোয়েন্টিতে। আগামী প্রজন্ম যে কারণে অলরাউন্ডারই হতে চায়। আর কেউ নন, ভারতীয় টিমের এক প্রাক্তন তারকার দুই ছেলে অলরাউন্ডার হওয়ার স্বপ্নই দেখছেন। বাবাও তাঁর ছেলেদের অলরাউন্ডার হওয়ার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। কেন? আইপিএলের কারণেই। কে এই তারকা? এই শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় টিমের সাফল্যের পিছনে ছিলেন চার-পাঁচজন ক্রিকেটার। তাঁদের একজন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। ওপেনার হিসেবে যিনি একের পর এক রেকর্ড করে গিয়েছেন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে টেস্টে যাঁর ট্রিপল সেঞ্চুরিও রয়েছে। সেই বীরুর দুই ছেলে স্বপ্ন দেখছেন অলরাউন্ডার হওয়ার। শেহওয়াগ নিজেই শুনিয়েছেন সেই গল্প। বড় ছেলে আর্যবীরের বয়স ১৫ বছর। ছোট ছেলে বেদান্তের বয়স ১২। এই দু'জনই স্পিনার অলরাউন্ডার। শেহওয়াগ বলেছেন, ''আমার বড় ছেলে আর্যবীর ওপেনিং ব্যাটার। সেই সঙ্গে লেগস্পিন করে। ছোট ছেলে বেদান্ত অফস্পিন করার পাশাপাশি ব্যাটিংও করে। দু'জনেই চায় অলরাউন্ডার হতে। কারণ, আইপিএলে অলরাউন্ডারদের দরই সবচেয়ে বেশি।'' বীরু ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যাটার হিসেবে ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। সব ধরনের ক্রিকেটে অত্যন্ত সফল ছিলেন তিনি। সেই তিনি চান না, তাঁর দুই ছেলের জন্য তদ্বির করতে। তাঁর কথায়, ''আমি আমার দুই ছেলেকে পরিস্কার বলে দিয়েছি, এমন পরিস্থিতি যেন না আসে যে, ওদের খেলানোর জন্য আমাকে তদ্বির করতে হয়। তোমরা এমন খেলো, লোকে যেন বলে শেহওয়াগের দুই ছেলে দারুণ খেলে।''

১২৩১৫৫৭০০০০ টাকা!

মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামির চুক্তির পরিমাণ কি এতেই সীমাবদ্ধ?

নিউ ইয়র্ক, ২০ জুনঃ ঠিক কত টাকার বিনিময়ে ইন্টার মায়ামিতে সই করছেন লিওনেল মেসি? বিশ্ব ফুটবলে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এটাই। বার্সেলোনা থেকে প্যারিস সাঁজাতে যোগ দিয়েছিলেন। দুটো মরসুম ওই ক্লাবে খেললেও প্যারিস যে মেসি কেরিয়ারের শেষ ঠিকানা হবে না, তা অনেকেই জানতেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, বার্সায় ফিরবেন? নাকি, নতুন কোনও ক্লাব বেছে নেবেন? ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতোই সৌদি আরবের ফুটবলে পা দেবেন? অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে সই করতে চলেছে বিশ্বকাপ জেতা ফুটবলার। মেজর লিগ সকারে মেসির অভিষেক ম্যাচ ঘিরে এখন থেকেই তুমুল উন্মাদনা।ইন্টার মায়ামির সঙ্গে যে চুক্তি হতে চলেছে মেসির, তাতে অনেক কিছু থাকছে। মাস মাইনের পাশাপাশি বোনাস, ক্লাবের শেয়ারও যোগ হবে। ২০২৪-২৫ মরসুমের পাশাপাশি ২০২৫-২৬ মরসুম পর্যন্ত গড়াতে পারে এই চুক্তি। প্রাথমিক চুক্তিতে অ্যাডিডাস, অ্যাপেল, ফ্যানাটিকসের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কের গভীরতা বোঝা যাবে না। তার পুরোটাই থাকবে আলাদা। মোটামুটি সব যদি ধরা হয়, ১৫০ মিলিয়ন ডলার হতে পারে মেসির চুক্তির আর্থিক পরিমাণ। ভারতীয় অর্থে ধরলে ১২৩১৫৫৭০০০০ টাকা হতে পারে মোট চুক্তির পরিমাণ! এছাড়াও থাকছে আরও কিছু!

পাক ক্রিকেটে রাজনৈতিক বিবাদ, চেয়ারম্যানের দৌড় থেকে সরলেন নজম শেঠি!

লাহোর, ২০ জুনঃ রামিজ রাজার পর নজম শেঠি। বারবার রাজনৈতিক ডামাডোলের শিকার হচ্ছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানরা। ইমরান খান গদিচ্যুত হওয়ার পর তাঁর প্রিয়পাত্র রামিজ রাজাকে বাইরের পথ দেখানো হয়েছিল। ফের একবার রাজনৈতিক কারণে সরে দাঁড়ালেন নজম শেঠি। গত ডিসেম্বর মাস থেকে পিসিবির একটি অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রধান ছিলেন নজম শেঠি। সেই কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২১ জুন। অনুমান করা হচ্ছিল, মেয়াদ শেষেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান পদে বহাল থাকবেন শেঠি। পরে নিয়ম মেনে বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে তাঁকেই নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু আগেভাগেই পিসিবি চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। এশিয়া কাপ নিয়ে সমস্যার সমাধান হয়েছে সম্প্রতি। ভারত আদৌ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে আসবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। এসবের মধ্যেই পাক ক্রিকেট বোর্ডকে বিদায় জানালেন নজম শেঠি। টুইট করে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওরকম রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যে থাকতে চান না বলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। নজম শেঠির টুইট বক্তব্য তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'সবাইকে সালাম। আসিফ জারদারি ও শেহবাজ শেরিফের মধ্যে বিবাদের অংশ হতে চাই না। এমন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা পিসিবির জন্য ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে আমি পিসিবির চেয়ারম্যান পদের দৌড় থেকে সরে দাঁড়ালাম। সকল স্টেকহোল্ডারদের শুভকামনা জানাই।' ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পিসিবির অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন শেঠি। পাক বোর্ডের গভর্নিং বডি 'বিওজি' তাঁকে নিযুক্ত করেছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তানের ফেডেরাল মন্ত্রী এহসান মাজারি বলেন, ''নজম শেঠিকে শুধুমাত্র চার মাসের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যতদিন না চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন হচ্ছে।'' এর পাশাপাশি ওই মন্ত্রী আগামী চেয়ারম্যানের নামও জানিয়ে দেন। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে দুজন মনোনীত হতে চলেছেন। জাকা আশরাফ ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুস্তাফা রামদে। তবে এগিয়ে রয়েছেন আশরাফ। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আশরাফের ফেরা নিয়ে জল্পনা জোরদার হয়েছে। যেই হন, তাঁকে আগামী তিনবছর পর্যন্ত পদ সামলাকে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পিসিবি বোর্ড অব গভর্নর্স বেছে নেন। যাঁকে পরে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

৪০ কোটির দাবি! হতে হতেও এক যুগ পর ভারতে হল না লিও মেসির ম্যাচ

পানাজি, ২০ জুনঃ এক যুগ পর আবার লিওনেল মেসিকে খেলতে পারতেন ভারতে। ২০১১ সালে ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলে গিয়েছিলেন এলএম টেন। তখনও মেসি ঈশ্বর হননি। বিশ্বকাপ তোলেননি হাতে। তাতেও উন্মাদনা কম ছিল না। ফুটবলের মক্কা কলকাতা তো বটেই, সারা দেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মেসি এবং আর্জেন্টিনার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ দেখার জন্য। সেই লিও মেসিকে ১২ বছর পর আবার দেখা যেতে পারত ভারতের মাটিতে। তা হতে হতেও হল না। অনেক দূর কথা এগোলেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। জুন মাসে ১২ অথবা ২০ তারিখ সুনীল ছেত্রীদের ভারতীয় টিমের বিরুদ্ধে হতে পারত ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। কেন হল না? মূলত টাকার জন্য। এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে এই খবর প্রকাশ্যে এনেছে। তাতে জানা গিয়েছে, আর্জেন্টিনার ফুটবল ফেডারেশন এশিয়ার দুটো টিমের টিমের বিরুদ্ধে ১২ ও ২০ জুন দুটো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল। ভারত ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তারা। কিন্তু আর্থিক কারণেই পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে এআইএফএফ। ফেডারেশনের সচিব সাজি প্রভাকরনের কথায়, ''আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু বিপুল আর্থিক চাহিদার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। আর্জেন্টিনার মতো টিমের বিরুদ্ধে খেলার জন্য খুব শক্তিশালী পার্টনার দরকার ছিল। কারণ, আর্জেন্টিনা এই ম্যাচ খেলার জন্য যে অর্থ দাবি করেছিল, সেটা মেটানো সহজ ছিল না। আর্থিক ভাবে আমাদের দেশের ফুটবল এখনও ততটা ভালো জায়গায় পৌঁছয়নি।'' আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সের শীর্ষ কর্তা পাবলো জোয়াকুইন দিয়াস কথা চালাচ্ছিলেন এআইএফএফের সঙ্গে। বিশ্বকাপ জেতার পর সারা বিশ্ব জুড়ে আর্জেন্টিনার চাহিদা এক ঝটকায় অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। ভারতে খেলতে আসতে ৩২ থেকে ৪০ কোটি টাকা অ্যাপিয়ারেন্স মানি নিত মেসির দেশ। যে চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না ফেডারেশনের পক্ষে। ওই ম্যাচের টিকিট থেকে প্রাপ্ত অর্থ,

টিভি কিংবা ডিজিটাল মাধ্যম থেকে যে টাকা আয় হত, তাতেও ৪০ কোটি টাকার খামতি পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া সময়সীমাও অত্যন্ত কম ছিল। যে কারণে অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে দুটো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা টিম। ভারতীয় টিম বহু পিছনে। ১০১ র‍্যাঙ্কিং ভারতীয় টিমের। সুনীল ছেত্রীদের সঙ্গে খেললেও ওই ম্যাচ খুব একটা আকর্ষণীয় হত না, তাও মেনে নিয়েছিল ফেডারেশন।

এমবাপের গোলে ফ্রান্সের চারে চার

প্রথমার্ধে জমাট রক্ষণে ফ্রান্সকে আটকে রাখা গ্রিস বিরতির পর খেই হারাল। প্রথম দফায় পেনাল্টি মিস করলেও আবার শট নেওয়ার সুযোগ পেয়ে বল জালে পাঠালেন কিলিয়ান এমবাপে। ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে আরেকটি জয় পেল দিদিয়ে দেশমের দল।

প্যারিস, ২০ জুনঃ প্যারিসে সোমবার রাতে 'বি' গ্রুপের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে ফ্রান্স। আধা ঘণ্টার বেশি সময় ১০ জন নিয়ে খেলেছে গ্রিস। বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম চার ম্যাচের সবগুলিই জিতল ফ্রান্স। ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে তারা। টানা দুই জয়ের পর প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া গ্রিস ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। ২০০৬ সালের পর দুই দলের প্রথম সাক্ষাতে দ্বিতীয় মিনিটে গ্রিসের এক খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জে এমবাপে বক্সের ভেতর পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে ফ্রান্সের সবাই, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি। বল দখল ও আক্রমণে অনেক এগিয়ে থাকলেও গ্রিক গোলরক্ষকের পরীক্ষা অবশ্য নিতে পারছিল না ফরাসিরা। প্রথমার্ধের সেরা সুযোগটি পায় তারা বিরতির আগ মুহূর্তে। কিংসলে কোমানের ক্রস দূরের পোস্টে পেয়ে শট নেন জুল কুন্দে, ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক। ঘটনাবহুল এক গোলে দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। বক্সে হেড নিতে যাওয়া আঁতোয়ান গ্রিজমানের মাথায় বুট দিয়ে আঘাত করেন গ্রিক ডিফেন্ডার কনস্টান্টিনোস মাভ্রোপানোস। তাকে হলুদ কার্ড দেখানোর পর ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টি দেন রেফারি। স্পট-কিকে শুরুতে এমবাপের শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক, কিন্তু আগেই তিনি লাইন থেকে বেরিয়ে আসায় আবার সুযোগ পায় ফ্রান্স, এবার আর ভুল করেননি অধিনায়ক এমবাপে। ৬৯তম মিনিটে আরেকটি বড় ধাক্কা খায় গ্রিস। বক্সের মাথায় কোলো মুয়ানিকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন মাভ্রোপানোস। গ্রিজমানের ফ্রি-কিক উড়ে যায় ক্রসবারের সামান্য ওপর দিয়ে। বাকি সময়ে একের পর এক আক্রমণ করে যায় ফ্রান্স। তবে এমবাপে, মুয়ানিরা পারেননি আর ব্যবধান বাড়াতে। যোগ করা সময়ের খেলা হয় ১৪ মিনিট! গ্রুপের আরেক ম্যাচে জিব্রাল্টারকে ৩-০ গোলে হারিয়ে তিন ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড। সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে দুই ম্যাচ খেলা নেদারল্যান্ডস। চার ম্যাচের সবগুলি হেরে সবার নিচে জিব্রাল্টার।

নর্থ মেসিডোনিয়াকে ৭ গোল ইংল্যান্ডের

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২০ জুনঃ ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বের ম্যাচে সোমবার রাতে ৭-০ গোলে জিতেছে ইংল্যান্ড। গ্যারেথ সাউথগেটের দলের অন্য দুই গোলদাতা মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও কেলভিন ফিলিপস। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে দ্বিতীয় মিনিটেই ম্যাচের প্রথম ভালো সুযোগ পায় ইংল্যান্ড। তবে কাইল ওয়াকারের কাছ থেকে বল পেয়ে গোলরক্ষককে তেমন একটা ভাবাতে পারেননি সাকা। আয়োজকদের আক্রমণের জোয়ারের সামনে শুরুতে দারুণ দৃঢ়তা দেখায় মেসিডোনিয়া। প্রথমার্ধের লম্বা একটা সময় কোনো না কোনোভাবে ঠেকিয়ে রাখে সাকা, কেন, র‍্যাশফোর্ডদের। ২৯তম মিনিটে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। র‍্যাশফোর্ডের কাছ থেকে বল পেয়ে লুক শ চমৎকার কাট ব্যাকে খুঁজে নেন কেনকে। সফরকারীদের একজনের পা ছুঁয়ে এলেও ইংল্যান্ড অধিনায়কের কোনো সমস্যা হয়নি। ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে পাঠান তিনি। জাতীয় দলের টানা ছয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন কেন। নয় মিনিট পর স্কোরলাইন ২-০ করে ফেলেন সাকা। ওয়াকারের কাছ থেকে বল পেয়ে দুরূহ কোণ থেকে বুলেট গতির শটে জাল খুঁজে নেন আর্সেনালের এই ফরোয়ার্ড। ৪৫তম মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন র‍্যাশফোর্ড। এতে দারুণ অবদান কেনের। মেসিডোনিয়ার এক ডিফেন্ডারের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে টটেনহ্যাম হটস্পারের স্ট্রাইকার খুঁজে নেন জর্ডান হেন্ডারসনকে। বাইলাইন ধরে এগিয়ে লিভারপুল মিডফিল্ডার বল বাড়ান র‍্যাশফোর্ডকে। ছয় গজ দূর থেকে বাকিটা অনায়াসেই সারেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য মোটেও অপেক্ষা করতে হয়নি প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। ৪৭তম মিনিটে ট্রেন্ট অ্যালেজান্ডার-আর্নল্ডের ৫০ গজ দূর থেকে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বুলেট গতির শটে স্কোরলাইন ৪-০ করে ফেলেন সাকা। চার মিনিট পর আরেকটি গোলে ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। ৬৪তম মিনিটে গোল উৎসবে যোগ দেন ফিলিপস। জ্যাক গ্রিলিশের ক্রস যেন কেন পর্যন্ত না যায় এর জন্য মরিয়া ছিলেন মেসিডোনিয়ার এক ডিফেন্ডার। ক্লিয়ার করার চেষ্টায় উল্টো বিপদ ডেকে আনেন তিনি। ফাঁকা জালে অনায়াসেই বল পাঠান একটু আগেই বদলি নামা ফিলিপস। ৭৩তম মিনিটে সফল স্পট কিকে দলের সপ্তম গোলটি করেন কেন। জন স্টোনস ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল ইংল্যান্ড। এই গোলের পরপরই কেনকে তুলে নেন আয়োজক কোচ। বাকি সময়ে আর জালের দেখা পায়নি ইংল্যান্ড। মেসিডোনিয়াও পারেনি ব্যবধান কমাতে। চার ম্যাচে চতুর্থ জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের শীর্ষে আছে ইংল্যান্ড। দিনের অন্য ম্যাচে মাল্টাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দুই নম্বের উঠে এসেছে ইউক্রেইন। ৩ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ৬। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে ইতালি। সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে মেসিডোনিয়া, একটি ম্যাচ বেশি খেলেছে তারা। চার ম্যাচের সবগুলি হেরেছে মাল্টা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501